নাগপাশ

(দ্বিতীয় পর্ব)

—রহস্য উপন্যাস—

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

বেঙ্গল পাবলিশার্স
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—১২

প্রথম সংস্করণ : শ্রাবণ, ১৩৫৬

প্রকাশক—শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
বেঙ্গল পাবলিশার্স
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট,
কলিকাতা - ১২

মুদ্রাকর—শ্রীললিত মোহন গুপ্ত
ভারত ফোটোটাইপ ষ্টুডিও,
৮৯, লেক রোড
কলিকাতা — ২৯

প্রচ্ছদপট পরিকল্পনা—
শ্রীসুধীর ভট্টাচার্য

ব্লক ও প্রচ্ছদপট মুদ্রণ—
ভারত ফোটোটাইপ ষ্টুডিও,
৭২।১, কলেজ স্ট্রীট,
কলিকাতা —১২

বাঁধাই—বেঙ্গল বাইণ্ডার্স

মূল্য : এক টাকা বার আনা

নিবেদন

নাগপাশের দ্বিতীয় পর্ব প্রকাশিত হলো। নানা ঘটনা বিপর্যয়ে দ্বিতীয় পর্ব প্রকাশে বিলম্বের জন্য আমি দুঃখিত। উপন্যাসটির কলেবর অত্যন্ত বৃদ্ধি পাবে ভয়েই বাধ্য হয়ে আমাকে দুই পর্বে উপন্যাসটি প্রকাশ করতে হয়েছে। আশা করি সেজন্য আমার পাঠক-পাঠিকাদের কোন দুঃখের কারণ থাকবে না।

লেখক—

১লা শ্রাবণ—১৩৫৬

সবুজ-সাহিত্য আয়তন

— (দ্বিতীয় পর্ব) —

— এক —

— বিপর্যয় —

প্রথম পর্বের সেই অসমাপ্ত কাহিনীর জের টেনে চলি এসো—হ্যাঁ কি যেন বলতে বলতে থেমে গিয়েছিলাম ?—

মনে পড়েছে—শোন—

রাত্রি আরো গভীর হয়েছে : বাইরে ঝম্ ঝম্ করে বৃষ্টি পড়ছে।

সেই সংগে উদ্দাম হাওয়ার ঝাপ্‌টা।

সোঁ-সোঁ-গর্জন !

থানার ঘরটার মধ্যে O. C. সুশান্ত, বিমল বাবু ও সুব্রত।

সুব্রতর অনুরোধে বিমল বাবু বলতে সুরু করলেন : যে দুর্ঘটনা ঘটেছে, সে সম্পর্কে বিশেষ কিছু যে আপনাকে আমি বলতে পারবো তা' বলে আমার মনে হয় না সুব্রত বাবু। তবে

যেটুকু জানি সবই বলছি। আজ সকালের দিকে হেড্ অফিস থেকে ভার্বাল একটা অর্ডার পাই—এখানে এসে সুশান্ত বাবুর সংগে দেখা করবার জন্য। অর্ডার পেয়েই এখানে চলে আসি। সুশান্ত বাবুর সংগে দেখা হবার আগ পর্যন্তও আমি জানতাম না ঠিক—কি কাজের জন্য আমাকে এখানে আসতে হয়েছে। জানলে—'

'জানলে হয়ত আসতেন না—এইত ?' সুব্রত বাধা দেয়।

'আসতাম না নয়—তবে না আসবার জন্যই চেষ্টা করতাম—যাক্ গে, কর্তার ইচ্ছায় কর্ম যখন—সুশান্ত বাবুর একটা পরিচয় দিয়ে এবং আমাকে সংগে করে নিজে গিয়ে দূর থেকে সুসীম বাবুকে দেখিয়ে বলেন—তার উপরে আমাকে নজর রাখতে হবে। শুধু আমি একাই নয়—অমিয় বাবুও ঐ কাজের জন্য নিযুক্ত হয়েছেন অমিয় বাবু ও আমি দু'জনে বাই-টার্ণ সুসীম বাবুর 'পরে নজর রাখবো।'

'তারপর—?'

'তারপর প্রথমেই আমি অমিয় বাবুর সংগে দেখা করে দু'জনের মধ্যে আলাপ আলোচনা করে একটা মিউচিয়েল এ্যারেঞ্জমেণ্ট করে নিই—এবং সংগে সংগে ডিউটিতে লেগে যাই।—'

'কি রকম এ্যারেঞ্জমেণ্ট্ আপনাদের হয়েছিল ?' সুব্রত প্রশ্ন করে।

'ঠিক হয়—আমাদের মধ্যে প্রথমে অমিয় বাবু সকাল থেকে বেলা বারটা পর্যন্ত নজর রাখবেন—তারপর তাকে আমি

রিলিভ্ করবো—রাত্রি আট-টায় আবার আমাকে অমিয় বাবু রিলিভ্ করবেন—রাত্রি সাড়ে চারটায় আবার আমি তাকে রিলিভ্ করবো। এই ভাবে প্রথমেই অমিয় বাবু ডিউটিতে যান। আমি ঐ সময় সুসীম বাবুর দাদার সংগে আলাপ করবার জন্য ওদের বাসার দিকে যাই।'

'কেন ? —'সুব্রত প্রশ্ন করে ঃ আপনি হঠাৎ অসীম বাবুর সংগে আলাপ করবার জন্য ইচ্ছুক হয়ে উঠ্লেন কেন ?

সুব্রতর আকস্মিক প্রশ্নে বিমল বাবু হঠাৎ যেন চুপ করে যান ঃ কোন জবাব দেন না। ঠিক এ ধরণের একটা প্রশ্ন যে তিনি সুব্রতর নিকট হ'তে আশা করেননি তা বুঝতে কষ্ট হয় না উপস্থিত ঘরের মধ্যে কারোই।

'সমস্ত ঘটনাটা প্রশান্ত বাবুর মুখ থেকে শুনে অসীম বাবুর 'পরে আমার কেমন যেন একটা কৌতুহল হয়—কোন একটা কাজের ভার আমার উপরে পরলে সেটাকে ভাল করে বুঝবার আমি চেষ্টা করি।'

'খুব ভাল কথা,—তারপর ?'

'ওদের বাসায় গিয়ে আমি অসীম বাবর দেখা পেলাম না। সেখান থেকে ফিরে আসছি মাঠের পথটা ধরে—সুখদাশের সংগে আমার দেখা হলো—সুখদাশ তখন উল্টো পথে এগুচ্ছিল—অর্থাৎ অসীম বাবুদের বাড়ীর দিকেই যাচ্ছিল।'

'আশ্চর্য !—তারপর ?—'

'সুখদাশকে আমি চিনি না। সেও আমাকে চেনে না ? ঐ আশে পাশের কেউ হবে ভেবে ওর সংগে আমি আলাপ

করবার চেষ্টা করি—কিন্তু সুখদাশ আমাকে পাত্তা দেয় না—সে নিজের গন্তব্য পথে চলে গেল। আমিও থানার দিকে ফিরে এলাম। যাহোক বেলা বারটার পর অমিয় বাবুকে আমি রিলিভ্ করি। অমিয় বাবুই আমাকে সংবাদ দিয়েছিলেন—ঐ সময় সুসীম বাবু বাড়ীতেই ছিলেন। আমি আমবাগানের মধ্যে আত্মগোপন করে বাড়ীটার দিকে নজর রাখি।

বিমল বাবু বলতে থাকেন: প্রকৃতপক্ষে সমস্তটা দুপুরই একপ্রকার বলতে গেলে সুসীম বাবু তার বাড়ীতেই ছিলেন, কোথায়ও বের হননি। সন্ধ্যা তখন প্রায় সাড়ে সাতটা হবে, উনি বাড়ী থেকে বের হয়ে প্রথমে গিয়ে 'কালীতারা' রেষ্টুরেণ্টে ঢোকেন। সেখানে দু'-তিন কাপ চা খান। তার মুখের দিকে তাকিয়ে আমার মনে হয়েছিল, কোন কারণে তিনি যেন খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। আমাকে যখন সুশান্ত বাবু, প্রথম সুসীম বাবুর 'পরে দৃষ্টি রাখতে বলেন, তখন আমার মনে হয়েছিল, হয়ত' শংকর ঘোষের হত্যা-সক্রান্ত ব্যাপারেই দারোগা বাবু সুসীম বাবুকে সন্দেহ করছেন, তাই ওর গতিবিধির পরে আমাকে নজর রাখতে আদেশ করেছেন। কিন্তু আমি তখন ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ করিনি, যে সুসীম বাবুর অন্য দিক হতে এত বড় বিপদ ঘনিয়ে আসতে পারে। আমি কিছুক্ষণের জন্য একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়ি এবং আমার এক জন চেনা বন্ধুর সংগে কথা বলতে বলতে ষ্টেশন পর্যন্ত চলে যাই। ফিরে যখন আসি সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে। দেখলাম, 'কালীতারা' রেষ্টুরেণ্টে সুসীম বাবু নেই। আমি অমিয় বাবুর মুখেই শুনেছিলাম,

প্রায় বলতে গেলে প্রত্যহই সন্ধ্যার পরে 'কালীতারা' রেষ্টুরেণ্ট হ'তে বের হয়ে সুসীম বাবু লেভেল ক্রসিংয়ের ওখানে মণিমোহনের দোকানে সিদ্ধি খেতে যেতেন। এবং এও পরে জানতে পেরেছিলাম, যে মণিমোহনের দোকানটাই ছিল সুসীম বাবুদের নেশা করবার প্রধান আড্ডা। যা হোক, আমি অন্ধকারে মণিমোহনের দোকানের দিকে এগুতে লাগলাম। লেভেল ক্রসিংয়ের কাছাকাছি আসতেই শব্দ পেলাম—একটা ট্রেণ আসছে। ট্রেণটা লেভেল ক্রসিংয়ের কাছাকাছি আসতেই একটা চিৎকার শুনতে পেলাম। কে যেন চিৎকার ক'রে উঠল, গেল, গেল!···ছুটতে লাগলাম, কেন না লেভেল ক্রসিং থেকে তখনও আমি প্রায় হাত ২০।২৫ দূরে। সেই চিৎকারের শব্দ বোধ হয় ট্রেণের ড্রাইভারও শুনতে পেয়েছিল, কেন না, গাড়ীটাও একটা শব্দ ক'রে লেভেল ক্রসিংটা পার হবার সংগে সংগেই থেমে গিয়েছিল। আমি ওখানে পৌছে দেখি, সুখদাশ ততক্ষণে সুসীম বাবুর ক্ষত-বিক্ষত মৃত দেহটা কোনমতে গাড়ীর চাকার তলা হতে টেনে বের ক'রে ঠিক লাইনের ধারেই শুইয়ে রেখেছে। ট্রেণের ড্রাইভার ও দু' জন খালাসী ইতিমধ্যে নেমে এসে সেখানে ভিড় করেছে। সুখদাশের মুখেই শুনলাম, হঠাৎ না কি কোন কারণে রাগ ক'রে সুসীম বাবু মণিমোহনের দোকান হতে বের হয়ে রেলের লাইনের দিকে ছুটে যাচ্ছিলেন, এবং সেও ঐ সময় মণিমোহনের দোকানে উপস্থিত ছিল। সে সুসীমকে ছুটতে দেখে ওর পিছু-পিছু অনুসরণ করে, কিন্তু সুসীমের কাছাকাছি পৌছাবার আগেই সুসীম ইনজিনের সংগে ধাক্কা খেয়ে পড়ে

যান। এবং ঐ দুর্ঘটনার পরই আমি ষ্টেশন গিয়ে আর দেরী না করে সেখান থেকে আপনাকে সংবাদ পাঠাই।'

সুব্রত বললে: আচ্ছা, আপনি পাশের ঘরে গিয়ে বসুন বিমল বাবু! প্রয়োজন হলে আবার ডাকব। বিমল বাবু সম্মতিসূচক ঘাড় নেড়ে ঘর হতে বের হ'য়ে গেলেন।

এবং এর একটু পরেই সুখদাশকে আনা হলো।

সুখদাশ কিছুক্ষণ যেন নির্জীবের মতই স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো ঘরে ঢুকে। মুখের রেখায় রেখায় তার একটা স্পষ্ট উদ্বেগের ভাব।

সুব্রত মৃদু আদেশের স্বরে বললে: বোস সুখদাশ!—

সুখদাশ সুব্রতর নির্দেশ সত্ত্বেও না বসে দাঁড়িয়েই রইল।

'সুখদাশ তোমার মুখ থেকে আমরা শুনতে চাই—আজকার দুর্ঘটনা সম্পর্কে তুমি কি জান? এবং কতটুকু জান?'

সুব্রতর প্রশ্নে সুখদাশ বললে: আমি সন্ধ্যার কিছু আগে মণিমোহনের দোকানে গিয়েছিলাম, মণিমোহনের সংগে বসে গল্প করছি এমন সময় সুসীম বাবু সেখানে এলেন। সুসীমবাবুকে দেখেই আমার মনে হয়েছিল, তিনি আজ ওখানে আসবার আগেই অনেকখানি সিদ্ধি খেয়ে এসেছেন। তার কথাবার্তাও নেশা করার মতই মনে হচ্ছিল। তিনি এসেই মণিমোহনকে প্রশ্ন করলেন, সিদ্ধি তৈরী আছে কি না। তাতে আমিই জবাব দিলাম, সুসীম বাবু, আজ আপনার নেশাটা মনে হচ্ছে একটু বেশীই হয়েছে; আজ আর খাবেন না সিদ্ধি। তাতে তিনি

হঠাৎ আমার 'পরে চটে উঠে যা-তা গালাগালি দিয়ে ছুটে ঘর হতে বের হয়ে গেলেন, আমিও সংগে সংগে তাকে অনুসরণ করলাম। কিন্তু বাঁচাতে পারলাম না। সুখদাশের কণ্ঠস্বর কান্নায় বুঁজে এল।

আজকের দুর্ঘটনায় সুখদাশ যে অত্যন্ত বিচলিত হয়েছে, বুঝতে কারওই কষ্ট হয় না।

কিন্তু কেন? সুসীমের মৃত্যুতে সুখদাশ এতখানি বিচলিত হয় কেন?

কেন?

'হুঁ! কিন্তু তুমি আজ সন্ধ্যায় মণিমোহনের দোকানে গিয়েছিলে কেন?' প্রশ্ন করলে সুব্রত।

'আমি আজ কয় দিন হতেই সুসীম বাবুর 'পরে নজর রেখেছিলাম, জানতাম, সন্ধ্যায় তিনি প্রত্যহ ওইখানেই যান, তাই সেখানে গিয়েছিলাম।'

'সুসীমের উপরে নজর রেখেছিলে?—কেন?'

'আপনিত সবই জানেন বাবু—সেই দিন রাত্রে 'ভারতী-ভবনে'র সেই বিশ্রী ব্যাপার ঘটে যাওয়ার পর হতেই মনে আমার এতটুকুও শান্তি নেই—দেখুন দেখি সামান্য আলাপ ওদের সংগে আমার। আমি চেষ্টা করছিলাম ওর সংগে দেখা ক'রে একটা মিটমাট ক'রে নিতে, কিন্তু ওকে ধরতে পারছিলাম না কিছুতেই একা একা।'

'হঠাৎ সে রাত্রে সুসীম তোমার 'পরে ও-রকমই বা ব্যবহার করলে কেন সুখদাশ?' আবার সুব্রত প্রশ্ন করলে।

এপ্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে সুখদাশ চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলো।

স্পষ্টই বোঝা যায় বিশেষ করে সে যেন নিজেকে বর্তমান সংকটময় পরিস্থিতির মধ্যথেকে মুক্ত করে আনবার একটা উপায় খুঁজছে, কিন্তু অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ও সুচতুর সুব্রত সুখদাশকে সে সময়টুকুও দিতে নারাজ—তাই সে এবারে আর দ্বিধা মাত্র না করে সরাসরী একেবারে দ্বিতীয় প্রশ্নে সুখদাশকে সত্যিই চম্‌কে দেয়।

তাহলে 'তোমার সংগে সুসীমের আগে থেকেই বেশ আলাপ-পরিচয় ছিল বল?'

'আজ্ঞে না তেমন বিশেষ কিছুই না—সামান্য।' আম্‌তা আম্‌তা করে জবাব দেয় সুখদাশ।

'তেমন বিশেষ কিছুই না—কিন্তু আলাপটা আগে হতেই ওদের সংগে ছিল না—এখানে ওরা আসবার পর হয়েছে সুখদাশ?—'

'এখানে আসবার পরই হয়েছে—'

'ওঃ—আচ্ছা—তুমি তাহলে এখন যেতে পারো সুখদাশ।' সুব্রত বললে।

সুখদাশ তবু দাঁড়িয়ে থাকে। যেন ইতস্ততঃ করছে সে। সুব্রত মৃদু হেসে বলে হাঁ—তুমি এখন বাড়ীতেই যেতে পারো এখন আর তোমাকে আমার দরকার হবে না।' সুখদাশ পূর্ণ দৃষ্টিতে একবার সুব্রতর দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে ঘর ত্যাগ করে চলে যায়।

এর পর মণিমোহনকে ডাকা হলো, সে যা বললে তার মর্মার্থ এই : আজ মাস খানেক হবে, সুসীম নিয়মিত ভাবে মণিমোহনের দোকানে প্রায় প্রত্যহই আসত সিদ্ধি খেতে, তবে কখনো সন্ধ্যায়—কখনো একটু রাত্রে। মণিমোহনের নিজেরও সিদ্ধি খাওয়া অভ্যাস আছে, দু'জনে এক সংগে সিদ্ধি খেতো। সুসীমের সংগে মণিমোহনের পরিচয় হয় মাস দেড়েক আগে ষ্টেশনে পানিপাড়ে রাম ভজনের ওখানে। আগে সুসীম পানিপাড়ের ওখানেই সিদ্ধি খেতো। মণিমোহনও মাঝে মাঝে পানিপাড়ের ওখানে যেত। বাকী যা সে বললে, সুখদাশের কথার সংগেই প্রায় মিলে গেল। এর পর মণিমোহনকেও সুব্রত ছেড়ে দিল। ওরা চলে যেতে—সুশান্ত বললে :

'আপনার কিন্তু সুখদাশকে ছেড়ে দেওয়া উচিত হয়নি মিঃ রায়।'

'কেন ?'—সুব্রত সুশান্তের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকায়।

'কিছু মনে করবেন না মিঃ রায়—আমার মনে হয়, সুসীমের মৃত্যুর জন্য সুখদাশই দায়ী। বিশেষ ক'রে 'ভারতী-ভবনে'র সে রাত্রের ঘটনার পর। ঘটনাটা আগাগোড়া পর্য্যালোচনা করলে কি সহজেই বেশ অনুমান করা যায় না যে, এটা কোন কারনেই হোক নিশ্চই সুখদাশের সুসীমের 'পরে একটা বিদ্বেষ থাকা খুবই স্বাভাবিক ? এবং সেই বিদ্বেষের বশেই সে কয়েক' দিন ধরে সুসীমকে অনুসরণ করছিল হত্যা করবার সুযোগ পাওয়ার জন্য ? এবং আজ রাত্রে সুযোগ পাওয়া মাত্রই তাকে চলন্ত ট্রেণের সামনে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছে

বেশ কায়দা করে নিজেকে সাফাই রেখে? কারণ, যে সময় ব্যাপারটা ঘটে, তখন ত' সেখানে একমাত্র সুখদাশ ও সুসীম ছাড়া আর কেউই উপস্থিত ছিল না! বিশেষ ক'রে অন্ধকারের মধ্যে!'···

'আপনার কথাটার মধ্যে প্রচুর যুক্তি আছে বটে সুশান্ত বাবু মানতেই হবে। কিন্তু প্রমাণ কোথায় যে আপনার কথাই সত্যি এবং সুখদাশের কথা মিথ্যে? কিন্তু যাক্ সে কথা, ও নিয়ে এখন আমাদের খুব বেশী মাথা না ঘামালেও চলবে। ঘটনার গতির দিকেই এখন আমাদের দৃষ্টি রাখতে হবে। দেখতে হবে, এর পর how the things take shape! রাত্রি অনেক হলো, সুখদাশের জন্য ভাববেন না। ওকে ধরতে বেগ পেতে হবে না, আপনার যদি সত্যিই ওকে প্রয়োজন হয় আমাদের। এবার আমি আপনার কাছ হতে বিদায় নেবো। আবার দেখা হবে। Good night!···'সুব্রত ঘর হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল দ্বিতীয় আর বাক্যব্যয় না করে।

দুই

রাতের অভিসার

সুব্রত কিন্তু থানা হতে বের হয়ে মোটর হাঁকিয়ে বরাবর অসীম বাবুর বাসার দিকেই এগিয়ে চলল।

রাত্রি তখন প্রায় এগারটা। ইতিমধ্যে এক সময় বৃষ্টি থেমে গেছে ঃ তবে বাতাস একেবারে বন্ধ হয়নি—জলকনাবাহী হিম শীতল বাতাস এখনো এলো মেলো বইছে ক্ষ্যপার মত। অন্ধকারে আমবাগানের মধ্যে গাড়ীটা দাঁড় করিয়ে রেখে সুব্রত হেঁটে অসীম বাবুর বাসার বন্ধ দরজাটার সামনে এসে দাঁড়ায়।

মধ্য রাত্রি ঃ শুধু বাতাসের একটানা সোঁ সোঁ গর্জন।

অসীম বাবু তখনও বিনিদ্র ভাবে ছোট ভাইয়ের অপেক্ষায় উৎকণ্ঠিত ভাবে বইয়ের ঘরেই বসেছিলেন।

দরজার কড়া নাড়তেই অসীম বাবু দরজা খুলে হ্যারিকেনের আলোর সামনে সুব্রতকে দেখে বিস্মিত ভাবে তার মুখের দিকে তাকালেন ঃ 'আপনি ?'

'হাঁ···চলুন.- ঘরের ভিতরে কথা আছে।'

সুব্রত এসে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল বিনা আহ্বানেই।

'অসীম বাবু, আমি অত্যন্ত দুঃখিত! একটা দুঃসংবাদ আছে।' সুব্রত কোনরূপ ভূমিকামাত্র না করে সোজাসুজি কথাটা বলে। ব্যাপারটা বোধ হয় কতকটা আন্দাজেই অসীম বাবু বুঝতে পেরেছিলেন বললেন, 'নিশ্চয়ই সুসীমের কিছু

হয়েছে! বলুন, চুপ করে আছেন কেন?' একরাশ উৎকণ্ঠা যেন অসীমের কণ্ঠ হতে ঝরে পড়ল।

'হাঁ!...'সুব্রত ইতঃস্তত করে ব'লে।

'বলুন! বলুন না, চুপ করে আছেন কেন? কি হয়েছে সুসীমের?'

'ট্রেণে কাটা প'ড়েছেন আপনার ভাই।'

একটা অস্ফুট আর্ত চিৎকার করে অসীম বাবু ছ'হাতে মুখ ঢাকলেন। সুব্রত স্পষ্টই বুঝতে পারছিল, একটা অবরুদ্ধ কান্নার আবেগ রোধ করবার জন্য অসীম বাবু প্রাণপণে চেষ্টা করছেন।

সুব্রত ব্যথিত দৃষ্টিতে অসীম বাবুর দিকে তাকিয়ে বসে রইলেন। তারও মুখে কোন কথা যেন আসছে না।

প্রায় দীর্ঘ দশ-পনের মিনিট ওই ভাবে থাকবার পর অসীম বাবু মুখ তুলল। তার ছ'চোখের কোল বেয়ে তখন অশ্রু অবিরল ধারায় গড়িয়ে পড়ছে, বললে, 'আমি জানতাম। আমি জানতাম সুব্রত বাবু' সুসীর ভাগ্যে এক দিন এমনি অঘটণ একটা কিছু ঘটবে! কিন্তু কি ক'রে এমন ঘটলো?' অসীম বাবু ব্যাগ্র ভাবে সুব্রতর মুখের দিকে তাকান।

সুব্রত সংক্ষেপে তখন আগাগোড়া ব্যাপারটা খুলে বললে: 'আপনাকে এত বড় একটা দুঃসংবাদ দিতে হলো বলে সত্যিই আমি একান্ত দুঃখীত অসীম বাবু!'...

'না না, এতে আপনার কি দোষ সুব্রত বাবু!...আমি জানতাম এই এক দিন ঘটবে!...আমি জানতাম।'

সুব্রত ধীর শান্ত সুরে বলতে থাকে ঃ

'ভারতী-ভবনের সে রাত্রের সেই দুর্ঘটনার পর, আমার কেন যেন মনে একটা সন্দেহই হয়েছিল, হয়ত খুব শীঘ্রই আপনার ভাইয়ের বড় রকমের একটা কিছু বিপদ ঘটবে। এমন কি, তার জীবন-সংশয়ও হতে পারে!'···সুব্রত বললে।

'আমারই দোষ সুব্রত বাবু। আমারই বোঝবার ভুল। আমিই আপনাকে ঠিকমত বিচার করতে পারিনি।—'

তার পর একটু থেমে আবার প্রশ্ন করে অসীম, 'আপনার কি মনে হয়, কেউ তাকে ইচ্ছা ক'রেই গাড়ীর দিকে ঠেলে দিয়েছে?'

'তা ত বলতে পারি না অসীম বাবু, কেন না আসল ঘটনার সময় সাক্ষী সেখানে একমাত্র সুখদাশ ছাড়াত' আর দ্বিতীয় কেউই ছিল না।'

'সুখদাশ!'—বিস্মিত অসীম সুব্রতর মুখের দিকে তাকায়। ব্যপারটা যেন সে ঠিক বুঝে উঠ্‌তে পারছে না ঃ সুখদাশ সেখানে ছিল?

'হাঁ সুখদাশ বলেছে, তাকে সে বাঁচাবারই নাকি চেষ্টা করেছিল।'

তার পর হঠাৎ আবার প্রশ্ন করে ঃ কিন্তু মনে হচ্ছে, তাতে যেন আপনি একটু আশ্চর্যই হয়েছেন, কেমন না?'

অসীম বাবু চকিতে একবার সুব্রতর মুখের দিকে তাকাল, তার পর বললে, 'সত্যিই ব্যাপারটা আমি এখনও যেন বুঝে উঠতে পারছি না সুব্রত বাবু!'

'আচ্ছা অসীম বাবু, ২।৪ দিন আগে ঠিক সন্ধ্যার আগে সুখদাশ কেন আপনাদের বাড়ীতে এসেছিল জানতে পারি কি ?'

'কে বললে ? এমন কথা সে বলেছে না কি ?'

'না, সে বলেনি কিছু, আমিই তাকে এ-বাড়ী হতে বের হতে দেখেছিলাম সেদিন সন্ধ্যার দিকে।'

'না না, সে ত আসেনি, নিশ্চয়ই আপনার দেখবার ভুল হয়ে থাকবে সুব্রত বাবু।'

সুব্রত কতকটা দৃঢ় স্বরেই এবার জবাব দিল, 'না অসীম বাবু, আমার দেখবার ভুল নয়। পরে সুখদাশের কথায় কতকটা জানতে পেরেছি, কেন সেদিন সন্ধ্যায় সে আপনাদের এখানে এসেছিল। আমি আপনার বক্তব্যটাও শুনতে চাই। দু'পক্ষের কথা শুনলে ব্যাপারটা ভাল্ করে আমার বুঝবার সুবিধা হতো।'

অসীম বাবু সুব্রতর কথায সহসা যেন স্তব্ধ হয়ে গেল, কিছুক্ষণ পরে ধীর-গম্ভীর স্বরে বললে, 'সে কথায় আমি জবাব দিতে অক্ষম সুব্রত বাবু। ক্ষমা করবেন। আর সে যদি এ-বাড়ীতে সেদিন সন্ধ্যার সময় এসেই থাকে, সে এমনিই এসেছিল, তার আসার মধ্যে কোন বিশেষ উদ্দেশ্যই ছিল না। এবং সে ব্যাপারের সংগে আপনার কোন সম্পর্কই নেই।'

'ওঃ! কিন্তু কাল যখন দারোগা বাবু এসে আপনাকে প্রশ্ন করবেন, আপনার ভাই সে-রাত্রে ভারতী-ভবনে কেন সুখদাশকে গুলি করে খুন করতে গিয়েছিল, তার কি জবাব দেবেন সে কথাটা ও নিশ্চই ভেবে রেখেছেন কি বলেন ?' সুব্রত কথাটা বলে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অসীমের মুখের দিকে তাকায়।

'কিছুই না! বলবো জানি না, বলতে পারি না। এর মধ্যে আবার ভাবাভাবির কি আছে?'—মৃদু সংযত কণ্ঠে অসীম জবাব দেয়।

সহসা সুব্রত অসীম বাবুর দিকে খানিকটা ঝুঁকে পড়ে বললে, 'এখনও কি আপনি সমস্ত ব্যাপারের গুরুত্বটা বুঝতে পারছেন না অসীম বাবু? এখনো আপনি আমার কাছে সব লুকিয়েই রাখবেন? শুনুন অসীম বাবু, আমাকে ভুল বুঝবেন না, আপনি যা ভাবছেন তা আমি নই, আমার দ্বারা আপনার কোন ক্ষতিই হবে না। বিশ্বাস করুন! আপনাকে এ বিপদে আমি সাহায্যই করতে চাই। এখনো আমাকে বিশ্বাস করে সব কথা খুলে বলুন?...আপনাকে বিশেষ করে অনুরোধ জানাচ্ছি?'

সুব্রতর কথায় সহসা যেন অসীম বাবু ভেংগে পড়ে। তার পর ক্লান্ত-অবসন্ন স্বরে বলে: ক্ষমা করুন সুব্রত বাবু, আমি সবই বুঝতে পারছি কিন্তু তবু কিছু বলতে পারবো না। না...না... না! আপনাকে সব কথা খুলে বলবার মত আমার মনের বল নেই! আশা এখনো আমি ছাড়িনি!...আশা আমি ছাড়তে পারবো না। অসম্ভব! ..আপনি জানেন না। আপনি বুঝতে পারবেন না।'

'বেশ, তবে তাই হোক! আপনি যখন নিজে থেকে কিছুতেই সব কথা এখনো ভেংগে আমাকে বলবেন না, বা বলতে পারেন না, আপনাকে এ জন্য আর পীড়াপীড়ি করবো না অনর্থক। তবে আপনিও জেনে রাখুন, সব

আমি জানবোই, আজ হোক, আর কালই হোক। আমি সব জানবই! গোপন আমার কাছে কিছুই থাকবে না। যাক্ সে কথা, আপনার কাছে আমার আর একটি অনুরোধ আছে। বলুন—রাখবেন ?'

'সাধ্যে কুলালে, এবং সম্ভব হলে নিশ্চয়ই রাখবো।'

'অন্তত কিছু দিনের জন্যও 'এ-বাড়ী ছেড়ে দিয়ে আপনাকে অন্য কোথাও গিয়ে থাকতে হবে।'

'কেন ?'—বিস্মিত অসীম স্মব্রতর মুখের দিকে তাকাল।

'বললুম ত', আমার অনুরোধ! এজায়গাটা বড় নির্জন, আপনার বাড়ী হতে চিৎকার করলেও কেউ আশে-পাশে শুনতে পাবে না। বলুন, অন্য জায়গায় যাবেন ত ?'

অসীম কি যেন একটু ভাবলে, তার পর বললে, 'বেশ যাবো, বাজারের দিকেই যাবো।'

'হ্যাঁ কালই যাবেন।'

'এত তাড়াবাড়ি !'

'হ্যাঁ! আচ্ছা, আজ তবে আসি, নমস্কার!' স্মব্রত অসীম বাবুর বাড়ী হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল।

স্মব্রত চলে যাবার পরও অসীম অনেকক্ষণ স্তব্ধ বিমূঢ় হ'য়ে হ'য়ে একই ভাবে বসে রইলো।

শেষ পর্যন্ত স্মসীমের এমনি শোচনীয় মৃত্যু হলো ঃ···

মূর্খ—সরল—গোবেচারা স্মসীম—ছোট ভাইটি—সংসারে ঐ একটি মাত্র আপনার জন!

অনুশোচনায় আত্মগ্লানীতে অসীমের বুক খানা যেন ভেংগে

যাচ্ছে ঃ কেন সে পূর্বাহ্ণেই বিশেষ সাবধান হয়নি। সুসীমের মৃত্যুর জন্য কি সেই দায়ী নয়। সহসা বাইরে খোলা জানালায় একটা অস্পষ্ট শব্দ শোনা যায়; চকিতে অসীম সেদিকে তাকায়ঃ অস্পষ্ট একটা ছায়া যেন চকিতে জানালা পথের সামনে থেকে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

কে ?—সংগে সংগেই চেয়ার থেকে উঠে জানালার কাছে অসীম এগিয়ে যায়।

বর্ষণক্লান্ত আকাশের এক প্রান্তে ভাংগা মেঘের ফাঁক দিয়ে বোধ হয় জেগেছে এক ফালি চাঁদ—অস্পষ্ট আলোছায়ায় ভরা রাত্রির পৃথিবী।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অসীম চতুর্দিকে তাকায়—কিন্তু কেউ কোথায়ও নেই। অকারণ একটা আশংকায় বুকের ভিতরটা কেন জানি হঠাৎ ছম্ ছম্ করে ওঠে।

ভয় !···

কাকে সে দেখলে একটু আগে ! দৃষ্টি-ভ্রম নয়—সত্যি সে দেখেছে—কে ?—কে ? কাকে দেখ্‌লে ?

— তিন —

— ঘটনাচক্র —

পরের দিন প্রত্যুষে।

চা-পর্ব্ব শেষ করে সুব্রত তার গাড়ীটা নিয়ে বের হলো। শীতের শান্ত প্রভাত। কাল ঘটনাচক্রে রাত্রির বাকীটুকু সুব্রত একটিবারের জন্যও চোখের পাতা বোজাতে পারেনি। ঘটনার জাল ক্রমশঃ কি ভাবে জটিল হয়ে উঠছে একটু একটু করে, সেই কথাই সে বাকী রাত টুকু বিনিদ্র ভাবে শয্যায় শুয়ে শুয়ে ভেবেছে। সুসীমের মৃত্যুটা এমন কিছু আকস্মিক নয়। সেটা ঘটনার স্রোতের ধারা দেখে স্পষ্টই অনুমান করেছিল ও। সুসীমের মাথার 'পরে মৃত্যু তার উদ্যত খড়্‌গ তুলে ধরেছে। তবে সে ভাবতে পারেনি, এত আচম্‌কা এই ভাবে মৃত্যু এসে হানা দেবে এমনি নিষ্ঠুর ভাবে।

কোনমতে চা-পান শেষ করে সুব্রত গাড়ী চালিয়ে সোজা 'ভারতী-ভবনে' এসে প্রবেশ করল।

বাইরেই সুখদাশের সংগে দেখা হয়ে গেল। সুখদাশ অন্যমনস্ক হয়ে মাথা নীচু করে বাইরের বারান্দা দিয়ে বসবার ঘরের দিকে চলছিল।

সুব্রত ডাকলে : সুখদাশ ?

ভূত দেখার মতই চম্‌কে সুখদাশ সুব্রতর আহ্বানে মুখ তুলে ওর দিকে তাকাল।

সুব্রত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সুখদাশের মুখের দিকে তাকায় : এক রাত্রের মধ্যেই তার মুখের চেহারার যথেষ্ট পরিবর্ত্তন হয়েছে! চোখের কোলে কালী ; চোখের দৃষ্টিতে একটা সংকুচিত ভয় যেন সুস্পষ্ট ভাবে ফুটে বের হচ্ছে।

সুব্রত লক্ষ্য করলে, সুখদাশের হাতের আংগুলগুলো যেন কাঁপছে—কি এক অনুচ্চারিত উত্তেজানায়।

'তোমাদের ছোট বাবু, মানে অনুতোষ বাবু আছেন ?'

'আজ্ঞে, লাইব্রেরী-ঘরে বসে বই পড়ছেন।'

সুব্রত লাইব্রেরী-ঘরের দিকে অগ্রসর হলো। লাইব্রেরী-ঘরে পূব দিক্‌কার একটা খোলা জানালার সামনে একটা কাউচে বসে অনুতোষ বাবু গভীর মনোযোগের সংগে কি একখানা মোটা বই পড়ছেন। পায়ের 'পরে একটা কমলা লেবু রংয়ের দামী শাল : খোলা জানালা-পথে শীতের এক টুক্‌রো রোদ পায়ের নীচের কার্পেটের 'পরে এসে লুটিয়ে পড়েছে।

নিঃশব্দ পদসঞ্চারে সুব্রত এসে লাইব্রেরী কক্ষে প্রবেশ করল। পুস্তক পাঠে নিবিষ্ট অনুতোষ বাবু সুব্রতর আগমন টের পেলেন না। সুব্রত মৃদু অথচ সুস্পষ্ট কণ্ঠে নিজের উপস্থিতি জ্ঞাপন করলে :

'নমস্কার !'···

আচম্‌কা সুব্রতর কণ্ঠস্বরে অনুতোষ বাবু চম্‌কে মুখ তুললেন এবং সুব্রতকে ঘরে প্রবেশ করতে দেখে আহ্বান জানালেন : সুব্রত বাবু! আসুন-আসুন। নমস্কার তারপর কি সংবাদ এত সকালে ?

সুব্রত এগিয়ে এসে পাশের কাউচটার 'পরে বসল : প্রয়োজন বড় বালাই !

'তাই নাকি ! বসুন চা আনতে বলি ?'

'চা বেশ ! বেশ ! তা বলুন !···আপত্তি নেই অমৃতে !'

কিন্তু আদেশ দেওয়ার পূর্বেই দেখা গেল, একটা ট্রেতে করে ধুমায়িত দু'কাপ গরম চা নিয়ে সুখদাশ ঘরে প্রবেশ করছে। সুখদাশ চায়ের কাপ দু'টো সামনের টি'পয়ের 'পরে নামিয়ে রেখে নিঃশব্দে ঘর হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল। ব্যপার কি !—বিস্মিত অনুতোষ বাবু মৃদু হেসে বললেন : সুখদাশ জানত নাকি যে আপনি এসেছেন ?

'হাঁ—বাড়ীতে ঢুকতেই দেখা হয়েছে !'

গরম চায়ের কাপে একটা চুমুক দিয়ে সুব্রত বললে, 'কাল রাত্রের ঘটনা সব শুনেছেন বোধ হয় অনুতোষ বাবু ?'

একটা বড় রকমের নিঃশ্বাস নিয়ে ক্লান্ত অবসন্ন কণ্ঠে অনুতোষ বাবু বললেন : হাঁ, শুনলাম সব সুখদাশের মুখেই বেচারা ত অত্যন্ত মুশড়ে পড়েছে and got nervous !'

'কেন ?' সুব্রত চায়ের কাপটা নামিয়ে রেখে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে অনুতোষ বাবুর মুখের দিকে তাকায়।

'ওর ধারণা, সুসীম বাবুর মৃত্যুর ব্যাপারে পুলিসে না কি ওকেই সন্দেহ করেছে। তাদের ধারণা ওই হয়তো অন্ধকারে সুসীম বাবুকে ধাক্কা দিয়ে চলন্ত ট্রেণের তলায় ফেলে দিয়ে খুন করেছে। কিন্তু সত্যিকথা বলতে কি মিঃ রায়—আমি তা ভাবতেই পারি না। after all ও কেন সুসীম বাবুকে

ওভাবে হত্যা করতে যাবে বলুনত? ওতে ওর স্বার্থই বা কি?'

'না না, পুলিসে সুখদাশকে ত সন্দেহ করেনি।' সুব্রত বললে।

'সত্যি। আমারও ত তাই মনে হয়; এ রকম ভাবাটাও আমার মনে হয় বাতুলতা ছাড়া আর কিছুই নয়। তার পর একটু থেমে আবার বললেন: আমারও বদ্ধ ধারণা সুব্রত বাবু, সুখদাশ সুসীম বাবুকে বাঁচাবার জন্যই ছুটে গিয়েছিল। বাঁচাতে পারলে না বলে ওর আফশোষও কম হয়নি। আপনার কি মনে হয় সুব্রত বাবু?'

আমি ত' ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলাম না: সুব্রত মৃদু স্বরে জবাব দিল।

'দেখুন সুব্রত বাবু, পুলিসের লোকেরা মনে হয় আমার সংগে যেন ঠিক্ ব্যবহার করছে না। দোষী হোক আর নির্দ্দোষই হোক, আমার বাড়ীর ভৃত্য সুখদাশ যখন ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিল, সে ক্ষেত্রে ঐ ঘটনার পর তাদের আমাকে একটা সংবাদ দেওয়া উচিত ছিল না কি? যে ব্যাপারে আমার বাড়ীরই এক জন ভৃত্য ঘটনাচক্রে সংশ্লিষ্ট সে ব্যাপারটা জানবার কি আমার অধিকার নেই? আমারও অবস্থাটা একটি বার ভেবে দেখুন সুব্রত বাবু! প্রথমে আমারই বাড়ীর নায়েব খুন হলো। তার পর আর একটা দুর্ঘটনা-জনিত মৃত্যুর সংগে আমারই বাড়ীর আর এক জন ভৃত্য জড়িয়ে পড়লো এর পর আর আমাব বাড়ীতে যদি কেউ না চাকরী করতেই চায়, তবে ত

কাউকেই দোষ দেওয়া যায় না। বাইরের লোকের এ-বাড়ীর সম্পর্কে ধারণাটাই বা কি হবে? আর পুলিসের লোক সুসীমের মৃত্যুর জন্য সুখদাশকেই বা সন্দেহ করবে কেন? সুব্রত মৃদু হেসে জবাব দেয়ঃ কে বললে আপনাকে সে কথা? 'তাই যদি না হবে—তবে তাকে থানায় টেনে নিয়ে যাওয়া হয়ে ছিল কেন? বুদ্ধি বস্তুটা পুলিসেরই কেবল একচেটিয়া ভাবেন কেন?'

'মোটেই না—ওটাও আপনার ভ্রান্ত ধারনা—আর এক্ষেত্রে যদিও আমি জানি তাকে আদপেই সন্দেহ করা হয়নি—কিন্তু ধরে নিই যদি করেই থাকে তাহলে খুব অন্যায়ও করা হয়নি কিছু—বিশেষ করে সে যখন spotয়েই ছিল!

বাধা দিলেন অনুতোষ বাবুঃ না—তাইবা হবে কেন? অবিশ্যি আপনি বলতে পারেন বিপদে পড়লে অমন অনেক গল্পই হয়ত লোকে বানিয়ে বলতে পারে, কিন্তু সুখদাশের মত এক জন লোক ও-রকম কিছু গল্প বানিয়ে বলবে আমার ত বিশ্বাস হয় না সে আপনারা যাই বলুন বা ভাবুন না কেন?'

'কথাটা ঠিক তা নয় অনুতোষ বাবু! সুখদাশ পুলিসের জবানবন্দীতে যা বলেছে সেটা তার ঐ সময় রেলের লাইনের ধারে উপস্থিত থাকার পক্ষে sufficiently explanation নয়। আপনিও একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবেন—কথাটায় আমার যুক্তি আছে কি না?'

এবার যেন অনুতোষ বাবু কিছুক্ষণ চুপ করে কি ভাবেন তার পর বলেন—'হাঁ, এখন ব্যাপারটা আমি বুঝতে পারছি।

সত্যি, আমিও তাকে এ-কথাটা জিজ্ঞাসা করতে একেবারেই ভুলে গিয়েছি। কেন সেখানে সে ঐ সময় গিয়েছিল, তার কি এমন দরকার ছিল ঐ সময় সেখানে যাওয়ার।'

সুব্রত তখন গত রাত্রে সুখদাশের জবানবন্দীটা সংক্ষেপে খুলে বললে।

'আশ্চর্য! এ সব ব্যাপার কিছুই আমি জানি না সুব্রত বাবু! আমার এখন মনে হচ্ছে হয়ত সুখদাশ ও সুসীমের মধ্যে এমন কোন কারণ কোন দিন ঘটেছিল, যাতে করে সুখদাশের সুসীমের পরে একটা আক্রোশ ছিল। সে কথাটা সুখদাশ হয়ত একেবারেই চেপে গেছে।'

'আমারও ত তাই মনে হয় অনুতোষ বাবু।'

হঠাৎ এক সময় অনুতোষ বাবু প্রশ্ন করলেন, 'ভাল কথা, অসীম বাবু কি এখনও ঐ বাড়ীতেই থাকবেন না কি?

না তিনি বোধ হয় এতক্ষণ সহরের দিকে কোথায়ও উঠে গেছেন। একা একা ও-রকম নির্জন জায়গায় থাকাটা ভাল হবে বলে আমার মনে হয় না আপনি কি বলেন?'

'হ্যাঁ সত্যিই'ত! জায়গাটা সত্যিই বড় নির্জন! চিৎকার করে ডাকলেও আশ-পাশ হতে সাড়াশব্দ পাবেন না।'

* * *

অসীম বাবুর ওখানে সুজিতকে পাঠিয়ে সুব্রতই অসীমের একটা ব্যবস্থা করে দিল।

গংগার ধারে সুজিতের বন্ধুর একটা একতলা বাড়ী খালি পড়ে ছিল, দুপুরের দিকে অসীম তার সামান্য কিছু জিনিষ-পত্র

সংগে নিয়ে ভারী জিনিষগুলো ও-বাড়ীতেই রেখে সদরে তালা-চাবী দিয়ে নতুন বাসায় উঠে যাবে ঠিক হলো।

সুব্রত নিজেই গাড়ী নিয়ে এসেছিল।

কিন্তু অসীমের মনটা খুঁত খুত করছিল; এবাড়ীছেড়ে কেন যেন কিছুতেই অন্যকোথায়ও উঠে যেতে তার মন চাইছিল না। সদ্য অপঘাতে মৃত একমাত্র ভাইটি সুসীমের বিয়োগ ব্যথাটা যেন সে এখনও সামলে উঠতে পারেনি।

বেচারী-সহজ সরল সুসীম। চক্রীর কুট চক্রান্তের জালে জড়িত হ'য়ে অপঘাতে অকালে প্রাণটা দিল। কিন্তু এর জন্য দায়ী কে?

সে নিজেও কি কতকটা দায়ী না?

সুব্রতকে সে শেষ পর্যন্ত কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারেনি-তারপরে নির্ভর করলে হয়ত এমনি করে একমাত্র ভাইটিকে হারাতে হতো না। সে রাত্রে জমিদার ভবনের সেই আকস্মিক দুর্ঘটনার পরও যদি সে সাবধান হতো?

সুব্রত'ত তাকে সময় থাকতেই সাবধান করে দিয়েছিল।

সুব্রত তাকে এবাড়ী ছেড়ে চলে যেতে বলছে এবং তার জন্য এখন সে নিজেও এসেছে-কিন্তু যাবার কারণ বলেনি। কেন?

সুব্রত তাকে এবাড়ী ছাড়াবার জন্য এত উৎসুকই বা কেন? বার বার অসীম বাড়ীটার চতুঃস্পার্শে তাকায়—সুসীমের কত স্মৃতি এখনও এ বাড়ীটার সংগে জড়িয়ে আছে।

কাল রাত্রে ঘুমের মধ্যে মনে হয়েছিল যেন সুসীম এসে

তার শয্যার পাশটিতে দাঁড়িয়েছে-ডাকছে দাদা বলে। চমকে ও শয্যার পরে উঠে বসেছিল : শূন্য অন্ধকার ঘর। কেউ কোথায়ও নেই।

অসীম বললে : আজই এবাড়ী ছেড়ে না গেলে কি হয় না সুব্রত বাবু ?

'কেন বলুন ত ?—এবাড়ী সম্পর্কে আপনার কি কোন special attraction আছে ?'

'না—তেমন কি আর আছে তবে—'

'আমার কথা শুনুন অসীম বাবু, এখুনিই চলুন। আমি আপনার ভালর জন্যই এব্যবস্থা করেছি।

'বেশ চলুন—!

শেষ পর্যন্ত কতকটা অনিচ্ছার সংগেই যেন অসীম সদরে তালা-চাবী দিয়ে, সামান্য কিছু অতি-আবশ্যকীয় জিনিষ-পত্র নিয়ে সুব্রতর সংগে সুব্রতর গাড়ীতে এসে উঠে বসল।

সুব্রত গাড়ী ছেড়ে দিল। অর্দ্ধেক পথ আসবার পর হঠাৎ সুব্রত গাড়ীতে ব্রেক কষে বললে : যাঃ, আমার সোনার সিগ্রেটের কেসটা বোধ হয় আপনার বাইরের ঘরের টি'পয়ের 'পরে ভুল বশতঃ ফেলে এসেছি।'

'তবে ?—

দাঁড়ান—সুব্রত গাড়ী ঘুরাল।

অসীমের বাড়ীর কাছাকাছি এসে সুব্রত বললে : আপনি একটু বসুন গাড়ীতেই অসীম বাবু ! আপনার চাবীটা দিন, দেখি

আমি চট্ করে ঘুরে ঘরটা একটিবার দেখে আসি I am sure it is there।'

অসীম গাড়ীতে বসে রইলো, সুব্রত চলে গেল।

মিনিট কুড়ি বাদে সুব্রত ফিরে এল, সিগ্রেট্-কেসটা হাতে করে।

'পেলেন?' অসীম বাবু প্রশ্ন করেন।

'হাঁ! চলুন, এই যে—সুব্রত জবাব দেয়।'

সুব্রত গাড়ীতে উঠে বসে আবার গাড়ীতে ষ্টার্ট দিল।

গংগার ধারে সুজিতদের বাড়ীটা মন্দ নয়। একতালা বাড়ীটা হলেও, খোলা মেলার জন্য প্রচুর আলো বাতাস। অসীমের বাড়ীটা পছন্দই হয়ে গেল। আগে থাকতেই সুব্রত বাড়ীটা ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে রেখে দিয়েছিল।

সামনেই খোলা গংগা।

'How do you like this temporary home?—'

সুব্রত প্রশ্ন করে।

'বেশ—সুন্দর।'

'আচ্ছা এবারে তাহলে আমি আসি আবার কাল দেখা হবে।' সুব্রত বিদায় নিয়ে চলে গেল।

* * *

ঐদিন রাত্রে। সুজিতদের বাড়ীতে সকলে টেবিলে রাত্রের আহারে বসেছে।

সুব্রত একটা মাছের চপে কামড় দিতে দিতে বললে, 'মাসীমা, রাত্রে হয়ত আমি একবার বেরুতে পারি।'

'বল কি ? এই শীতের রাত্রে আবার এখন কোথায় বেরুবে ? প্রশ্ন করলেন সুজিতের বাবা।

'এখন নয়, তবে পরে বের হতে পারি।'

সুব্রত আহারের পরে শয্যায় শুতে গেল না। শোবার ঘরেই বসে রইলো। একটা বই উল্টাতে লাগল।

সুজিত প্রশ্ন করলে : How's that! ব্যপার কি বলত সুব্রত? সারাটা রাত তুই এমনি করে আলোজ্বেলে বই পড়তে থাকবি নাকি ?

'নারে—অপেক্ষা করছি তাই জেগে থাকা দরকার।

'অপেক্ষা—কার ?'

'সেই তুষমনের। সে বলেছে আসবে !'

'হেঁয়ালী রেখে আসল কথা বলত ?'

'ব্যস্ত কেন—সময়ে সব জানতে পারবি।'

'যা খুসী তোর কর। আমি ঘুমালাম' সুজিত লেপ মুড়ি দিল।

রাত্রি ঠিক বারটার সময় ফোন বেজে উঠল, ক্রিং···ক্রিং···!

সুব্রত প্রস্তুত হয়েই ছিল। চট্‌ করে উঠে গিয়ে ফোন ধরলে : 'হ্যালো ? yes ! speaking,'

তার পর ফোনে কিছুক্ষণ নিম্নস্বরে কথাবার্ত্তা চললো। শেষে সুব্রত বললে : 'O.K. thanks !' ফোনটা ও নামিয়ে রাখল। মিনিট পাঁচেক অপেক্ষা করে সুব্রত আবার ফোনটা তুলে বললে : 'হ্যালো !···put me···কে ? সুশান্ত বাবু ?'

ও-পাশ হ'তে জবাব হলো : 'হাঁ ! হঠাৎ এত রাত্রে ব্যাপার কি ?'

'কিছু না, দেখছিলাম ঘুমিয়ে পড়েছেন কি না ?'

'এত রাত্রে ঠাট্টা সুরু করলেন না কি মিঃ রায় ?'

'ঠাট্টাই বটে ! যাক্ শুনুন—একটা বিশেষ জরুরী ব্যাপারে এত রাত্রে বিরক্ত করতে বাধ্য হয়েছি। আমার সংগে এখন একবার বাইরে বের হতে পারবেন ?'

'নিশ্চয়ই ! কেন বলুন ত ? কোথায় যাবেন ?'

'জলদি সুজিতের এখানে চলে আসুন। সাক্ষাতে সব কথা হবে।'

'বেশ। আমার পা-গাড়ীতেই আসছি।'

'হাঁ আসুন। তার পর আমার গাড়ীতে বের হবো।' সুব্রত ফোনটা নামিয়ে রাখল।

পাশেই শুয়ে খাটের পরে সুজিত তখন ঘোর নিদ্রাভিভূত। তার দিকে একবার তাকিয়ে বেশভূষা করে সুব্রত নিঃশব্দে বের হয়ে দরজাটা ভেজিয়ে দিল।

* * *

বাইরে অন্ধকার রাত্রি। এখনো চাঁদ উঠতে বোধ হয় আধ ঘণ্টা দেরী। কাছের মানুষ পর্যন্ত নজর চলে না। নিকষ কালো অন্ধকারে কোন বিরাটকায় প্রেতের রক্তচক্ষুর মত যেন দপ্ দপ্ করে জ্বলছে।

শীতের রাত্রি নিঃসাড় নিঝুম।

সুব্রত মন্থর গতিতে তার গাড়ীখানা ড্রাইভ করে চলেছে; তার পাশেই ফ্রণ্ট-সীটে বসে সুশান্ত সেন। কারও মুখেই কোন কথা নেই।

গাড়ী চলেছে অসীম বাবুর বাড়ীর দিকে।

'অসীম বাবুর আগের বাড়ীটার দিকেই যেন চলেছেন বলে মনে হচ্ছে মিঃ রায় ?' সুশান্ত প্রশ্ন করে।

'হাঁ !···একটা সূত্র সেখানে খুঁজে পাবো আশা করছি। এক জন লোক এই রাত্রে অসীম বাবুর ঘরে পিছনের দরজা দিয়ে ঢুকবে, লক্ষ্য রাখবেন।'

'তাই না কি ! অবিলম্বে তাহ'লে তাকে arrest করবো।'

'না। আমরা যখন সেই লোকটিকে arrest করবো, তখন তাকে খুনের অভিযোগেই arrest করবো, চোরের মত অন্যের গৃহ-প্রবেশের জন্য নয়।'

সুব্রত আম-বাগানের কাছে এসে অন্ধকারে গাড়ীটার ইনজিন বন্ধ করে দিল।

গাড়ী হতে নেমে দু'জনে আগে-পিছে অন্ধকারে অসীমের বাড়ীর দিকে অগ্রসর হলো।

অন্ধকারে একতলা বাড়ীটা একটা ছায়ার মতই মনে হয়।

কিন্তু সুব্রত সামনের দরজার দিকে না গিয়ে নিঃশব্দ পদ-সঞ্চারে বাড়ীটার পিছনের দিকে অগ্রসর হলো।

বাড়ীর পশ্চাৎ দিকে চষা জমি !···বাড়ীর সীমানা এক বুক সমান প্রাচীরে ঘেরা।

বাড়ীতে প্রবেশ করবার পিছন দিকেও একটা দরজা আছে ; সুব্রত দরজাটা ঠেলতেই সেটা খুলে গেল।

দ্বিপ্রহরে সিগ্রেট-কেস্ আনবার ছল করে সুব্রত আগে হতেই দরজাটা ভিতর হতে খুলে রেখে গিয়েছিল।

সামনেই একটা সরু ফালি মত বারান্দা : নিশ্ছিদ্র আঁধার !···যেন কালো বাদুড়ের ডানার মত ছড়িয়ে আছে।

অন্ধকারেই সুব্রত সতর্ক পদ-সঞ্চারে এগিয়ে চলে। সুশান্ত সুব্রতকে নিঃশব্দে অনুসরণ করে।

কবরখানার মত বাড়ীটা নিস্তব্ধ।···আকাশে বোধ হয় চাঁদ উঠেছে, একটু অগ্রসর হতেই দেখা গেল, মৃতের চাউনির মত খানিকটা ফ্যাকাশে চাঁদের আলো অলিন্দ-পথে এসে লুটিয়ে পড়েছে।

দু'জনে এসে বড় ঘরটার মধ্যে প্রবেশ করল।

বাগানের দিক্‌কার জানালার কবাট দু'টো খুলে দিতেই সামান্য একটু চাঁদের আলো ঘরের মধ্যে এসে পিছলিয়ে পড়ল।

সুব্রত বাকী জানালা দু'টোও ঘরেব খুলে দিল।

ব্যাপার কি ? সব জানালাগুলো খুলে দিচ্ছেন ?'

'বাইরে থেকে আগন্তুক মনে করবে গৃহস্বামী আবার হয়ত রাত্রে ঘরে ফিরে এসেছেন। তার পর চাপা স্বরে সুশান্তর দিকে ফিরে তাকিয়ে সুব্রত বললে : Now listen to me Mr. Sen. আপনি যদি এখন আমার কথা মত কাজ করেন ; তবে খুনীকে আপনি আজ রাত্রে এই মুহূর্তে এই বাড়ীতেই ধরতে পারবেন।'

সুশান্ত যেন বিস্ময়ে একেবারে থ হয়ে গেছে : 'খুনী ?'

'হাঁ আসল ও অকৃত্রিম খুনী : কোন্নগর হত্যারহস্যের মেঘনাদ ও এখানকার ভূতপূর্ব জমিদার শ্রীযুক্ত বিলাস চৌধুরীর হত্যাকারী !···এখন কি করতে হবে তবে শুনুন, আমি বাইরের ঘরে গিয়ে অপেক্ষা করবো। আর আপনি, এই যে অসীম

বাবুর পরিত্যক্ত শয্যাটা দেখছেন খাটের ‘পরে, ঠিক খোলা জানালাটার নীচে, ওটার ‘পরে গিয়ে বেশ করে চাদর মুড়ি দিয়ে টান-টান হয়ে শুয়ে পড়ুন। সে এখুনি হয় ত এসে পড়বে। কিন্তু সাবধান, ঘুমিয়ে যেন পড়বেন না, আপনার আবার শুনতে পাই যেখানে সেখানে নিদ্রাটি আছে সাধা। কেন না যিনি এখানে আসছেন, তিনি হয়ত আপনাকে গলা টিপে মেরে ফেলবারও চেষ্টা করতে পারেন, অথবা ক্লোরাফরম করে একেবারে গায়েব করবারও চেষ্টা করতে পারেন।’

‘আপনি কি বলতে চান মিঃ রায়, সুখদাশ অসীম বাবুকে খুন করতে বা গায়েব করতে এত রাত্রে এখানে আসছে?’

‘না, যতক্ষণ আমি এখানে আছি, কেউ অসীম বাবুর মাথার একটি চুলও স্পর্শ করতে পারবে না। যান, আর দেরী করবেন না। চট্‌পট শুয়ে পড়ুন! যিনি এখানে আসছেন, তিনি আপনাকে খুন করবারই চেষ্টা করুন অথবা গায়েব করবার চেষ্টা করুন, চেষ্টা করবেন তার মুখটা দেখে নিতে। মুখটা চিনে রাখতেই হবে।···আমি চল্লুম!’ সুব্রত পাশের ঘরে চলে গেল।

পাশের ঘরে ঢুকে একটা খালি চেয়ারের ‘পরে সুব্রত বসে গা এলিয়ে দিল।

— চার —

— অদৃশ্য কালো হাত —

হাত ঘড়িটা টিক্ টিক্ করে নিঃস্তব্ধ রাত্রির বুকে যেন একটানা একটা একঘেয়ে শব্দ জাগিয়ে চলেছে।

নিঃশব্দ রজনী।

ম্রিয়মাণ চন্দ্রালোকে যেন ধরনীর ছ'চোখ ভরে নেমেছে তন্দ্রার ঢুলুনী! রাতের পৃথিবীর চোখে নেশা।

এদিকে ওঘরে সুব্রতর নির্দেশ মত ভারী চাদরে আপাদ মস্তক ঢেকে শয্যার পরে শুয়ে থেকে সুশান্তর যেন আর সময় কাটছে না।

সুব্রত বলেছে: হত্যাকারী নাকি আসছে তাকে এই নির্জন রাত্রে হয় গলা টিপে হত্যা করতে না হয়, ক্লোরফর্ম প্রয়োগে অজ্ঞান করে গায়েব করে নিয়ে যেতে!···

বিচিত্র পরিস্থিতি! স্বজ্ঞাণে সে অপেক্ষা করছে অবশ্যম্ভবী মৃত্যুর। হত্যাকারী তার লৌহ কঠিন অংগুলী দিয়ে তার গলা টিপে ধরবে!···অদৃশ্য অংগুলির চাপ যেন সে গলার পরে এখনই অনুভব করে!···

উঃ কি বিশ্রী! সময় যেন কাটতেই চায় না।

হাঁ! একেই বলে পরের গোলামী!

কোথায় কে খুন হলো—হত্যাকারীর পিছনে দিন নেই রাত্রি নেই পাগলের মত ছুটা ছুটি করে বেড়াচ্ছে ও।

কোথায় এই শীতের রাত্রে নিশ্চিন্ত লেপের তলে আরামে সুখনিদ্রা দেবে তা নয়, এখানে শুয়ে শুয়ে অনিশ্চিত বিপদের মুখে প্রহর গনা।

বিরক্তিতে প্রশান্তর সমস্ত মনটা বিষিয়ে ওঠে।

হঠাৎ রান্নাঘরের ভেজান দরজাটার কাছে যেন একটা অস্পষ্ট খস্ খস্ শব্দ শোনা যায়ঃ চোখের পলকে ডান হাত দিয়ে লোডেড্ রিভলভারটা চেপেধরে সুশান্ত শয্যার পরে উঠে বসে। একটা অজানিত আশংকা যেন ওর মেরুদণ্ড বেয়ে হিমানীর স্রোতের মত শির শির করে নেমে আসে। অস্বাভাবিক উত্তজনায় বুকের ভিতরটা ডুপ ডুপ করতে থাকে। সভয়ে খোলা জানালাটার দিকে তাকায়।

বাইরে অদূরে আমবাগানের মধ্যে একটা রাতজাগা পাখী বিশ্রী শব্দে থুম্ থুম্ থুপ্ করে ডেকে উঠে। ঘরের মধ্যে একটা বোধহয় ইঁদুর সর্ সর্ করে ছুটে পালাল।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সুশান্ত আর একবার ভাল করে চারিদিক তাকিয়ে দেখেঃ না কিছু না।···

আর সুব্রত, আব্ছা আলো আঁধারে শিকারী বাঘের মতই যেন ঘাপ্‌টি মেরে বসে আছেঃ অন্ধকারে তার দু'চোখের খর অনুসন্ধানী দৃষ্টি যেন পলক হারা!

সমগ্র বাড়ী খানাকে যেন একটা ভৌতিক নিস্তব্ধতা গ্রাস করে ফেলেছে।

ওকি!···একটা ছায়ার মত কী যেন প্রাচীরের 'পরে

নড়ছে না! হাঁ! একটা ভৌতিক ছায়া প্রাচীরের পরে! পরক্ষণেই ও স্পষ্ট দেখতে পায় বাইরের আবছা চাঁদের আলোয় একটা ছায়া-মূর্তি !···ছায়া মূর্তি নিঃশব্দে প্রাচীর হতে ঝুলে নিচের উঠানে নামল।

উত্তেজনায় সুব্রত চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে ওঠে! মূর্তি নিঃশব্দ পদ্‌সন্‌চারে রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে চলেছে তখন।

এতক্ষণে ও খুব স্পষ্ট ভাবেই ছায়া মূর্তিকে দেখতে পায়ঃ দীর্ঘ দেহ! গায়ে একটা কালো রংয়ের ওভার কোট। ওভার কোটের কলারটা কাঁধের পরে উল্টে দেওয়া। মূর্তি বারান্দার দিকে যেতে যেতে একবার ফিরে তাকালঃ উঃ। কি বিভৎস!···যেন একটা শরীরী প্রেতমূর্তি এই মাত্র কবরের ঠাণ্ডামাটীর তল হ'তে ঘুম ভেংগে উঠে এসেছে।

একটা কালো মুখোসে ছায়া মূর্তির সমগ্র মুখখানা ঢাকা! চোখের কাছে দুটো ছিদ্র!···চিনবার উপায় নেই আগন্তুক কে?

ছায়া মূর্তির প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে সুব্রত এগিয়ে চলে বারান্দার দিকের জানালার কাছে।

মূর্তি দাঁড়ালঃ পকেট হাতড়িয়ে কি যেন বের করছে! একটা রুমালের মত কি যেন···! তারপর একটা শিশি! তীব্র ঝাঁঝাল একটা গন্ধ! গন্ধটা তীব্র হলেও মিষ্টি।

কিন্তু ও কি!···প্রাচীরের 'পরে আর একটা মুখ ভেসে উঠল যে!···ক্রমে সমস্ত দেহটা ও দেখা গেল।

সংগে সংগে চকিতে ছায়ামূর্তি প্রাচীরের দিকে তাকাল। ব্যস্ চকিতে এক লাফে ছায়ামূর্তি রান্নাঘরের মধ্যে অদৃশ্য হ'য়ে গেল।

সুব্রত চট্ করে দরজা খুলে বাইরে লাফিয়ে পরেই হাতের তীব্র টর্চ বাতির বোতাম টিপ্‌ল : প্রাচীরের 'পরের দ্বিতীয় মূর্তি এতক্ষণে লাফিয়ে নীচে পরেছে। টর্চের সুতীব্র আলোর রশ্মি দ্বিতীয় মূর্তির পরে গিয়ে পড়ল। এবং রাগত সুব্রতর কণ্ঠহতে তীব্র স্বর বের হয়ে এল : মূর্খ !—বেয়াকুফ্। দিলেনত' সব মাটী করে !

'য়্যাঁ !···কে সুব্রত বাবু নাকি ?' আগন্তুক প্রশ্ন করে বিস্মিত কণ্ঠে।

ব্যংগভরা কণ্ঠে সুব্রত বলে : কেন চিনতে পারছেন না নাকি ? পরিশ্রম ব্যর্থ হলো !

সুব্রত তখন চিৎকার করে বললে : সুশান্ত বাবু ! উঠে আসুন !···evry thing spoiled ! সুবিমল বাবু সব plan আমাদের ভেস্তে দিয়েছেন।

'এ্যাঁ !—কি plan আপনাদের ভেস্তে দিলাম ?···' সুবিমল বাবু বোকার মত প্রশ্ন করেন।

'যা করবার তাই করেছেন ! কিন্তু আপনি এই বাড়ীতে এ সময়ে কি মনে করে বলুন ত' সুবিমল বাবু ?

'আমি ! মানে—একজনকে follow করতে করতে বাড়ীথেকে এখানে এসে পরেছি।'

'তাত দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু এত রাত্রে হঠাৎ আবার

কাকে মশাই follow করছিলেন বলুনত' ? সুব্রত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে সুবিমলকে প্রশ্ন করে।

সুব্রতর ডাকে ও ওদের পরস্পরের কথাবার্তা শুনে সুশান্ত বাবুও ততক্ষণে বাইরে এসে গেছেন।

'আরে ছাই তাই যদি জানব, তবে আর follow করতে যাবো কেন ? কিন্তু আপনারাই বা এত রাত্রে এবাড়ীতে কেন বলুনত' মিঃ রায় ? আপনারাও কি কাউকে follow করতে করতে এখানে এসেছেন নাকি ?' তারপর হঠাৎ এদিক ওদিক চেয়ে আবার বলে : অসীম বাবু কই ?

'এসব ব্যাপার কি সুব্রত বাবু ?' সুশান্ত প্রশ্ন করে।

'এত কষ্ট করে ঘাঁটি বেধে জাল ফেললাম কাৎলা ধরবো বলে, উঠে এলেন আপনি একটি চুনো পুঠি !···ধ্যাৎ, সব পরিশ্রমই ব্যর্থ গেল।' সুব্রত এবারে হাসতে হাসতে বললে।

'Sorry ! আমি অত্যন্ত Sorry . একটা কিসের তীব্র গন্ধ পাচ্ছি যেন ?' হঠাৎ সুবিমল বাবু বলেন।

'ক্লোরোফর্মের গন্ধ !' ··সুব্রত জবাব দেয়। তারপর আবার মৃদু স্বরে বললে : একজনকে ধরবো বলে এতক্ষণ আমরা এতকষ্ট করে এখানে ওৎপেতে বসে আছি, কিন্তু আপনার অতর্কিত অনধিকার প্রবেশে সে পালিয়ে গেল !

'কে পালিয়ে গেল ?' কতকটা যেন বোকার মতই সুবিমল প্রশ্ন করে।

'কে আবার কোন্নগর রহস্যের মেঘনাদ !···আপনি এভাবে এসে অতর্কিত বাধা না দিলে এতক্ষণে তাকে আমাদের

কোন্নগর থানা ইন্‌চার্জের হাতে গ্রেপ্তার হ'তে হতো নির্ঘাৎ।'

'কিন্তু ধরলেন না কেন?' আবার সুবিমল জিজ্ঞাসা করে।

'ধরলেইত শুধু হবে না। আমি ঠিক করেছিলাম তাকে in action ধরবো। যাক্। যা হবার তা' হয়ে গেছে। হত্যাকারী এতক্ষণে পগার পাড়। এবারে বলুনত' সুবিমল বাবু আপনি এত রাত্রে হঠাৎ কাকে follow করতে করতে এখানে এসে হাজির হয়েছেন?'

'আর বলেন কেন। সেও স্রেফ্ গ্রহের ফের। ঘুম আসছিল না। ঐ ব্যাপারের পর হ'তে ভাল করে ঘুমাতেই পারি না। ঘরের মধ্যে একা একা বসে একখানা বই পড়ছিলাম। হঠাৎ মনে হলো কে যেন সন্তর্পণে বাইরের বারান্দা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। চট্ করে উঠে দাঁড়ালাম, ফুঁ দিয়ে আলোটা দিলাম নিবিয়ে। খোলা জানালা পথে উঁকি দিয়ে দেখি—কে একজন হেঁটে বারান্দা দিয়ে বাইরের ঘরের দিকে এগিয়ে চলেছে। লোকটা কে? ভালকরে দেখবার জন্য ঘরের বাইরে চলে এলাম! গায়ে বোধ হয় একটা ভারী ওভার কোট মত ছিল। মাথায় একটা কান ঢাকা টুপীর মত যেন কি। চিনতে পারলাম! সে তখন বাইরের ঘরের যে দরজাটা দিয়ে বাড়ীর পিছনের বাগানের দিকে যাওয়া যায়, সেটা খুলে বাইরের বাগানে গিয়ে নামল। ঐ বাগানের মধ্যে একটা টিনের সেড আছে। লোকটা সেই টিনের সেডের মধ্যে ঢুকে একটা সাইকেল বের করে নিয়ে এল।'

সুব্রত চম্‌কে উঠে প্রশ্ন করেঃ সাইকেল! আপনি ঠিক দেখেছেনত? কেমন যেন বিশ্বাস হয় না—আবার প্রশ্ন করে,

'দু-চাকার গাড়ীত?—'

'হাঁ মশাই—দু' চাকার গাড়ীই—চোখে এখনও বেশ ভালই দেখি—'

'হুঁ! তারপর?—'

'তারপর—আমি জানতাম সুখদাশের একটা সাইকেল আছে, এবং সেটা ঐ বাগানের টিনের সেডের মধ্যে আছে কিছুদিন আগে খোঁজ পড়েছিল—'

'সুখদাশের তা'হলে একটা পা-গাড়ী ছিল?'

'হাঁ—আর আমি জানতাম যে! সুখদাশের সাইকেলটা ঐ টীনের সেড়ের মধ্যেই আছে। এবং সেই লোকটা যে সুখদাসের সাইকেলটারই সদ্‌ব্যবহার করেছে বুঝতে কষ্ট হলো না তাই। আমিও তাই আর সময় নষ্ট না করে—ভিতরে এসে আমার সাইকেলটা, যেটা এখানে আসবার পর হতে সিঁড়ির ঘরেই পরে থাকত, সেটা চট্ পট বের করে ঐ দরজা দিয়েই বাগানের মধ্যে গিয়ে নামলাম। বাগানের গেট দিয়ে বের হলে বাড়ীর পিছনে গিয়ে পরা যায়। সেখান হ'তে একটা কাঁচা মাটীর রাস্তা মাঠের মধ্যদিযে বরাবর এদিকে চলে এসেছে। অস্পষ্ট চাঁদের আলোয় দেখলাম কিছু দূরে কে সাইকেল হাকিয়ে চলেছে। আমিও আর কাল বিলম্ব না করে সাইকেলে উঠে, তাকে follow করলাম। follow করতে করতে দেখলাম সে এখানে এসে

বরাবর এই বাড়ীর পিছন দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল গাছ-পালার মধ্যে। আর তাকে দেখতে পেলাম না। এদিক ওদিক চাইতেই ওই প্রাচীরটা চোখে পরল; কিন্তু সাইকেলটা কোথায়ও দেখতে পেলাম না। বুঝলাম নিশ্চয়ই ভদ্রলোকটি ঐ প্রাচীর টপ্‌কেই এই বাড়ীতে প্রবেশ করেছেন ইতিমধ্যে আমার চোখে ধূলা দিয়ে। অনেক্ষণ ইতস্ততঃ করে আমিও প্রাচীর টপ্‌কালাম, এবং তারপর আপনিত সবই জানেন সুব্রত বাবু। আমার ধারণা এ সুখদাশ ছাড়া আর কেউ নয়। সুখদাশের একটা কালো ওভারকোট আছে। মামাই নাকি গত বছর শীতের সময় সুখদাশকে সেটা দিয়েছিলেন। এখন দেখছি, আমার উচিৎ ছিল দাদাকে ডেকে তুলে সব বলা। কিন্তু তাড়া-তাড়িতে সব গোলমাল হয়ে গেল। কিন্তু আর একবার বাড়ীটা ভাল করে খুঁজে দেখলে হতো না, সুব্রত বাবু?'

'লাভ নেই! পাবেন অষ্টরম্ভা!...'সুব্রত মৃদু হেসে বললে।

'না: লাভের মধ্যে ঘুমটাই মাটী হলো' সুশান্ত বললে।

সুব্রত হাত ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললে: রাত্রি আড়াইটা, এখনও চার ঘণ্টা ব্যপী দীর্ঘ ঘুম দিতে পারবেন চলুন গাত্রোত্থান করা যাক্!

তখন যে যার বাড়ীর দিকে রওনা হলো।

* * *

ভারতী ভবনে—পরের দিন সকালে!

চা পান করতে করতে সুবিমল বললে: কাল রাত্রে একটা মজার ব্যাপার হয়ে গেছে দাদা!

অনুতোষ বাবু গভীর মনোযোগের সংগে ঐ দিনকার সংবাদ পত্রটা পড়ছিলেন ; সংবাদ পত্র হ'তে মুখ না তুলেই বললেন, রাত্রে আবার কি হলো ?

'তোমার সাইকেলটা একবার দেখনা ? সুবিমল বলে !

অনুতোষ বাবু হাঁ করে ওর মুখের দিকে চেয়ে থাকেন !

'হাঁ সাইকেলটা দেখ্‌লেই সব বুঝতে পারবে দাদা ।'

'কি সব হেঁয়ালী শুরু করেলে এই সকল বেলা সুবি ! যা বলতে চাও খুলেই বল না ?'

সুবিমল তখন সংক্ষেপে গত রাত্রের ব্যপারটা খুলে বললে ।

সমগ্র ব্যপারটা গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনে অনুতোষ প্রশ্ন করলেন—

'লোকটার মুখে মুখস ছিল বললে ; তা লোকটাকে চিনতে পারলে না ?

'না, তবে তার আকৃতি, চলা ও অন্যান্য সব কিছু হতে আন্দাজ করেছি লোকটা কে ?'

'কে ?'

'সুখদাশ !...'

অনুতোষ চেয়ার ছেড়ে উঠে দঁড়ালেন : বলকি সুবি ?... সুখদাশের এধরণের mysterious behaviour য়ের কারণ কি থাকতে পারে ? কিন্তু তুমি ঠিক জান সুবি ; মুখোসধারী লোকটা আর কেউ নয় আমাদের সুখদাশই ?

'না তা আমি কেমন করে বলবো? তার মুখ্‌ত' আমি দেখতে পারিনি? তবে আমার অনুমান এ সুখদাশ ছাড়া আর কেউ নয়!'

'না: এখন দেখছি পুলিশে মিথ্যা সুখদাশকে সন্দেহ করেনি। ক্রমেই লোকটার movements suspecicus হ'য়ে উঠ্‌ছে, ওকে এখান থেকে এখন দেখছি দূর করে ·দেওয়াই মংগল নেহাৎ মামার আমলের পুরান লোক!···

অমুতোষ বেশ চিন্তিত হয়ে ওঠেন। কি এসব শুরু হলো? কাউকেই যে আর এখন বিশ্বাস করা চলে না। হঠাৎ একসময় সুবিমলকে প্রশ্ন করেন: সুব্রত বাবু কি বললেন? তিনিও কি লোকটাকে সুখদাশ বলেই সন্দেহ করেন?

'তা বলতে পারি না···।'

ইতিমধ্যে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে সুখদাশ কখন এসে ঘরে প্রবেশ করেছে, কেউ তা টের পায়নি, হটাৎ সুখদাশের কণ্ঠস্বরে দু'জনেই চম্‌কে মুখ তুলল।

'রায় সাহেব আদিনাথ বাবু, আপনার সংগে দেখা করতে এসেছেন ছোট বাবু!···

'যাও, তাকে লাইব্রেরী ঘরে নিয়ে গিয়ে বসাও। আমি আসছি।'

চাকরী হ'তে অবসর গ্রহণ করবার পর আদিনাথের বেশীর ভাগ সময়ই বই পড়ে কাটে। সুজিত ও সুব্রতর মুখে শ্রীবিলাস চৌধুরীর লাইব্রেরীর কথা শুনে অনেক বারই তিনি ভেবেছেন, চৌধুরীদের লাইব্রেরীটা একবার দেখতে আসবেন।

অনুতোষ এসে দেখলেন আদিনাথ প্রকাণ্ড লাইব্রেরী ঘরে, আলমারী গুলোর সামনে ঘুরে ঘুরে বই গুলো দেখছেন।

' নমস্কার রায় সাহেব !—

হাসি মুখে আদিনাথ ফিরে তাকালেন। স্মিত মুখে বললেনঃ চমৎকার Collections আপনাদের! এই আলমারীতে বুঝি সব ইতিহাসের বই !···একটা মোটা বই বইয়ের থাক্ হ'তে বের করে, বইগুলোর উপরেই রাখা ছিল ; বইখানা টেনে নিয়ে, তার পাতা উল্টাতে উল্টাতে বলেনঃ ভারতে বৌদ্ধ যুগের প্রভাব '১ম ভাগ'—বৌদ্ধ যুগ সম্বন্ধে আপনি কখনো ষ্টাডি করেছেন অনুতোষ বাবু ?

অনুতোষ বাবু মাথা নেড়ে বললেন—না।

' এই বৌদ্ধ যুগ ভারতবাসীদের যে কত বড় ক্ষতি করেছে তা আজও আমরা মর্মে মর্মে অনুভব করছি। এই অহিংসার স্লোগান্ জাতীয় জীবনের মূলে ঘুণ ধরিয়েছে। তার ওপরে নিমাই আনলেন আবার তার বৈষ্ণবী প্রেমের ঢেউ! আজ আমরা একটা চড় খেয়ে কাঁদতেই পারি, উল্টে আর একটা চড় মেরে হাসতে পারিনা। চণ্ডাশোক মহর্ষি অশোক হয়ে কতখানি পুণ্যসঞ্চয় করেছিলেন জানিনা ; কিন্তু যে শাণিত কৃপাণ সেদিন গেরুয়া কৌপীণে পরিণত হলো ;—সে মৃত্যু বাসরের কান্নার শেষ আজিও হলো না।

বৌদ্ধ—ধর্ম ও তার প্রভাব সম্পর্কে আরো অনেক কথা বার্তা হলো।

একসময়ে আদিনাথ উঠে দাঁড়ালেন।

'আপনাদের লাইব্রেরীটা দেখে বড় আনন্দিত হয়েছি অনুতোষ বাবু! আমাদের বাংগালীদের মধ্যে বই কেনা বা বই পড়বার রেওয়াজ নেই বল্লেই চলে; অবিশ্যি দেশের দু'চারজন ধনী লোক, সম্মান খাতিরের জন্য ও পরের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য লাইব্রেরী হয়ত বাড়ীতে করেছেন, এবং বই কেনেনও, কিন্তু তাঁরা জীবনে হয়ত সে বই গুলোর একটা পাতাও উল্টে দেখেন না। তাই আমাদের দেশের সাহিত্যিকদের না খেতে পেয়ে মরতে হয়। সামান্য টাকায় বইয়ের সত্ব বেঁচে দিতে হয়। এদেশে তাই সাহিত্যিকের চাইতে সাহিত্যের দরবারে বেনিয়া যারা: অর্থাৎ পাবলিশার্সদেরই মর্যাদা বেশী! তারাই থাকেন বেঁচে, সাহিত্যিকেরা যায় মরে এবং সাহিত্যিকদের কংকালের পরে গড়ে ওঠে প্রকাশকদের ইমারৎ। আপনাদের এই লাইব্রেরীটির কথা আগেও আমি শুনেছিলাম অনুতোষ বাবু, কিন্তু সময় করে উঠ্‌তে পারিনি। বিশেষ করে এই অবসরপ্রাপ্ত জীবনের আলসেমী! মাঝে মাঝে কিন্তু আসবো অনুতোষ বাবু!'

'নিশ্চয়ই, যখন খুশী আসবেন; যে বই ইচ্ছা নিয়ে যাবেন!'

'বেশ! বেশ! আজ এই বই খানা আমি নিচ্ছি! চার পাঁচ দিনের মধ্যেই ফিরৎ দেবো।'

আদিনাথ উঠে দাঁড়ালেন বইটা হাতে নিয়ে।

ইতিমধ্যে কখন একসময় সুখদাশ এসে ঘরে প্রবেশ করেছে কেউই তা লক্ষ্য করেনি।

সুখদাশের তীক্ষ্ণ চোখের দৃষ্টি বার বার আদিনাথের হস্তধৃত বইখানার পরে ঘুরে ঘুরে আসছিল।

একটা চাপা উত্তেজনায় সুখদাশের মুখের রেখা গুলো তখন কঠিন হ'য়ে উঠেছে!

আদিনাথকে বই হাতে উঠে দাঁড়াতে দেখে সুখদাশ এগিয়ে আসে: বই খানা একটা কাগজে মুড়ে দেবো বাবু?

'না না বেশ আছে, এমনিই নিয়ে যাই।'

'বইয়ের পরে ময়লা জমে আছে; দিন না ঝেড়ে মুছে পরিষ্কার করে দিই।'

আদিনাথ দরজার দিকে অগ্রসর হলেন।

সুখদাশ আদিনাথে অপস্য়মাণ দেহটার দিকে তাকিয়ে রইলো।

তার দু' চোখের তারা যেন দু'খণ্ড জ্বলন্ত অংগারের মত দপ্ দপ্ করে জ্বলছে তখন।

একটা নিস্ফল আক্রোশে মুখখানা হ'য়ে উঠেছে বিভৎস।...

অনুতোষ বা আদিনাথ কেউ তা লক্ষ্য করলেন না।

* * *

বিকালের দিকে আদিনাথ বসে অনুতোষ বাবুর ওখান হতে আনীত বই খানা পড়ছেন, এমন সময় সুব্রত এসে ঘরে প্রবেশ করল।

আদিনাথ বই হ'তে মুখ তুলে তাকালেন, 'এই যে সুব্রত, সারাটা দুপুর কোথায় ছিলে? তোমার মাসীমা তোমাকে খুঁজ ছিলেন?'

সুব্রত একটা আরাম কেদারায় বসল। বললে : ওটা কি বই মেশোমশাই ?

'ভারতে বৌদ্ধ যুগের প্রভাব। অনুতোষ বাবুদের লাইব্রেরী হ'তে নিয়ে এলাম। চমৎকার বই খানা পড়েছো ?'

'হাঁ। দুটো Volume যে না ? এম এ, তে আমার ইতিহাস ছিল।

'বইখানা অনেক দিন আগেকার লেখা। এখন আর পাওয়া যায় না out of print !

* * *

ঐ দিন রাত্রে।

রাত্রি গভীর। সুষুপ্তি মগ্ন ধরনী।

সুজিতদের বাড়ীর সকলেই, যে যার সুকোমল শয্যায় গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন !

সুব্রতর কিছুতেই ঘুম আসছিল না। সুজিত অনেকক্ষণ ঘুমিয়ে পরেছে ; সুব্রত শয্যার পরে এপাশ ওপাশ করছিল।

সহসা রাত্রির অখণ্ড স্তব্ধতাকে ছিন্ন ভিন্ন করে কাচের সার্সী ভাংগার একটা ঝন্ ঝন্ শব্দ উঠ্‌ল।

সুব্রত তরাক করে শয্যার 'পরে উঠে বসে।

একটা দুপ্ দুপ্ শব্দ নীচের তলায়।

আদিনাথের ঘুম চিরকালই পাত্‌লা : তিনি এতক্ষণে জেগে উঠেছেন : কে ? কে ? এই শম্ভু ?

দারোয়ান !···

নিচে ভোলার কণ্ঠস্বর শোনা গেল, ডাকু !···ডাকু !···

বাড়ীর সকলেই জেগে উঠে!

কি ব্যাপার কি ?···

ঘরে ঘরে তখন আলো জ্বলে উঠেছে।

সকলে নীচে এল।

'কি হয়েছে ভোলা ?'···আদিনাথ প্রশ্ন করেন।

'চোর! চোর এসেছিল বাবু!'···ভোলা বলে।

'চোর ?'

দামী গহণা পত্র, টাকা কড়ি সব আদিনাথের শয়নকক্ষের সিন্দুকে থাকে। থাকবার মধ্যে ঘরে একটা শেল্ফের 'পরে, রূপার বাসন পত্র। সব ঠিক আছে। তবে চোর কিছুই নিতে পারেনি।

কিন্তু বাইরে ঘরে যেখানে আদিনাথ বসে পড়াশুনা করেন, সেই ঘরের মধ্যে সকলে ঢুকে থমকে দাঁড়ায়। বাগানের দিকের কাচের সার্সীটা ভাংগা। চোর নিশ্চয় ঐ পথেই পালিয়েছে।

ঘরটার মধ্যে যেন ঝড় বহে গেছে! ঘর ময় সেল্ফের সব বই ইতস্ততঃ মেঝের কার্পেটের 'পরে ছড়ান। কোন বইয়ের পাতা খোলা ; কোন বই উল্টান।

'একি! চোর লাইব্রেরী ঘরে কি করছিল ?' সুজিত প্রশ্ন করে।

'বোধহয় কোন বই চুরী করতে এসেছিল। চোর নিশ্চয়ই একজন regular পড়ুয়া না হ'য়ে যায় না।' সুব্রত ঠাট্টা করে বললে। তারপর হটাৎ কি একটা কথা মনে হতেই, বিদ্যুৎ গতিতে আদিনাথের দিকে ফিরে তাকিয়ে বললে : মেশোমশাই, আপনার সেই ভারতে বৌদ্ধ যুগের প্রভাব বই খানা কই ?···

'সেখানেত' উপরে আমার শোবার ঘরে মাথার কাছে টি'পয়ের পরে। রাত্রে পড়তে পড়তে ঘুম আসায়, সেখানে রেখে ঘুমিয়েছিলাম।'

সুব্রত ক্ষীপ্র পদে ঘর হ'তে নিষ্ক্রান্ত হ'য়ে যায়।

ভোলা বললে, পাশের ঘরেই সে ঘুমিয়ে ছিল। একটা অস্পষ্ট পায়ের শব্দ শুনে তার ঘুম ভেংগে যায়। শব্দটা তার মনে হয়েছিল, লাইব্রেরী ঘর হ'তেই আসছে। সে কে? কে? বলে চেঁচিয়ে উঠে।

'পরক্ষণেই কাঁচ ভাংগার শব্দ হয়। লাইব্রেরীর দরজা ভিতর হ'তে ভেজান ছিল। ঘরে ঢুকতেই কে যেন তড়িৎ বেগে ঐ ভাংগা জানালা পথে লাফিয়ে পালায়। চোর এসেছিল প্রাচীর টপ্‌কে!'...

হঠাৎ এমন সময় সুব্রতর গলার স্বর শোনা গেল : আপনারা সব এবারে শুতে যান। চোর ত পালিয়েছে। আর রাত জেগে বৃথা লাভ কি? রাত শেষ হতেও আর বেশী দেরী নেই।

— পড়ো বাড়ীতে —

অনুতোষ বাড়ী নেই। সেই সকালে কোথায় বের হ'য়েছেন।

সুবিমল তার ঘরের মধ্যে বসে বসে একখানা বাংলা উপন্যাস পড়ছিল। এমন সময় অনুতোষের পাশের ঘরের সামনে বারান্দায় ফোন বেজে উঠে, ক্রিং···ক্রিং···ক্রিং !···

সুবিমল উঠে দাঁড়াল। কিন্তু সে ফোনের কাছে পৌঁছবার আগেই দেখ্‌লে—

ও বাড়ার নতুন ভৃত্য ফোনটা তুলে নিয়েছে : হ্যালো !··· হাঁ !···হাঁ !···আপনার নাম ! ও !···কিন্তু এখনত তার সংগে কথা বলবার সুবিধা হবে না !···সে বোধ হয়···আপনি ধরুণ ! এই যে সুখদাশ !···তোমার ফোন। সুখদাশ তখন ঐ দিকেই আসছিল। ফোনের সামনে এসে ফোনটা হাতে নিল।

'হ্যালো !···হাঁ সুখদাশই কথা বলছি ! কে আপনি ?···

ফোনের ওপাশ হ'তে জবাব ভেসে আসে, : কেন চিনতে পারছো না নাকি, কে আমি ?

সুখদাশ চট্‌ করে একবার ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল, তারপর চাপা সতর্ক স্বরে বললে : আপনাকেত আগেই আমি বলে দিয়েছি, এখানে আমাকে কখনো ফোন্‌ করবেন না। এখানে আমাকে ফোন করা একেবারেই নিরাপদ নয়।

'তাহলে কোথায় তোমার সংগে আমার দেখা হ'তে পারে? জান বোধ হয় এখন ইচ্ছা করলে আমি গোলমাল করতে পারি—জান?

একটা নিষ্ঠুর হাসিতে সুখদাশের মুখখানা বেঁকে উঠে: তাতে আপনারই লোকসান ষোলআনা স্যার। আমার কিছুই না।

আমার সংগে যদি তুমি না দেখা করো, তাহলে জেনো আর বৃথা আমি চুপ করে বসে থাকব না। মনে করো না আমি তোমাকে ভয় দেখাচ্ছি সুখদাশ! হয় তুমি আমার সংগে কোন একটা সর্তে রাজী হও, নচেৎ সব আমি এই মুহূর্তেই থানা ইন্‌চার্জ সুশান্ত বাবুকে খুলে বলব। জানত আমাদের দেশে একটা প্রবাদ আছে "নেই মামার চেয়ে কানা মামাও ভাল।'

সুখদাশের মুখটা সহসা কঠিন হয়ে ওঠে: বেশ! আমি আপনার প্রস্তাবেই রাজী। শীঘ্রই আপনার সংগে দেখা করবো।

'শীঘ্র মানে কবে? কোন পর্যন্ত?'

'তা এখন বলতে পারছি না। তবে এখানে আমাকে আর কখনো ফোন করবেন না।'

'বেশ। তুমিই তবে জানিও, কবে দেখা করতে পার।'

'পরশু দিন সন্ধ্যায় দেখা করতে চেষ্টা করবো।

'মনে থাকে যেন। হাঁ, ভাল কথা একাকী আসবে!...

'বেশ। সুখদাশ ফোনটা নামিয়ে রাখতেই সুবিমল সামনে এসে দাঁড়ায়: কে তোমাকে ফোন করছিল সুখদাশ?

সুখদাশ পাষাণ মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইলো ; সুবিমলের কথার কোন জবাব দিল না।

'কিহে জবাব দিচ্ছ না কেন ? কে ফোন করছিল ?

'আমার একজন পরিচিত লোক। সুখদাশ একটা ঢোঁক গিলল।

'তোমার পরিচিত লোকরা ফোনেও কথাবার্ত্তা বলে নাকি ?···আজকাল তুমি চাকর বাকরদের সার্কল ছেড়ে high ranking circleয়ে মিশছো বুঝি ?

* * হাওড়ার একটা পাবলিক্ টেলিফোন বকস্ হ'তে অসীম ধীর পদে নিষ্ক্রান্ত হয়ে এল। তার ঠোঁটের কোনে বিজয়ের হাসি। চোখ দুটো তার সাফল্যের খুসীতে ঝলমল করছে।

বিকালের দিকে বাড়ী ফিরে এসে নতুন ভৃত্য শ্রীমন্তর কাছে শুনলো : সুব্রত বাবু দুপুরের দিকে নাকি কি একটা বিশেষ কাজে ওর সংগে দেখা করতে এসেছিলেন।

* * *

সুখদাশ লোক মারফৎ সংবাদ পাঠিয়েছিল : নির্দিষ্ট দিনে রাত্রি দশটার পর শ্রীরামপুরে গংগার ধারে যে মিল কোয়ার্টার্স আছে, তারই কাছাকাছি একটা পুরাতন ভাংগা বাড়ীতে অসীমের সংগে সাক্ষাৎ করবে। বাড়ীটা কোথায় কি ভাবে যেতে হবে সব সে বলে দিয়ে গিয়েছিল।

জায়গাটা নাকি বেশ নির্জন !

কথাবার্তার সেইখানেই বেশ সুবিধা হবে। অসীমও রাজী হয়েছিল।

সেদিন আবার দুপুর থেকেই আকাশটা মেঘে মেঘে ধূসর হ'য়ে গেল।

বিকাল হ'তেই অকাল বর্ষা সুরু হলো।

রাত্রি আটটার পর অসীম পায়ে একটা রাবার সু ও গায়ে বর্ষাতী চাপিয়ে বের হয়ে পড়ল।

টিপ্ টিপ্ করে বৃষ্টি পড়ছে! একে শীতের রাত্রি। তার উপরে বর্ষা নামায় শীতটা যেন আরো চেপে বসেছে।

পথে লোক চলাচল একেবারে নেই বললেই হয়।

বৃষ্টি ভেজা রাস্তার উপর দিয়ে মাঝে মাঝে দু' একটা প্রাইভেট্ গাড়ী চির্ চির্ শব্দ তুলে ছুটে যাচ্ছে। শ্রীরামপুর মুখী একটা বাস থামিয়ে অসীম উঠে পড়ল।

বাসে ঐ রকম দুর্যোগের রাত্রে যাত্রী এক প্রকার নেই বললেও চলে। সর্বসমেত চার জন যাত্রী বাসে, তাদের মধ্যে অবার দু'জন মাহেশের রথতলার কাছা কাছি নেমে গেল।

বাসে এখন মাত্র দু'জন যাত্রী! অসীম, আর একজন যাত্রী কোনে একটা আলোয়ান মুড়ি সুড়ি দিয়ে মুখ ঢেকে ঢুলছে।

মোড়ের কাছাকাছি আসতেই অসীম বাস হ'তে নেমে পড়ল। এখান থেকে হেটে যেতে হবে তাকে, কারণ এখান হতেও প্রায় নির্দিষ্ট স্থানটি মাইল দেড়েক দূর হবে।

মেঘে ঢাকা অন্ধকার শীতের রাত্রি, টিপ্ টিপ্ করে বৃষ্টি পড়ছে। পথ কর্দমাক্ত পিচ্ছিল!···কোথাও জন মানবের চিহ্ন পর্যন্তও নেই! ঘরে ঘরে দুয়ার পড়েছে।

কেউ কোথাও হয়ত জেগে নেই!

সুখদাশ বলেছে, ফিরবার ব্যবস্থা সেই করবে। তার জন্য অসীমের কোন চিন্তা করতে হবে না।

চারিদিককার দোকান পাট এর মধ্যেই বন্ধ হ'য়ে গেছে। ক্বচিৎ দু' একজন পথিক এদিক ওদিক ছাতা মাথায় যাতায়াত করছে পায়ে তাদের গৃহে প্রত্যাগমনের ব্যস্ততা।

গংগার ধার দিয়ে দিয়ে সরু একটা অপ্রসস্ত কাঁচা পথ!··· কাদায় বিশ্রী হয়ে উঠেছে। বৃষ্টির দরুণ প্যাচ্ প্যাচ্ করছে।

মিলের বাড়ীগুলো অন্ধকারে ভৌতিক ছায়ার মত যেন জমাট বেঁধে আছে। জলকণাবাহী গংগার হাওয়ায় যেন আরো দ্বিগুণ শীত শীত বোধ হয়। হাত-পা জমাট বেধে যাওয়ার জোগাড় প্রায়।

অসীমের হাতে একটা শক্তিশালী টর্চ আছে, মাঝে মাঝে বোতাম টিপে টর্চের আলোয় অসীম নিজের গন্তব্য পথটা দেখে নেয়—কিছুদূর এগুতেই সামনে চোখে পড়ে একটা পথ জুট মিলের বাঁ দিক্ দিয়ে এগিয়ে চলে গেছে বরাবর—পথ ঠিকনয়, একটা সুরু গলি পথ!

অসীম দ্বিধামাত্র না করে সেই গলিপথ ধরেই সন্তর্পণে টর্চ ফেলে এগিয়ে চলে।

একটা মস্ত প্রাচীর ওয়ালা বাড়ী। বাড়ীর মধ্যস্থিত বাগানের কতকগুলো বড় বড় গাছের ডাল পালা প্রাচীর ডিংগিয়ে যেন গলি পথের 'পরে এসে ছড়িয়ে পড়েছে অন্ধকারে ভৌতিক বাহু বিস্তারের মত!

সেই বাড়ীরই লোহার গেট্টার সামনে এসে অসীম দাঁড়াল।

হাত ঘড়ির দিকে টর্চের আলো ফেলে দেখ্‌লেঃ রাত্রি সাড়ে নয়টা।

চারিদিকে ভয়াবহ কালো একটা জমাট স্তব্ধতা, যেন কণ্ঠনালী টিপে ধরে।

অল্প অল্প হাওয়ায় গাছের পাতায় দোলা লেগে টুপ্‌ টাপ্‌ করে মাঝে মাঝে বৃষ্টির ফোঁটাগুলো ঝরে ঝরে পড়ে।

বাড়ীর গেটটা খোলাই ছিল!

অসীম সন্তর্পণে গেটের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

সামনেই একটা সরু পায়ে চলার পথ।

বহুদিনের অব্যবহারে পথের দু'পাশে নজরে পড়ে ঘন অযত্নে ক্রমবর্দ্ধমান আগাছার জংগল।...

হঠাৎ ওর নজরে পড়ল অল্প দূরে যেন ঐ একটা ছোট আলোর শিখা...

অন্ধকারে আলোর শিখাটা যেন একটা জানোয়ারের রক্ত চক্ষুর মত জ্বলছে।

আলোর শিখাটা অনুসরণ করে অসীম এগিয়ে চলে পায়ে পায়ে।

অন্ধকারে অস্পষ্ট আবছায় দেখা যাচ্ছে সামনেই মস্ত দোতালা বাড়ীটা। এককালে হয়ত বাড়ীটার শাদা রংই ছিল, বহুবর্ষের রৌদ্র জলে এখন আর আসল রংটি বুঝবার উপায় নেই!

তারই নিচের তলার একটা ঘর হতে বন্ধ শার্সীর ফাঁক হ'তে আলোর শিখাটা আসছে—এতক্ষণে ও বুঝতে পারে।

বুকভরে অসীম একটা স্বস্তির নিশ্বাস নিল, সত্যি—এতক্ষণে অন্ধকারে ও যেন একটা প্রাণের স্পন্দন দেখতে পেলে।

সন্তর্পণে অসীম আরো একটু এগিয়ে যায়।

সামনেই একটা ভাংগা বারান্দা। শ্যাওলায় ও আবর্জনায় বিশ্রী হয়ে আছে। একটা বৃষ্টি ভেজা ভাপ্‌সা গন্ধ। নাক জ্বালা করে।

বৃষ্টিতে বারান্দাটা পিচ্ছিল হয়ে আছে।

চারিপাশে অন্ধকারে গাছপালাগুলো যেন ভূতের মত কালো কালো হাত তুলিয়ে ওকে ডাকছে বিভীষিকার মত।

অকারণ একটা ভয়ে ওর মনের ভিতরটা সহসা যেন কেমন শির শির করে ওঠে।

জামার পকেটে রক্ষিত রিভলভারটা অসীম বাঁহাতে একবার শক্ত করে চেপে ধরে!

বৃষ্টি থেমে গেছে।

আকাশ পথে ছেঁড়া মেঘগুলি উত্তর প্রান্তে ভেসে ভেসে চলেছে।

বর্ষণ ক্লান্ত আকাশের বুকে দেখা দিয়েছে ঝকঝকে এক রাশ তারা: যেন সদ্য ঘুম ভেংগে তারা মাটীর পৃথিবীর দিকে পিট্‌ পিট্‌ করে তাকাচ্ছে।

একটা পাখী ডানা ঝাপ্‌টে উড়ে গেল অন্ধকারে কোথায় কোন একটা গাছের ডাল হতে।

অসীম বারান্দা অতিক্রম করে, যে ঘরের মধ্যে আলো

জ্বলছিল, টর্চের আলোয় সন্তর্পনে তার বন্ধ দরজাটার সামনে এসে দাঁড়াল।

ঈষৎ ঠেলতেই দরজাটা খুলে গেল।

টর্চের আলো ফেললে অসীম ঘরের মধ্যে।

প্রশস্ত হল ঘরের মতই একখানি ঘর।

ঘরের মেঝেতে একরাশ ধুলো পুরু আস্তরণের মত জমে আছে। যেন ধূসরবর্ণের একখানা কার্পেট! একটা ভাপসা দুর্গন্ধ নাকে এসে লাগে। গোটা দুই ভাংগা চেয়ার একপাশে পড়ে আছে। অসীম ঘরের মধ্যে ঢুকে দরজা ভেজিয়ে দিয়ে একটা ভাংগা চেয়ারের উপরেই বসল।

সে বলেছে এখানেই আসবে ওর সংগে আজ রাত্রে দেখা করতে!

একা একা নিশীথ রাত্রে এই ভয়াবহ নির্জন পুরীতে অপেক্ষা করতে করতে অসীম একসময় যেন হাঁপিয়ে ওঠে।...

টর্চের আলোয় হাত ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখে: রাত্রি প্রায় সাড়ে দশটা!

কি আশ্চর্য! এখনো সুখদাশের দেখা নেই? ভুলে গেল নাকি লোকটা ওর সংগে appointment য়ের কথা।...ভিতরে ভিতরে অসীম অস্থির হ'য়ে ওঠে!

এমন সময় ওর সতর্ক কানে এসে লাগল: একটা অতি সতর্ক পায়ের শব্দ।

অন্ধকারে সতর্ক পায়ে পায়ে প্রায় নিঃশব্দে কে যেন এই

দিকেই এগিয়ে আসছে না!···শব্দটা ক্রমে দরজার গোড়াতে এসে থেমে যায়!

অসীমের বুকের ভিতরটা এক অস্বাভাবিক উত্তেজনায় টিপ্ টিপ্ করতে থাকে। চট্ করে ও পকেটে হাত ঢুকিয়ে রিভলভারের সেফ্‌টিক্যাচ্'টা চেপে ধরে।

ক্যাচ্ করে একটা মৃদু শব্দ সংগে সংগে ভেজান দরজাটা খুলে গেল'চোখের বিস্ফারিত দৃষ্টির সামনে।

তার পরেই সামনে---

অন্ধকার অস্পষ্ট, দরজাটার ঠিক ওপরেই একটা ছায়া মূর্তি!...

অসীম অন্ধকারে তীব্র দৃষ্টি মেলে ছায়া মূর্তির দিকে তাকিয়ে থাকে।

ছায়া মূর্তি এসে নিঃশব্দ পায়ে ঘরে প্রবেশ করল।

'অসীম বাবু?···চাপা গলায় সতর্ক প্রশ্ন।

গলার স্বরেই অসীম বুঝতে পারে, প্রশ্নকারী আর কেউ নয়—সুখদাশ।

'হাঁ! কিন্তু এত দেরী করে এলে কেন?' বলতে বলতে অসীম টর্চের আলো ফেলে দরজার পরে।

'আলো নিবান!···আলো নিবান।' ভয় চকিত কণ্ঠে সুখদাশ বলে ওঠে।

চকচকিয়ে অসীম চর্চটা নিবিয়ে দেয়।

শোন—সুখদাশ! তোমাকে আগে হতেই আমার সাবধান করে দেওয়া ভাল। আমার সংগে রিভলভার আছে, লোডেড্। হাঁ!—'একটু দম নিয়ে যেন আবার বলে:

কোন রকম চালাকী করবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করেছো কি, কুকুরের মতই গুলী করে তোমাকে আমি মারব।'

অন্ধকারে অসীম দেখতে পায় না : একটা বীভৎস হাসি সহসা বিদ্যুৎ চমকের মতই সুখদাশের ঠোঁটের পর দিয়ে যেন জেগে মিলিয়ে যায়। তারপরই সে চাপা সতর্ক স্বরে বলে : এখানে আমাদের কথাবার্তা হ'তে পারবে না। এখুনি এখান হ'তে চলে যান। কে একজন আমাকে এবাড়ী পর্যন্ত এতক্ষণ অনুসরণ করে এসেছে!···যান্ শীগ্গির—এখান হ'তে বেরিয়ে যান।' সুখদাশ বলে—

সহসা অসীম যেন চাপা গর্জন করে ওঠে পুচ্ছমর্দিত শার্দূলের মতই : ওসব বাজে ভাঁওতায় আমি আজ আর ভুলছি না সুখদাশ!···যে ব্যাপারের জন্য আজ এতটা পথ এই জলের রাত্রে এখানে আমি এসেছি, আমাদের সে কথাবার্তা শেষ করতেই হবে!···এই মুহূর্তে এখানেই এবং —

সুখদাশ কিন্তু নির্লিপ্ত কণ্ঠে বাধা দেয়—'শুনুন অসীমবাবু! পাগলামি করবেন না। আপনি জানেন, কি নৃশংস ভাবে আপনার ভাইকে মরতে হয়েছে। আশা করি এত তাড়া তাড়ি সে কথা কেউ ভুলেও যেতে পারেনা। এবং বিশেষ করে ভাই হয়ে এত তাড়া তাড়ি নিশ্চয়ই আপনি ভুলে যাননি। এখুনি যদি আপনি এখান হ'তে না চলে যান্ হয়ত আপনাকেও আপনার ভাইয়ের মতই নৃশংস ভাবে মৃত্যুকে বরণ করতে হবে। আমি আপনাকে সত্যি কথাই বলছি, আমাকে কেউ অনুসরণ করেছে। আমার ওপরে কারও সতর্ক নজর আছে।

এখনো ভাল চানত—এখান হতে শীঘ্র পালান!—'বলতে বলতে সহসা সুখদাশ সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে অন্ধকারেই অসীমের একখানা হাত চেপে ধরে ঈষৎ আকর্ষণ করলে: উঠুন! আমার সংগে আসুন। আর এক মুহূর্তও এখানে থাকা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না আপনার।

ঘর হতে এক প্রকার অসীমকে টানতে টানতেই বের করে অন্য একটা পথদিয়ে খানিকটা এগিয়ে দু'জনে একটা ভাংগা প্রাচীরের সামনে এসে দাঁড়ায়: যান্, এবারে গংগার ঘাটে নৌকা পাবেন, তাদের বকশীস্ দিলেই, কোন্নগরে তারা আপনাকে পৌঁছে দেবে। আর এক মিনিটও এখানে দেরী করবেন না। সে আমার পিছু পিছুই অনুসরণ করে এসেছে। আমিও এখুনি অন্য পথে পালাব! আপনাকে আমি কথা দিচ্ছি, ২৷৩ দিনের মধ্যেই আপনার সংগে আমি দেখা করবো। আপনি জানেনও না কত বড় বিপদ আপনার মাথার পরে খাঁড়ার মত ঝুলছে। যান্ পালান।...

'কিন্তু তুমি জান সুখদাশ, আমার কাছে কি আছে?'

'হাঁ হাঁ জানি, অর্দ্ধেক, ও অর্দ্ধেকের কোন দাম নেই!

'কিন্তু ওই অর্দ্ধেকের সাহায্যেই তোমাকে আমি বিপদে ফেলতে পারি সুখদাশ।'

'বেশ—আপনার যদি মাথায় দুর্বুদ্ধি চেপে থাকে তবে তাই করুন। এ জীবনে আর তাহলে বাকী অর্দ্ধেক পাবেন না।' তারপর সহসা ক্রুদ্ধ চাপা স্বরে সুখদাশ বলে ওঠে: আর বোকার মত সময় নষ্ট করবেন না অসীম বাবু। আপনি জানেন

না প্রতি মুহূর্তে আপনার মাথার পরে কতবড় সাংঘাতিক বিপদ ঝুলছে। একটি মুহূর্তের জন্যও আপনি নিরাপদ নন। আমিও কিছু আপনাকে সব সময় চোখে চোখে রেখে পাহারা দিতে পারবো না।···যান আর দেরী করবেন না—পালান। বলে মুহূর্তে সুখদাশ ছায়ার মত অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

সহসা যেন একটা ভৌতিক আশংকা অসীমের শিড় দাঁড়া বেয়ে ঠাণ্ডা বরফের স্রোতের মত নেমে এল। কি ভেবে অসীম বাগানের মধ্যে আবার প্রবেশ করল। এবং সন্তর্পনে অন্ধকারে যেপথ দিয়ে এসেছিল, সেই পথ ধরেই এগুতে লাগল।

সামনেই অনেকটা ফাঁকা জমি। সমস্তটা জুড়ে দূর্বাঘাস হুয়ে আছে! ··নিশীথ তারার আলোয় বাগানটা যেন আলো আঁধারে অস্পষ্ট মায়াময়।

সহসা ও থম্‌কে দাড়িয়ে পড়ে! মৃত্ত পায়ের শব্দ না!··· হাঁ, পায়ের শব্দই বটে!···অন্ধকারে কে যেন সতর্ক নিঃশব্দ পদসঞ্চারে এগিয়ে আসছে।

রুদ্ধ নিঃশ্বাসে ও কান খাড়া করে দাঁড়ায়। এমন সময় কার যেন শিষ্‌ শুন্‌তে পায়। কে যেন এই বাগানের মধ্যেই কোথায় একটা গান শিষ দিয়ে বাজাচ্ছে খোশ মেজাজে!

শিষের শব্দ এদিকেই এগিয়ে আসছে। অসীম একপাশে সরে দাঁড়ায়!...হঠাৎ তীব্র একটা টর্চের আলো অসীমের সর্বাংগে এসে যেন ঝাঁপিয়ে পড়ে, পরক্ষণেই কার কণ্ঠস্বর: হ্যাল্লো!···আরে অসীম বাবু নাকি?

কণ্ঠস্বব সুব্রতব!

সুব্রতর আরো কাছে এগিয়ে এসে বলে ওঠে—'ব্যাপার কি এতরাত্রে এই ভূতুড়ে বাড়ীতে ?···মিঃ অসীম বাবু ?

'আপনি ! সুব্রত বাবু !'···অসীম যেন প্রাণ ফিরে পায়। 'কিন্তু কার যেন পায়ের শব্দ পেয়েছিলাম। আপনিই নাকি ?'

'হবে হয়ত !···কিংবা কোন ভূতও হ'তে পারে !····

'কিন্তু !···

ভয় নেই লোকটা অনুতোষ বাবুর নতুন চাকর ···।

'আমি স্বপ্নেও ভাবিনি লোকটা আমাকে অনুসরণ করেছে।

"হয়ত এমনি আপনাকে অনুসরণ করেছে। কিন্তু এত রাত্রে এখানে এই পড়ো বাড়ীতে কেন এসেছেন তাত বললেন না ?'

'আপনাকে তা আমি বলতে পারবো না।'

সুব্রত মৃদু হাসে : বলবেন না ? বেশ !···

'কিন্তু আপনিই বা আমাকে follow করেছেন কেন এখানে সুব্রত বাবু ?

'আপনার ভালর জন্যই অসীম বাবু ! তাছাড়া আপনি যখন এখনো আমাকে বিশ্বাসই করতে পারছেন না। Why should I ?···

অসীমবাবু একটু চুপ করে থেকে হঠাৎ মৃদু কণ্ঠে বলে—

'আপনাকে আমি এখন বিশ্বাস করি সুব্রত বাবু।'

'কিন্তু তবু, তবুও আপনাকে এখন। তারপর আবার একটু থেমে বলে ওঠে : আমি সব খুলে বলতে পারছি না। Am really sorry !···আমাকে বিশ্বাস করুন !

'এটাই বুঝি আমাকে আপনার বিশ্বাস করবার নমুনা !... well ! well !...

'না আপনি আমাকে ভুল বুঝছেন ; আপনি আমার গোপন কথা সকলকে বলে দেবেন বা বিশ্বাসঘাতকতা করবেন, সে কথা একবারও আমার মনে হয়নি। কিন্তু তবু তবু আমার সাহস হয় না এখনও আপনাকে সব খুলে বলতে।'

'তা নয়। আপনার ধারণা হয়ত আপনার পথে আমি দাঁড়াবো অসীম বাবু, তাই আমাকে এখনো সব খুলে বলতে পারছেন না। যাক্ গে সে কথা। চলুন। আর রাত্রি করে কি হবে। আপনাকেও নিশ্চয়ই রাত্রে বাড়ীতে ফিরতে হবে। চলুন। আমার গাড়ী সংগে আছে। পৌঁছে দেবো।'

দু'জনে এগিয়ে চলে নিঃশব্দে !...কারও মুখেই কোন কথা নেই।

গলি পথের বাইরেই একটা বড় বটগাছের নিচে সুব্রতর গাড়ীটা দাঁড় করান ছিল।

গাড়ীতে উঠতে উঠতে অসীম প্রশ্ন করে : একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো সুব্রতবাবু ?

'বলুন ?—'

আচ্ছা, এ ব্যাপারের কতটুকু আপনি জেনেছেন সুব্রত বাবু ?

সুব্রত গাড়ীতে স্টার্ট দিতে দিতে মৃদু হেসে বলে : কিছু জেনেছিও বটে। আবার কিছু জানি নাও বটে। হাঁ, তবে—

বলতে পারেন Some thing out of nothing ?...

— চার —

— আবার মরণের হিম পরশ —

পরের দিন বেশ একটু বেলাতেই সুব্রতর ঘুম ভাংগল। সুজিত দোকানে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। সুব্রতকে চোখ মেলতে দেখে প্রশ্ন করল ঃ ঘুম ভাংগল ? নিশাচর ?

'হাঁ !···

'চা দিতে বলি ?'

'না—আগে স্নান করবো, তারপর চা।'

সুব্রত বাথরুমের মধ্যে গিয়ে ঢুকল। স্নানের পর শরীরটা বেশ ঝর ঝরে হয়ে গেল।

জামা কাপড় পরে নিচে এসে দেখে সুজিত তখনও যায় নি, আদিনাথ বেশ চড়া গলায় সুজিতকে কি যেন বলছেন ঃ ছোট লোক। একেবারে অভদ্র। এতটুকু decency জ্ঞান নেই লোকটার।

'ব্যাপার কি মেশোমশাই ?'···সুব্রত প্রশ্ন করে।

'এই যে সুব্রত !···শুনেছো। ঐ তোমাদের অমুতোষ বাবু !···that unsocial—'

সুব্রত বেশ আশ্চর্যই হয়ে ওঠে।

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে আদিনাথের মুখের দিকে তাকায়।

'ঐ যে 'ভারতে বৌদ্ধ যুগের প্রভাব' বলে বই খানা পরশু অমুতোষ বাবুর লাইব্রেরী হতে চেয়ে এনেছিলাম না, পড়তে ? তখন কত সৌজন্য। যখন খুসী আসবেন ! যে বই ইচ্ছা

নিয়ে যাবেন। হাম্ বাগ্‌আজ সকালে আবার সে বই খানা চাকর দিয়ে চেয়ে পাঠিয়েছেন !···

'সত্যি ?' কৌতুকে সুব্রতর চোখের তারা দুটো যেন সহসা চক্ চক্ করে ওঠে।

'হাঁ !···ফিরত দিয়েই দেবো ভেবেছিলাম, কিন্তু তুমি বই খানা গতকাল পড়তে নিয়েছো।···

'চাকর মানে, কে এসেছিল বই নিতে ?

'কে আবার, সেই শকুণটা !···

'সুখদাশ বুঝি ?'

সুব্রত হেসে ফেলে—ওঃ

শকুন !—হঠাৎ

'আবার কে ?' that uncany culture !

'সে। আমি জানতাম ! লোকটা মরীয়া হ'য়ে উঠেছে।' শেষের কথাগুলি সুব্রত এত অস্পষ্ট ভাবে উচ্চারণ করলে যে, কেউ শুনতে পেল না।

'আপনার বই খানা পড়া হয়ে গেছে মেশোমশাই ?'

'না, কিছু বাকী আছে।'

'ফিরত দিয়ে দিলেইত' হয় বাবা ?'···হঠাৎ সুজিত বলে ওঠে।

'নিশ্চয়ই ! নিশ্চয়ই ফিরত দেবো।'

* * *

সুব্রত সুজিতদের ওখান হ'তে বের হয়ে সোজা অমুতোষ বাবুর ওখানে গিয়ে হাজির হলো।

অনুতোষ বাবু বাড়া নেই। সুবিমল বাবু বাইরের ঘরে বসে ঐ দিনকার সংবাদপত্রটা দেখছেন।

পদশব্দে মুখ তুলে বললেন: আরে সুব্রত বাবু যে! আসুন আসুন, চা আনতে বলি?

সুব্রত একটা চেয়ারের 'পরে বসতে বসতে বললে: বলুন!···

সুবিমল ভৃত্যকে ডেকে চায়ের আদেশ দিল।

'তার পর আপনার দাদা অনুতোষ বাবু কই?'···

'আর বলেন কেন, এবাড়ীটা একটা lunatic asylum হয়ে দাঁড়িয়েছে!'···

'কি রকম?' সুব্রত সপ্রশ্ন কৌতুক দৃষ্টিতে সুবিমলের মুখের দিকে তাকায়।

'তাছাড়া আর কি বলি বলুন?···শ্রীমান সুখদাশ কাল সারাটা রাত্রি ধরে সমস্ত লাইব্রেরীর বই নামিয়েছেন আর ঝেড়েছেন।···

'বলেন কি! হঠাৎ রাত্রে বই ঝাড়বার প্রয়োজন হলো কেন তার?'

'লাইব্রেরীতে নাকি অনেক ধূলো বালি জমে গেছে। কর্তার বড় সাধের লাইব্রেরী, কেউ আর আজকাল দেখা শুনা করে না ইত্যাদি—ইত্যাদি!'

ভৃত্য ট্রেতে করে দু'কাপ ধূমায়িত গরম চা নিয়ে এল।

* * * *

ফিরবার মুখে গেটের সামনে···নতুন চাকরটার সংগে

সুব্রতর দেখা হয়ে গেল : এই যে…অনুতোষ বাবু কখন বেরিয়েছেন জান ?

'হাঁ ঘণ্টা খানেক হবে।'

'তুমি জান কিছু তোমাদের বাবু আদিনাথ বাবুর কাছে সুখদাশকে কোন বই চাইতে পাঠিয়েছিলেন ?'

'বই ! কই নাত, সকালে তার বেরুবার আগে পর্যন্তত আমিই তার সংগে ছিলাম !'

'আচ্ছা…বেশ, অনুতোষ বাবু ফিরলে বলো, আমি এসেছিলাম।'

'যে আজ্ঞে বাবু !…'

* * *

সুশান্ত থানায় বসে একটা সুরতহাল রিপোর্ট লিখছিল। সুব্রত এসে ঘরে প্রবেশ করল। পদশব্দে মুখ তুলে তাকিয়ে সুশান্ত বললেন।

স্থানীয় এক জন বর্দ্ধিষ্ণু চাষা : রাম কানাই তার আপন খুড়তোত ভাইকে চক্রান্ত করে বিষ প্রয়োগে হত্যা করেছে—খুড়োর বিষয় সম্পত্তি নিজে ভোগ করবার জন্য। খিচুড়ীর সংগে ধুতুরো ও কুচ ফলের বিচি বেটে খাওয়ান হয়েছে। ব্যাপারটা তদন্তের প্রথমেই জানা গেছে—হত্যাকারীর স্ত্রীই সব দারোগার কাছে ফাঁস করে দিয়েছে।

'বসুন সুব্রত বাবু !…আর কিছু সংবাদ পেলেন ?'

'না ! একটা 'হারান সূত্র' খুঁজে বেড়াচ্ছি ! সেটা খুঁজে পেলেই সব মীমাংসা হয়ে যায় আর কি।

য়্যা!—সত্যি নাকি ?

'হাঁ'—'পেলেই সব মীমাংসা হয়ে যায় ?'

'সুত্রটা কি ?'—সুশান্ত প্রশ্ন করে।

'আচ্ছা সুশান্ত বাবু! আপনার কি মনে হয়—যে লোক সারাটা জীবন অন্যায়ের বিচার করে এসেছে Subconscious mind যে সে criminal হতে পারে ?

য়্যা ?—

হবেই বা না কেন ? afteral human mind—no body can say what one can think and one cannot ! কিন্তু যাক্ সে কথা—আপনি কিছু নতুন ভেবে পেলেন ?

না !—'কিন্তু সুখদাশকে আমাদের এভাবে ছেড়ে দেওয়াটা যেন কিছুতেই মনোঃপূত হচ্ছে না আমার মিঃ রায়।

'কেন ?' সুব্রত প্রশ্ন করলে।

'আপনি যাই বলুন! আমার কিন্তু স্থির বিশ্বাস সুসীমকে ঐ লোকটাই খুন করেছে !···ওর চাল চলন হাব ভাব—'

'না সুশান্ত বাবু! আমি জানি সুখদাশ সুসীমকে খুন করেনি !' সুব্রতর কণ্ঠে স্পষ্ট নিঃসংশয়ের সুর !

'তবে ?'

'আপনি অন্ধকারে ঘুরে মরছেন। সুসীমকে খুন করেছে অন্য লোক।···

'য়্যা—'সুশান্ত বাবু চম্‌কে ওঠেন।

'হাঁ আমি জানি খুনী কে ?

'আপনি জানেন ?···'সুব্রত বলে।

'জানি !...'

'অবে ! তাবে তাকে মানে—এখনো লোকটাকে ধরিয়ে দিচ্ছেন না কেন, জোরালো প্রমাণ হাতের মধ্যে নেই বলে ?'

'একটা ক্রিমিন্যালকে how could you allow to roam about ?

'বললামত'—'শুধু খুনীকে ধরলেইত' হবে না ! প্রমাণ আপনি করতে পারবেন না যে সেই খুনী !'

'প্রমাণ করতে পারবো না ?'

'না ! একটি মাত্র সূত্রের জন্য সব ভেস্তে যাবে। কূলে এসেও তরী ডুবে যাবে। সেই সূত্রটিই আমি খুঁজে বেড়াচ্ছি ! এবং সেই হারান সূত্রটি খুঁজে পেলেই খুনীকে আমরা ধরতে পারবো। মনে আছে আপনার সুশান্ত বাবু—শংকরের এক দূর সম্পর্কীয় আত্মীয় ছিল, যার কাছে সে মাঝে মাঝে যেত ?

'হাঁ'—সুশান্ত জবাব দেন।

'তার খোঁজ করুন, হয়ত সেখানেই আমরা আমাদের হারাণ সূত্রটি খুঁজে পেতে পারি। ছোট্ট, একটি সূত্র !...হয়ত একটুক্‌রো কাগজ !...'

'একটুক্‌রো কাগজ ?'

'হ্যাঁ !...Some thing like that !'

* * *

সে রাত্রে সুব্রত সুজিতদের বাসায় না ফিরে, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে নিজের বাড়ীতে গিয়ে রাত কাটাল।

পরের দিন সকালে সুজিতদের ওখানে এসে শুনলো, গত

রাত্রেও নাকি আবার সুজিতদের বাসায় চোর এসেছিল, এবং চোর সুজিতের ঘরেই ঢুকে ছিল। কিন্তু কিছুই চুরি যায় নি।

'তবে কি চুরি করতে চোর এসেছিল?' সুব্রত প্রশ্ন করে।

'তা চোরই জানে।'

সুজিতের মা বললে: এসব কি উপদ্রব এ বাড়ীতে সুরু হলো বলত বাবা? এতদিন আছি, কখনো ত' কোন চোরের উপদ্রব ছিল না।'

সুব্রত হাসতে হাসতে জবাব দিল: ভয় নেই মাসীমা! চোর যার জন্যে এসেছিল তা সে কোন দিনই পাবে না। আসা যাওয়াই তার সার হবে।

* *

সেই দিনই

রাত্রি প্রায় তিনটার সময় ফোনের শব্দে সুব্রতর ঘুমটা ভেঙে গেল।

সুব্রত তাড়া তাড়ি শয্যা হ'তে উঠে পরে, নিচে গিয়ে ফোন ধরলে: হ্যালো!

'কোন্নগর থানা থেকে সুশান্ত বাবু কথা বলছি, সুব্রত বাবু আছেন?'

'Speaking…'সুব্রত জবাব দেয়।

'আরে মশাই!—এদিকে যে শ্রীমান সুখদাশ ভাগলবা!… তখুনি আপনাকে বললাম, ওকে arrest করাই ভাল। কিন্তু কিছুতেই ত' আমার কথায় আপনি রাজী হলেন না। নিন্ এখন দেখ্‌লেনত?… কি advice দেন এখন?

'সুখদাশ অদৃশ্য !···ব্যপারটা সব খুলেই বলুন না ?

'বলবো আর কি ছাই ! বলাবলিরই কিবা আছে ? সন্ধ্যার পর হ'তে সুখদাশকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।'

'তাত' বুঝলাম। কিন্তু আপনি কি করে জানলেন ?'

'এইত। মিনিট্ কুড়ি আগে সুবিমল বাবু ফোনে আমাকে সংবাদ দিয়েছেন।'

'কে সংবাদ দিয়েছেন' ? বললেন সুবিমল বাবু ?

'হাঁ !···

'কি বললেন তিনি ?···'

'তিনি বললেন, সুসীমের ঐ ব্যপারের পর হ'তে তার দাদা চাকুর বাকরদের পরে নাকি Strict order দিয়েছিলেন, সন্ধ্যার পর কেউ আর বাড়ী হ'তে তার হুকুম না নিয়ে কোথাও বের হতে পারবে না।'

'হাঁ—তারপর ?'

'কি একটা জরুরী কাজে রাত্রি আটটার সময় সুখদাশকে অনুতোষ বাবুর প্রয়োজন হওযায় বনমালীকে বলেন' সুখদাশকে ডেকে দিতে। কিন্তু সুখদাশকে বাড়ীর কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। কেউ বলতে পারলে না সুখদাশ কখন বাড়ী হতে বের হয়ে গেছে। তখন তিনি বনমালী ও অন্য সকলকে আশে পাশে সুখদাশকে খুঁজে দেখতে বলেন। ঘণ্টা দুই খুঁজেও তারা সুখদাশকে কোথায়ও দেখতে পেলে না।'

'সুখদাশের জামা কাপড় ··তার ঘর দেখা হয়েছে ?'

'হাঁ তাও দেখা হয়েছে। কিছুই সে সংগে নেয়নি। এক

কাপড়েই উধাও হয়েছে। শুধু সংগে নিয়ে গেছে তার সাইকেলটা !…'

'হুঁ !…'

'অনুতোষ বাবু বিশেষ চিন্তিত হ'য়ে পড়েছেন। তিনি বললেন, একে চারিদিকে এই সব ব্যপার ঘটছে; তাই তিনি রাত্রি ২॥০ টা পর্যন্ত অপেক্ষা করে, সুবিমলকে দিয়ে আমাকে সংবাদ দিয়েছেন।

'আপনি ready থাকুন সুশান্ত বাবু; আমি এখুনি আসছি থানায়।'

'তারপর ?'

'তারপর আর কি ? কতদূরই বা সে আর সাইকেলে করে যেতে পেরেছে !…একবার ভাল করে খুঁজে দেখা দরকার।'

আমি আসছি !'

'বেশ আসুন। কিন্তু এত রাত্রে …

'আর দেরী করা উচিত হবে না !…

সুব্রত প্রস্তুত হয়ে চট্‌পট্‌ গাড়ী নিয়ে বের হয়ে পড়ল !…

* * *

থানায় পৌছে সুব্রত সুশান্ত কে গাড়ীতে তুলে নিল।

'লোকটা যে পালাবে তা আমি জানতাম সুব্রত বাবু !… এটা শুধু আমাদের অবিমৃশ্যকারিতারই ফল !…

সুব্রত কোন জবাব দিল না। নিঃশব্দে গাড়ী চালাতে লাগল।

হঠাৎ এক সময় রাস্তার দিকে তাকিয়ে সুশান্ত বাবু বললেন : এ কি কোথায় চলেছেন ?'

'আগে জমিদার বাড়ীর আশপাশটা ভাল করে খুঁজে দেখবো, তারপর অন্য দিকে।'

গাড়ী তখন ঘোরা কাচা সড়কটা ধরে ষ্টেশন পেরিয়ে চলেছে।

সুব্রত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চারিদিক তাকাতে তাকাতে গাড়ী চালাচ্ছিল।

হঠাৎ মাঝা মাঝি এসে গাড়ীর ইন্‌জিন বন্ধ করে দিল।

'কি হলো ?'

'মাঠের মধ্যের ঐ পায়ে চলা পথটা একবার দেখে আসি চলুন।'

সুশান্ত একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও সুব্রতকে অনুসরণ করলে।

বেশী দূর যেতে হলো না !···পথের মাঝে একটা আকন্দ ও ফনীমনসার ঝোঁপের কাছে দাঁড়িয়ে সুব্রত হাতের টর্চের আলো ফেলতেই ; সুশান্তর কণ্ঠ হ'তে একটা অস্ফুট চীৎকার ধ্বনী বের হয়ে এল ঃ উঃ Ghastly !···

সত্যিই বীভৎস দৃশ্য !···

ঝোপের এক পাশে সাইকেলটা পড়ে আছে ; আর তার পাশেই চিৎ হয়ে পড়ে আছে সুখদাশের মৃত দেহ।

মাথার খুলীর অর্দ্ধেকটা যেন একেবারে থেঁথ্‌লে গেছে ; রক্তে ঘিলুতে সে নিদারুণ দৃশ্য দেখ্‌লে প্রাণ আঁৎকে ওঠে !

দু'জনেই কিছুক্ষণ যেন অসাড় স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

কারো মুখে কোন কথা পর্যন্ত নেই ! কিছুক্ষণ পরে স্তব্ধতা ভংগ করে সুশান্ত কোন মতে বলে।

'গুলি করে মেরেছে ?'

'হাঁ close rangeয়ে !···আমারই ভুল হয়েছিল সুশান্ত বাবু !···উঃ আমারই ভুল হয়েছিল !

যাহোক একজন কনেষ্টবল ওদের সংগে এসেছিল ; তাকে মৃত দেহের প্রহরায় সেখানে রেখে, সুব্রত সুশান্তকে নিয়ে গাড়ীতে তখুনি উঠে বসে--স্টার্ট দিল।

'কোথায় চললেন আবার এত তাড়াতাড়ি ?'

'চলুন একবার অনুতোষ বাবুর সংগে দেখা করে যাই !'

* * *

জমিদার বাড়ীর সামনে গাড়ী থামাতেই, বাইরের দরজাটা খুলে গেল ও সংগে সংগে ঘরের বিদ্যুৎ বাতি জ্বলে উঠ্‌লো। দরজা খুলে দিয়েছিল !······

'কিহে আমরা এখন আসবো জানতে নাকি, যে না ডাকতেই দরজা খুলে দাঁড়িয়ে আছো ?' প্রশ্নটা যেন সুশান্ত ······র মুখের 'পরেই এক প্রকার ছুড়ে মারে।

'না স্যার। তবে কিছুক্ষণ আগে ছোট বাবু আপনাকে থানায় ফোন করছিলেন কিনা ; তাই জেগেই ছিলাম, ভেবেছিলাম হয়ত বা কর্তার সংগে দেখা করতে আসতে পারেন। বাবুকে ডেকে দেবো কি ?'

'হাঁ। যাও দেখি চট্‌পট্‌ বাবুকে একবার ডেকে আন।' সুশান্ত জবাব দেয়।

ওদের বাইরের ঘরে বসিয়ে ভৃত্য নিষ্ক্রান্ত হয়ে যায়।

লোকটি ঘর হ'তে নিষ্ক্রান্ত হয়ে যেতেই সুশান্ত বল্লে :

আমি কয়েকটা কথা অনুতোষ বাবুকে জিজ্ঞাসা করতে চাই সুব্রত বাবু ?

'আমিও সেই জন্যই এসেছি।' সুব্রত মৃদু ভাবে জবাব দেয়।

অনুতোষ বাবু বোধ হয় ঘুমাচ্ছিলেন, একটু পরেই চোখ মুছতে মুছতে ঘরে এসে প্রবেশ করলেন : ব্যাপার কি মিঃ সেন য়্যাঁ ! আরে আশ্চর্য !

কে সুব্রত বাবু !···এত রাত্রে ? সুখদাশের কোন সংবাদ পেলেন ?

'হাঁ ! তাকে গুলী করে মারা হয়েছে' শান্ত স্বরে সুব্রত কথাটা বলে !

'য়্যাঁ একটা অর্দ্ধস্ফুট চিৎকার অনুতোষ বাবুর কণ্ঠ হ'তে বের হয়ে আসে : কি সর্বনাশ ! খুন ! আবার খুন ! কিন্তু কোথায় ? কোথায় তাকে পেলেন ? একরাশ উৎকণ্ঠা ঝরে পড়ে অনুতোষ বাবুর কণ্ঠস্বরে।

শান্ত নির্লিপ্ত কণ্ঠে আবার সুব্রত বলে, 'মশাই ওকে খুন বলে না ; ওকে বলতে পারেন বুচারীং জবাই !

আশ্চর্য্য ! আমি যে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছি না সুব্রত বাবু এসব ! এযে fantastic ! উঃ প্রথমে খুন হলো শংকর ঘোষ ! তারপরে আবার আমার পুরাতন ভৃত্য সুখদাশ ! অনুতোষ ঘরের মধ্যে অস্থির ভাবে পায়চারী করে বেড়াতে লাগলেন।

তারপর হঠাৎ একসময় অনুতোষ বাবু সুব্রতদের দিকে

ঘুরে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলেন ঃ কে তাকে প্রথম দেখেছে ? কোথায় তাকে পাওয়া গেল ? I mean the dead body !

সুশান্ত বাবু সংক্ষেপে ব্যাপারটা খুলে বললেন।

'এযে রীতিমত রহস্য নাটক সুরু হলো এখানে ! একটার পর একটা কেবলি খুন হচ্ছে ! জানিনা এর পর কে ? মৃদু ভয়চকিত স্বরে অনুতোষ বললেন।

সুশান্ত আবার অনুতোষ বাবুকে প্রশ্ন করলেন, কার পালা আসছে আবার ! বলতে পারেন কখন শেষ তাকে বাড়ীর লোক দেখেছে। মানে সুখদাশকে ?

'সাতটার সময় বনমালী তাকে বাইরের ঘরে শেষ দেখেছিল, তারপর আর কেউ তাকে দেখেনি ! খবরটা পাওয়ার পর—প্রথমে আমার মনে তত সন্দেহ হয়নি। কিন্তু সুসীমের মৃত্যু সংসর্গে সুখদাশ জড়িত থাকায়, আমার মনে শেষটায় কেমন সন্দেহ হয়। হয়ত ভয় পেয়ে সে গা ঢাকা দিয়েছে ; তাই আমি সুবিমলকে বলি সুশান্ত বাবুকে ফোনে সব জানিয়ে দিতে ! কিন্তু এযে আমি স্বপ্নেও ভাবিনি ! beyond my dream অবিশ্যি আজ সকালে আমি তাকে একমাসের নোটিশ দিয়ে বরখাস্ত করেছিলাম !'

সুব্রত হঠাৎ মুখ তুলে প্রশ্ন করলে ঃ তাকে নোটিশ দিয়েছিলেন ?

'হাঁ দিয়েছিলাম। ইদানিং তার আচার ব্যবহার কেমন যেন রহস্যজনক হয়ে উঠেছিল। তাই চারিদিক ভেবে অমন লোককে আর চাকরীতে না রাখাই মনস্থ করেছিলাম। কারো

সম্পর্কে একবার মনে সন্দেহ জাগলে, বিশেষ করে চাকর বাকর সম্পর্কে ; তাকে আর না রাখাই যুক্তিসংগত ভেবেছিলাম ! জানেনত সন্দেহের মার নেই !

'কিন্তু আমারত মনে হয় সুসীমের মৃত্যু সম্পর্কে সুখদাশের বেশ চমৎকার একটা alibiই ছিল।' সুব্রত বলে।

'আমার মনে কিন্তু আপনারা যাই বলুন শেষ পর্যন্ত অনেক ভেবে হয় সুখদাশের ঐ ব্যাপারে হাত ছিল।

'কেন ?' সুব্রত প্রশ্ন করে।

'তা ঠিক বলতে পারবো না, তবে এটা আমার একটা intuition,' অনুতোষ বাবু বলেন।

'বনমালীকে আমি কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই অনুতোষ বাবু। আপনার নতুন চাকর ওকে একটু আড়ালে আমি নিয়ে যেতে পারি কি ?

'বেশত'—করুন !

অনুতোষ বাবু ঘর হ'তে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেলেন। সুব্রত এগিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিল ঃ বনমালী।

'আজ্ঞে !'

'তুমিই শেষ সুখদাশ কে দেখেছিলে ?'

'আজ্ঞে।'

'সময়টা ঠিক তোমার মনে আছে ?'

'আজ্ঞে, সন্ধ্যা ঠিক সাতটা হবে।

'সন্ধ্যা সাতটা ঠিক !—সময়টা কি করে বুঝলে ?'

'আজ্ঞে, আমি বাইরের ঘরে একটা কাজে গিয়েছিলাম,

দেখলাম খোলা জানালার সামনে সুখদাশ দাঁড়িয়ে আছে, ঠিক ঐসময় বাইরের ঘরের ঘড়িতে ঢং ঢং করে সাতটা বাজল, তাই আমার ঠিক সময়টা মনে আছে।'

হুঁ! 'তারপর আর তুমি তাকে দেখনি?'

'আজ্ঞে না।'

'সে সময় তার সংগে তোমার কোন কথা হয়েছিল?'

'না।'

'তুমি কতক্ষণ সেখানে ছিলে?'

'মিনিট খানেক। সংবাদপত্রটা বাইরের ঘরে ছিল, সুবিমল দাদাবাবু সেটা আনতে বলেছিলেন, সেটা আনতে গিয়েছিলাম।

'অনুতোষ বাবু সুখদাশের খোঁজ কখন করেন?'

'রাত্রি তখন সোয়া আটটা হবে বোধ হয়।'

'কি করে বুঝলে রাত্রি তখন সোয়া আটটা?'

'বাবুই তখন হাত ঘড়ি দেখে বলেছিলেন, রাত্রি এখন সোয়া আটটা এত রাত্রে সে কার হুকুমে বাইরে গেল?'

'সাতটা হতে সোয়া আটটা, অনুতোষ বাবু তোমাকে ডাকার আগ পর্যন্ত তুমি কোথায় ছিলে?'

'ষ্টোর রুমে জিনিষ পত্র গুছিয়ে রাখছিলাম।'

'ওই ঘর থেকে সদর দরজা খুললে বা বন্ধ করলে শব্দ পাওয়া যায়?'

'আজ্ঞে যায়। শুধু তাই নয়, দেখাও যায়।'

'কোন রকম শব্দ তুমি শুনছো, বা কাউকে বের হয়ে যেতে দেখছো বাড়ী হতে?'

'আজ্ঞে না, তবে মিনিট ১০ য়েকের জন্য একবার রান্নার সম্পর্কে বলতে রান্নাঘরে ঠাকুরের কাছে গিয়েছিলাম, তখন কিছু হয়ে থাকেত' জানিনা।'

আর একটা কথা বনমালী, অনুতোষ বাবুর আদেশে যখন তুমি তার ঘরে গিয়ে তাকে খোঁজ তখন সেই ঘরের মধ্যে এমন কিছু জিনিষ সে সংগে করে নিয়ে গেছে, বলে তোমার মনে হয়েছিল যাতে করে তোমার মনে হতে পারে যে সে চির দিনের মত এবাড়ী ছেড়ে চলে গেছে ?'

'আজ্ঞে না। তেমন কিছু আমার নজরে পড়েনি। সব জিনিষই তার ঘরে তেমনি ছিল। আমি ভেবেছিলাম, সে হয়ত বাইরে কোথাও গেছে। কিন্তু বাবু এসব কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করছেন কেন ? তাকে কি পাওয়া গেছে ?'

'হাঁ। সে বন্দুকের গুলীতে খুন হয়েছে।'

য়্যাঁ। বিস্মিত কণ্ঠে বনমালী চীৎকার করে ওঠে। ভয়ে তার সমগ্র মুখখানা যেন পাংশু হয়ে গেছে।

* * *

সুব্রত ও সুশান্ত যখন 'ভারতী ভবন' হ'তে নিষ্ক্রান্ত হয়ে এল, পূর্বাকাশে তখন বিদায়ী রাতের শেষ অন্ধকারের ম্লান ধূসরতা !

আকাশের এক প্রান্তে শুধু শুক্‌তারাটা দপ্‌ দপ্‌ করে জ্বলছে।

'এখন আমাদের কর্তব্য কি সুব্রত বাবু ?···কি বুঝ্‌লেন ?'

'যা বুঝবার তা বুঝেছি সুশান্ত বাবু ! আপাততঃ একটি

দীর্ঘ নিদ্রার আমার একান্ত প্রয়োজন that's all !' বলতে বলতে ···সুব্রত একটা দীর্ঘ হাই তুললো।

সত্যিই ঘুমে তখন তার দু'চোখের পাতা ভারী হয়ে আসছে।

— পাঁচ —

— মরণ কামড় —

অতর্কিতে পরের দিন দ্বিপ্রহরে সুজিত গিয়ে অসীম বাবুর বাসায় হাজির হলো।

কতকটা অবিশ্যি সুব্রতরই প্ররোচনায়।

অসীম নিঝুম পাষাণ মূর্তির মত তার ঘরের একটা চেয়ারে বসে ছিল।

সুজিত ঘরের মধ্যে ঢুকে ডাকল : অসীম বাবু ?

'কে ? সুজিত বাবু! আসুন বসুন।'

অসীম বাবুর সমস্ত মুখ খানা শুকিয়ে যেন এতটুকু হ'য়ে গেছে। গভীর একটা দুশ্চিন্তার ছায়া যেন ওর সমগ্র মুখখানা জুড়ে থম্ থম করছে।

'ব্যাপার কি অসীম বাবু! অসুস্থ নাকি ?'

'আমার সব স্বপ্ন শেষ হয়ে গেছে সুজিত বাবু। আমি এখান হতে চলে যাচ্ছি।

'হঠাৎ!—কোথায় চলে যাচ্ছেন ?'

বিষাদক্লিষ্টস্বরে অসীম বলেন : আর কি আশায় এখানে থাকবো সুজিত বাবু ?

এমনিই বুঝি মানুষের মন। যে জিনিষ টাকে এতদিন সে এত যত্নে সব কিছু হতে বাঁচিয়ে এসেছে, সুব্রতর মত লোককে পর্যন্ত বিশ্বাস করতে পারেনি, আজ প্রান্তে সুখদাশের মৃত্যু সংবাদে তার এত দিনকার গড়ে তোলা সমস্ত সংযম যেন

নিমেষে ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। একটি মাত্র আঘাতের ভরও সে সইতে পারলে না।

এমনিই হয়; যেখান দিয়ে কোন দিন এতটুকু আঘাতেরও সম্ভবনা ছিল না; আজ যখন অতর্কিতে সেইখান হতেই আঘাত এল, তখন তাকে একেবারে যেন নিঃশেষে ধুলার পরে লুটিয়ে দিয়ে গেল।

'আপনি এখনও সুব্রতকে সব কথা খুলে বলুন অসীম বাবু? আপনি তাকে চেনেন না, কিন্তু আজ দীর্ঘকাল তাকে আমি দেখে আসছি!···আমার স্থির বিশ্বাস সে আপনাকে নিশ্চয় কোন না কোন উপায়ে সাহায্য করতে পারবে!'

অসীম বাবু কিছুক্ষণ মাথা নীচু করে চুপ করে বসে রইলেন, তার পর মৃদু স্বরে বললেনঃ হয়ত তাকে সবই খুলে বলতে পারতাম, যদি না জানতাম তিনি পুলিশের হয়ে একসংগে কাজ করছেন। আমার সব নষ্ট হ'য়ে গেল সুজিত বাবু! ঘাটে এসে তরী ডুবল!···বোধ—হয় ভাল করে চারিদিক বাঁচিয়ে কাজ করতে পারিনি বলেই এই ভাবে সব নষ্ট হয়ে গেল! কিন্তু ব্যপারটা আগাগোড়াই এত কঠিন, তাছাড়া···আমার ভাই সুসীম···সে আমাকে কোন সাহায্যই করলে না।···এখন এমন হয়ে দাঁড়িয়েছে, আমার ফিরে যাওয়া ছাড়া আর উপায় নেই!···আর তাছাড়া এখন হয়ত সুব্রত বাবুও কিছু করতে পারবেন না।'

'কিন্তু আমার মনে হয়—এখনও হয়ত একমাত্র সেই আপনাকে সাহায্য করলে করতে পারে।'

অসীমবাবু চুপচাপ বসেই রইলেন : মাথার মধ্যে এলোমেলো কত কি চিন্তা, একটার পর একটা যেন মাকড়শার জাল বুনে চলেছে। যতটুকু তার ক্ষমতার মধ্যে ছিল, সবই'ত সে করল! কিছুই'ত' সে বাদ রাখেনি।

একটার পর একটা শুধু ব্যর্থতাই আসছে।

শেষ আশা ছিল সুখদাশ!

তা' সেও অদৃশ্য আততায়ীর হাতে নৃশংসভাবে নিহত হলো। যে দিকে সে তাকায় এখন, খালি অন্ধকার। এতটুকু আলোর রেখা পর্যন্ত কোথাও যেন দেখতে পাচ্ছেনা! হয়ত বা সুজিতবাবুর কথাই ঠিক! এখন একমাত্র সুব্রতবাবুই হয়ত তাকে সাহায্য করতেও পারেন।

হাঁ—শেষ আশা ঐ সুব্রত। দেখাই যাক না, সুব্রতর দ্বারা যদি সাহায্য হয়। মানুষ যখন ডোবে, হাতের কাছে ভাসমান খড়টুকুও ত সে আঁকড়ে ধরে! তাই সে করবে। সুজিতের মুখের দিকে তাকিয়ে বললে : সুব্রতবাবুকে একটিবার কাল সকালে আমার কাছে পাঠিয়ে দিতে পারেন সুজিত বাবু?'

সুজিত অসীমবাবুর কথায় সত্যিই উৎসাহিত হ'য়ে ওঠে! এত শীঘ্র যে সুব্রতর পরিকল্পনা কার্যকরী হ'য়ে উঠবে তা সে এখানে আসবার আগের মুহূর্তেও ভাবতে পেরেছিল কি?—

উৎসাহিত কণ্ঠে সুজিত বলে ওঠে : নিশ্চয়ই! নিশ্চয়ই।

সুজিতের কথার কোন জবাব না দিলেও—অসীমের অন্তর

যে স্পর্শ করেছে—অসীমের চোখ মুখের ভংগী দেখলেই সেটা বোঝা যায়। সুজিত আবার বলে : ভেবে দেখুন অসীমবাবু, নিজেই এত চেষ্টা করলেন, কিন্তু কতটুকু সফল হ'তে পেরেছেন? তাছাড়া বিশ্বাস করুন, সুব্রতকে অনেক দিন থেকেই আমি চিনি, অমন পরোপকারী ও মহৎ অন্তঃকরণ আজকালকার দিনে বড় একটা দেখা যায় না। সত্যিই সে আপনার হিতাকাংখী! আপনার ভালটাই সে চায়। আমি যত দূর জানি আপনি খুলে সব না বললেও সুব্রত আপনার difficulties কি—নিশ্চয়ই জানে এবং আপনি না বললেও সে চেষ্টা করছে আপনার বিপদে ও সংকটে আপ্রাণ সাহায্য করতেই; তবু যদি এ ব্যাপারে সে আপনার সাহায্য ও সহানুভূতি পেতো আমার ত' মনে হয় ব্যাপারটা আরো সহজে হয়ত মীমাংসিত হয়ে যেত ঢের আগেই, তাছাড়া সত্যিই এমন যদি গোপনীয় কোন ব্যাপার থাকেই নিঃসংকোচে আপনি সুব্রতর কাছে সব খুলে বলতে পারেন—কারণ জানবেন সে প্রাণ গেলেও দ্বিতীয় কারও কাছেই এ ব্যাপারের বিন্দুবিসর্গও জানাবেনা। আরো ভেবে দেখুন—এ ব্যাপারে তার লাভই বা কি? কোন্নগর জমিদার বাড়ীর খুনের ব্যাপারটা হঠাৎ তার দৃষ্টিপথে পড়তেই সে অনুসন্ধিৎসু হ'য়ে উঠেছে—কারণ কোন রহস্যের সন্ধান পেলেই তাতে মাথা গলান তার একটা অভ্যাসের মধ্যে দাঁড়িয়ে গেছে।

অসীমবাবু তথাপি কোন জবাব দিলেন না—

বেশ দেবো তাকে পাঠিয়ে!···সুব্রত একথা শুনে নিশ্চয়ই

সুখী হবে। সে কলকাতায় গেছে, এলেই আপনার কথা তাকে বলবো, আজ তাহলে এখন উঠি! কেমন?

'আসুন। আমিও বিকালের দিকে একবার আমাদের আগের বাসায় যাবো। ঠিক করেছি আর ওবাড়ীতে ফিরে যাবোনা; আপাততঃ কিছুদিন এখানেই থাকবো—তারপর অন্য কোথাও চলে যাবো। বাকী জিনিষগুলো প্যাক্ করে রেখে আসব, কাল সকালে সেগুলো একটা ঠেলাগাড়ী করে নিয়ে আসতে হবে।'

'আচ্ছা—আসি তাহলে, নমস্কার!'

'আসুন—নমস্কার!'

সুজিত বিদায় নেবার পর অসীম উঠে দাঁড়াল। বেলা প্রায় চারটে। পড়ন্ত বেলার শীতের রৌদ্র যেন এর মধ্যেই ঝিমিয়ে এসেছে।

খোলা জানালা পথে চোখে পড়ে গঙ্গার বুকে একটা মহাজনী নৌকা পাল তুলে ভেসে চলেছে, ভাটার টানে।

অসীম চাকরটাকে সামনের রেষ্টুরেণ্ট থেকে এক কাপ্ চা ও দু'টো টোষ্ট নিয়ে আসতে বললে।

একটু পরে চাকর চা ও টোষ্ট নিয়ে এলে, তাকে বিদায় দিয়ে অসীম চিঠির প্যাড্ ও কলম নিয়ে বসল।

দেড় পাতার একখানা দীর্ঘ চিঠি সে লিখলে, তার পর জামার পকেট হতে একটা ভাঁজ করা নীল পুরু কাগজ বের করে, চিঠিটা ও ঐ পুরু নীল কাগজটা একটা বড় খামের মধ্যে ভরে, খামের মুখটা আঠা দিয়ে ভাল করে এঁটে দিল। সযত্নে

খামের পরে নাম ঠিকানা লিখলে। চা পান করে চিঠিটা হাতে করে, চাকরটাকে রাতের আহার্য সম্পর্কে উপদেশ দিয়ে রাস্তায় এসে নামল।...

এর মধ্যেই শীতের দিন নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে—দিনান্তের অবসন্নতা।

রাস্তার ওধারে রেষ্টুরেন্টে একজন আধাবয়সী লোক এতক্ষণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অসীমের বাড়ীর দিকে একপেয়ালা চা পান করতে করতে তাকিয়েছিল।

অসীম রাস্তায় নেমে, বাড়ীর সামনের লেটার বক্সে' চিঠিটা ফেলে দিয়ে দ্রুতপদে স্টেশনের পথ ধরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

যে লোকটা এতক্ষণ রেষ্টুরেন্টে বসে চা-পান করছিল সে তার পার্শ্ববর্তী লোকটিকে চাপা স্বরে কি কতকগুলো কথা বলে চট্ পট্ উঠে রাস্তায় নেমে নিঃশব্দে কিছুটা দূরত্ব রেখে অসীমকে অনুসরণ করলে।

দ্বিতীয় লোকটি পোষ্ট অফিসের দিকে চলে গেল।

অসীম যখন তার আগের বাসায় এসে পৌঁছাল, দিন শেষের শেষ রক্তিম আলোটুকু উন্নতশীর্ষ নারিকেল গাছগুলির সরু চিকণ পাতায় পাতায় শেষ ছোঁয়া দিয়ে যাচ্ছে।

চাবি দিয়ে তালা খুলে অসীম বাড়ীর মধ্যে এসে প্রবেশ করল।

ঘরের মধ্যে এর মধ্যেই বেশ অন্ধকার হয়ে উঠেছে। প্রথমেই ঘরের কোণে রক্ষিত হ্যারিকেন বাতিটা নিয়ে সেটা

জ্বালাল। তারপর ঘরের হ্যারিকানের মৃদু অস্পষ্ট আলোয় জিনিষপত্রগুলো গোছাতে সুরু করলে।

সেদিন যাওয়ার সময় তাড়াতাড়িতে সব গোছান হয়নি। এক এক করে মাঝের বড় ঘরটায় জিনিষ পত্র গুলো জোগাড় করে সে গোছাতে লাগল।

ইতিমধ্যে কখন একসময় বাইরের শেষ আলোটুকুও নিঃশেষে ধরণীর বুক হ'তে মুছে গিয়ে তরল অন্ধকারে চারিদিক ঢেকে গেছে একটু একটু করে, ও তা টেরই পায়নি।

রেষ্টুরেণ্ট থেকে অসীমকে অনুসরণ করে যে বের হয়ে এসেছিল সে আর কেউ নয়, আমাদের ছদ্মবেশী সরকারী গোয়েন্দাবিভাগের লোক অমিয়। অমিয় দূর থেকে অসীমকে তার বাড়ীতে ঢুকতে দেখে আমবাগানের মধ্যে এসে ঢুকল। এখান থেকেও ভাল করে নজর চলে এমনি একটি স্থান ও খুঁজে দেখতে লাগল। হঠাৎ ওর নজরে পড়ল দূরে একটা মাটির ঢিবি। অমিয় এগিয়ে গিয়ে সেই মাটির ঢিবির পরেই নিঃশব্দে বসে। তার স্থির লক্ষ্য অসীমের বাড়ীর খোলা জানালা পথে যে অস্পষ্ট আলোর শিখাটা সেই দিকে ক্রমে আরো ঘন হ'য়ে আসে।

হঠাৎ অতর্কিতে মাথার পিছন দিকে একটা প্রচণ্ড আঘাত খেয়ে অমিয় অস্পষ্ট একটা শব্দ করে মাটির পরে হুমড়ি খেয়ে পড়ে এবং সংগে সংগে জ্ঞান হারায়!

অন্ধকার আকাশের বুকে তখন একটা দুটো করে তারা ফুটে উঠ্‌ছে।

" এক ফালি চাঁদ ও উঠ্‌ছে, কাস্তের মত।

অসীম পরিশ্রান্ত, একটা কাঠের বাক্সের পরে বসল। কাজ তার প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

হাত ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলে রাত্রি আটটা।

আলোটায় বোধ হয় তেল নেই, কমে কমে আসছে।··· বেশীক্ষণ হয়ত আর জ্বলবে না, এখুনি নিবে যাবে। বাইরে বারান্দায় কার পায়ের শব্দ না ?

অসীম উৎকর্ণ হ'য়ে ওঠে !···খোলা দরজার পরে ওকে ?···দীর্ঘ ছায়ার মত।···

সুব্রতবাবু নাকি, অসীম উঠে দাঁড়ায় !···আলোটাও দপ্‌ দপ্‌ করে হঠাৎ নিবে যায়। ঠিক্‌ সেই সময় শক্ত লোহার মত দুটো হাত তাকে সহসা পাশ হ'তে জাপ্‌টে ধরে।

'কে ?···অর্দ্ধস্ফুট চিৎকার অসীমের চকিত কণ্ঠ হ'তে কোন মতে বের হয়ে আসে। একটা মিষ্টি গন্ধ !···নরম কি যেন মুখের পরে চেপে বসে !···জোরে জোরে অসীম দুটো নিঃশ্বাস টেনে নেয় ! মাথার মধ্যে সব যেন কেমন খালি হ'য়ে গেছে !···শরীরটা হালকা যেন তুলোর মত। ঘুম ! ঘুম আসছে !··· সুব্রতবাবু ! সুব্রতবাবু !··· ঘুম।···

অমিয় দেখতে পেল না যে, আলোটা নিবে গেল। সে তখনও সংজ্ঞাহীন।

—ছয়—

—রামচরণ—

শ্রীরামপুরের গংগার ধারেই দোতালা চারিপাশে বাগান ঘেরা একটা কুঠি বাড়ি।

বহুকাল আগে শোনা যায় একজন ফিরিংগী কুঠিয়াল নাকি গংগার ধারে বাড়ীটা তৈরী করেছিল, তারপর কালের গতির সংগে সংগে হাত বদলাতে বদলাতে বর্তমানে বছর কয়েক হলো কোন এক জুট মিলের মালিক পুরানো বাড়ীটাকে কিনে সেটাকে করেছে একটা গুদাম ঘর—পাটের গুদাম।

দোতালার খান কয়েক ঘর খালি পড়েই থাকে—একজন দারোয়ান আছে, দেখাশোনা করে,—সে অবিশ্যি থাকে নীচের একটা ঘরে তার একলার সংসারহীন ঘর সংসারটি পাতিয়ে!

কয়েক মাস আগে—ঘন ঘোর বর্যার বৃষ্টি ঝরা এক রাত্রি।

সোঁ সোঁ করে বইছে ঝড়ো বাদল হাওয়া—ঝম্ ঝম্ করে ঝরছে অবিশ্রাম বৃষ্টির ধারা। চমকাচ্ছে বিদ্যুতের সোনালা চাবুক! বজ্র বিদ্যুতের হুংকার। দারোয়ান তার রাত্রের আহার পর্বটা চুকিয়ে একটা হ্যারিকেন বাতি জ্বালিয়ে খাটিয়ার 'পরে বসে আপন মনে সুর করে পড়ছে তুলসী দাসের রামায়ণ— হঠাৎ বাইরের বন্ধ দরজায় কার সুস্পষ্ট ঘন ঘন করাঘাত শোনা গেল। রামায়ণ পাঠে পড়লো

বাধা। রামশরণ একান্ত বিরক্তিভরেই যেন শুনেও শোনেনি এমনি ভাবে আবার পড়া শুরু করে—কিন্তু আবার আসে করাঘাত দ্বিগুণ জোরে! বসে বসেই চীৎকার করে রামশরণ বলে : আরে কৌন ভৈলবারে?

রামশরণের দেহাতী ভাষার প্রশ্নের কোন জবাব আসেনা—পরিবর্তে আবার দরজায় করাঘাতের শব্দ।

রামশরণ আবার চেঁচিয়ে প্রশ্ন করে : কৌন ভৈল?

বাইরে থেকে কার অস্পষ্ট শব্দ শোনা যায়—দরজাটা খোল, দরজাটা খোল!—

রামশরণ উঠে দরজাটা খুলে দিতেই এক ঝলক জোলো হাওয়ার সংগে সংগে কে একজন এসে ঘরে প্রবেশ করে।

হ্যারিকেনের শিখাটা বারেকের জন্য দপ্ দপ্ করে কেঁপে ওঠে।

আগন্তুক ঘরে ঢুকেই দরজাটা নিজেই বন্ধ করে দেয়।

দারোয়ান রামশরণ চোখে আগন্তুকের মুখের দিকে তাকাল : লোকটার পঞ্চাশের ঊর্ধে বয়স, কোন সন্দেহই নেই। লোকটার চেহারা দেখলে প্রথম দৃষ্টিতেই বুঝতে কষ্ট হয় না—দারিদ্র্যের সংগে সে দীর্ঘদিন ধরে যুঝে চলেছে অবিশ্রাম গতিতে। চোখে মুখে—সর্বদেহে পোষাকে একটা যাযাবরীয় সুস্পষ্ট ছাপ।

রুক্ষ ঝাঁকড়া অবিন্যস্ত চুলে পাক ধরেছে, চোখে মুখে গৃহহীন পথিকের করুণ বেদনার্ত ক্লান্তি। ঘর নেই বাড়ী নেই—নেই কোন বুঝি আত্মীয়স্বজন পরিজন—আপনার জন বলতে কেউ।

কেন না জানি হঠাৎ দেহাতি রামশরণের বুকের মধ্যেও একটা দোলা লেগে ওঠে।

রামশরণ হঠাৎ প্রশ্ন করে: তুম কৌন হো? তুমারা নাম কেয়া?

'মুসাফির—ঘুম্ ঘুমকে ফিরতি হো।'

আগন্তুকের কণ্ঠে দেহাতি সুর শুনে রামশরণ হঠাৎ খুসী হয়ে ওঠে! রামায়ণ পাঠে একটু আগে বাধা দেওয়ার জন্য মনের মধ্যে যে বিরক্তির উত্তাপটা সঞ্চিত হয়েছিল—হঠাৎ একটা খুশীর ঝংকারে যেন কোথায় সেটা উবে যায়।

দেখতে দেখতে দু'জনার মধ্যে ভাব জমে ওঠে।

এমন কি নিজের রাত্রের আহার রুটি ও ডাল থেকে অর্দ্ধেক ভাগ দিতেও সে এতটুকু কুণ্ঠিত হয় না।

আগন্তুক তার পরিচয় দেয়—রামচরণ বলে। কাজকর্মের ধান্ধায় সে বেহার মুলুক থেকে কলকাতায় এসেছে।

রামচরণ ওই গুদাম বাড়ীতে রামশরণের ঘরেই ডেরা বাঁধল শেষ পর্যন্ত। রামশরণের ইচ্ছা ছিল রামচরণ আশেপাশের মিলেই কোথাও কাজের জোগাড় করে নেয়—কিন্তু রামচরণের সেদিকে কোন চাড় দেখা গেল না। সে বললে: কলকাতার কোন অফিসে সে কাজকর্মের চেষ্টা দেখছে, এবং আশাও পেয়েছে, শীঘ্রই একটা কিছু জুটে যাবে।

রামচরণ মুশাফির হলেও একেবারে বিত্তহীন নয় দু'দিনেই সেটা রামশরণ বুঝে নিয়েছিল—কারণ আহারের ব্যাপারে সে দিব্যি দু'চার পয়সা খরচ করতো ও কলকাতা হ'তে এটা সেটা

কিনে নিয়ে আসত। প্রত্যহই ৮৷১০টার মধ্যে আহারাদি শেষ করে রামচরণ কোথায় বের হয়ে যেতো—ফিরে আসতো সেই রাত্রি আটটা সাড়ে আটটায়। তারপর কোনমতে চারটি মুখে গুঁজে সেই যে সে শয্যায় আশ্রয় নিত—সাড়াশব্দ তার আর বড় একটা পাওয়া যেত না।

রামচরণ কথা বলতো কম—রাত্রে আহারাদির পর শয্যায় আশ্রয় নিলেও যে সে সংগে সংগে ঘুমিয়ে পড়ত না—রামশরণ সেটা বুঝতো—চোখ বুজে নিঃসাড়ে সে পড়ে থাকতো শয্যার 'পরে।

হঠাৎ একদিন রামশরণ জিজ্ঞাসা করলে: দোস্ত্—তুমি বিছানায় শুয়েও চোখ বুজেই থাকো—ঘুমাও না জানি। কি এত ভাব বলত?

'বরাতের কথাই ভাবি! আজ নয়—একদিন আমার জীবনের সব কথা তোমাকে খুলে বলবো।'

'বড় কি দুঃখ পেয়েছো জীবনে দোস্ত?' রামশরণ জিজ্ঞাসা করে।

'বেঁচে থেকেও যার মরে থাকতে হয়—তার দুঃখের কথাটা একবার ভাবতে পার ভাই?—'

সাদাসিধে গেঁয়ো লোক রামশরণ! জীবনের ফিলজফি সে বোঝে না, এবং বুঝবার জন্য মাথা ব্যথাও কোনদিন সে বিন্দুমাত্র অনুভব করেনি। রামচরণের কথাটা সে ঠিক যেন বুঝে উঠতে পারে না। কেবল মাথা নেড়ে গভীর সহানুভূতির সংগে জবাব দেয়: ঠিক! ঠিক বাত

বোলেছো তুমি বন্ধু!—লেকেন জীবনে দুঃখ থাকাটাই একটা দুঃখ।

এরপর একপ্রকার বাধ্য হয়েই রামচরণকে চুপ করে যেতে হয়। চোখ বুজে শয্যার 'পরে নিশ্চল হয়ে পড়ে থাকলেও মনটা কিন্তু তার নিশ্চল থাকে না—দ্রুত ধাবমান অশ্বের মত সক্রিয় ও বেগবান থাকে।

দীর্ঘ জীবনের পশ্চাতে ফেলে আসা কত শত স্মৃতি বিজড়িত দিনগুলো তার সুখ দুঃখ হাসি অশ্রু বেদনা আনন্দের রোমন্থন করে চলে। কখনো বুকের মধ্যে জাগে ঝড়—কখনো বৈরাগ্যের পূর্ণ প্রশান্তি। বিশেষ করে মনে পড়ে একজনের শেষের ক'টা দিনের কথা।

যার জন্য ও সয়েছে কত না দুঃখ, কত না অখ্যাতি ও বঞ্চনা। একদিন যাদের প্রতি কোন অনুকম্পা ও কর্তব্যের লেশমাত্রও নেই বলে—নিঃসংশয়ে তাদের পশ্চাতে ফেলে রেখে সম্মুখপানে এগিয়ে গিয়েছিল আজ তারাই যেন জীবনের শেষ প্রান্তে এসে অদৃশ্য বাধনে পিছু টেনে ধরছে। কলকাতায় আবার আসবার কারণও তাই!

রামচরণের সহজ জীবনযাত্রা পথে কোন চাঞ্চল্যের চিহ্ন ছিলনা।

রামশরণের কাছে ক্রমে রামচরণ যেন অত্যন্ত সহজ হ'য়ে এসেছিল—এমন কি ক্রমে, রামচরণের প্রতি রামশরণের একটা প্রীতির বন্ধনও যেন গড়ে উঠছিল।

সেদিন কি একটা জরুরী কাজে রামশরণ বাজারের দিকে গিয়েছিল—ফিরতে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হ'য়ে গেল।

মিলের ছুটির পর এদিকটা মানে এই গংগার ধারের রাস্তাটা একেবারে নির্জন হয়ে যেত। মিউনিসিপালিটির আলোরও তেমন এদিকে বিশেষ কোন ব্যবস্থা নেই--মিল এরিয়ার ইলেকট্রিক বাতিগুলো কেবল ঘোলাটে চক্ষু মেলে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে মরার চোখের মত। অদ্ভুত একটা আলোছায়া কেমন যেন সমগ্র জায়গাটাকে অস্বাভাবিক কোরে তোলে। রামশরণ ঐ রাস্তা ধরেই ফিরছিল—হঠাৎ রাস্তার একেবারে একটেরে--গংগার পাড় ঘেঁষে আবছা আলোছায়ায় রামশরণের নজরে পড়ল –একখানা কালো রংয়ের সিডন বডি গাড়ী। এমন সময় এই জায়গায় অমন ধরণের একখানা গাড়ী কিছুটা যেন অস্বাভাবিকই।

হঠাৎ রামশরণের কাণে একটা অত্যান্ত পরিচিত গলার স্বর কাণে এলো : এভাবে তুমি আর এখানে এসো না। আমি চাই না কেউ জানতে পারুক আমি এখানে আছি।

রামশরণ থমকে দাঁড়িয়ে যায়।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখলো একটা অস্পষ্ট ছায়া মূর্তি যেন গাড়ীটার সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

'কিন্তু এমনি করে আর আপনি কত দিন আত্মগোপন করে থাকবেন ?'

জবাবে অন্যব্যক্তি যে ঠিক কি বললে রামশরণ বুঝতে পারল না।

এরপর রামশরণ তার ঘরে ফিরে আসে।

রাত্রি প্রায় সাড়ে আটটার সময় রামচরণ সেদিন ফিরে এলো।

ইচ্ছা হলেও রামশরণ তার বন্ধুকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করতে পারলে না।

আরো কয়েকদিন পরের কথা— রাত্রি প্রায় দশটারও পরে রামচরণ সেদিন যখন ফিরে এলো, রামশরণ ঘুমিয়ে পড়েছিল।

দরজা খুলে দিয়ে হঠাৎ লণ্ঠনের আলোতে রামচরণের জামা কাপড়ের দিকে চেয়ে রামশরণ যেন চমকে ওঠে ঃ রামচরণের কাপড়ে অনেক জায়গায় সুস্পষ্ট রক্তের লাল দাগ।

'ব্যাপার কি ? তোমার কাপড় চোপড়ে অত রক্ত কিসের ?'

'রক্ত !-–' চমকে রামচরণ নিজের কাপড় চোপড়ের দিকে তাকায় ঃ সত্যিই অনেক জায়গায় রক্তের দাগ।

হঠাৎ রামচরণ যেন কেমন ব্যস্ত হ'য়ে ওঠে।

নিজের জামা কাপড়ে রক্তের সুস্পষ্ট দাগ গুলো রামশরণের তীক্ষ্ণ অনুসন্ধানী দৃষ্টি থেকে রক্ষা করতে ব্যস্ত হ'য়ে ওঠে।

আজ আর রামশরণ নিজের কৌতূহলটাকে চাপা দিয়ে রাখতে পারে না— কয়েকদিন ধরে যে প্রশ্নগুলো দিবারাত্র তার কণ্ঠের কাছে এসে প্রকাশের জন্য ঠেলাঠেলি করছিল আজ আর সে গুলোকে সে ঠেকিয়ে রাখতে পারে না ! বলে, বন্ধু ! আজকাল তোমার কি হয়েছে বলত ?'

'কেন ?'

'তুমি আমার কাছে সব কথা আজকাল আর খুলে বল না।

'কেন ?

'তোমার কাপড়ে ও রক্ত কিসের ? আমাকে সব বল।

রামচরণ ক্ষণেকের জন্য চুপ করে কি যেন ভাবে, তারপর মৃদু স্বরে বলে : সব তোমাকে বলবো—তবে আজ নয়, দু'টো দিন অপেক্ষা করো। কেবল এইটুকু বিশ্বাস করো বন্ধু, আমি কোন অন্যায় করিনি। আমার দিক থেকে তোমার কোন বিপদের সম্ভাবনাই নেই।

এরপর রামশরণ আর কোন পীড়াপীড়ি না করে চুপ করেই যায়।

কিন্তু সে রাত্রে শয্যায় শুয়ে অনেকক্ষণ পর্যন্ত রামচরণ চোখের পাতা এক করতে পারেনা। গুলিবিদ্ধ একজনের রক্তাক্ত মুখের বিভীষিকা যেন তার মনের সবটুকু এখনো জুড়ে বসে আছে।

কেমন করে অন্ধকারে কোথা হ'তে অতর্কিতে যে ব্যাপারটা ঘটে গেল—এখনো সে ভালকরে ব্যাপারটা বুঝে উঠ্‌তে পারছে না। এবং ঠিক সেই সময় ওখানে দ্বিতীয় ব্যক্তির আবির্ভাব না হলে- -নাঃ সত্যিই আর ও চিন্তা করতে পারে না। মাথার মধ্যে যেন আগুণ জ্বলছে।

—সাত—

—কবুলতি—

একান্ত ভাবেই একটা দীর্ঘটানা বিশ্রামের প্রয়োজন এবং সেই সংগে স্থির হয়ে আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপারটা চিন্তা করে দেখা; আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের বাড়ীতে নিজের নির্জন ঘরটির মধ্যে নিশ্চিন্ত ভাবে আরাম কেদারাটার 'পরে নিজেকে এলিয়ে দিয়ে সুব্রত ভাবছিল সুজিতের বোনের বিবাহকে উপলক্ষ্য করে কোন্নগরে যেতে যেতে পথে প্রথমে গাড়ীর মধ্যে মৃত শংকর ঘোষকে আবিষ্কার।

শংকর ঘোষ!

ছায়া ছবির মতই যেন চোখের সূক্ষ্ম দৃষ্টি অনুভূতির স্নায়ুগুলোর 'পরে সে রাত্রের ঘটনাগুলো প্রথম হ'তে একটার পর একটা ভেসে উঠছে।

শংকর ঘোষ! অনুসন্ধানের সূত্র ধরে অগ্রসর হ'তে হ'তে আজ ঘটনার জালে যেখানে এসে সুব্রত দাঁড়িয়েছে মূল ঘটনা থেকে, সেখানে শংকর ঘোষকে যেন আর খুঁজেই পাওয়া যায় না। কিন্তু শংকর ঘোষকে হারালে ত' চলবে না।

মূল সূত্রগুলোর একটি প্রধানতমই হচ্ছে শংকর ঘোষ।

মনে পড়ে গেল সহসা ঐ সংগেই অনুতোষবাবুকে।

এবং যে রাত্রে অতর্কিতে সুসীম ভারতী ভবনের সামনে

গিয়ে সুখদাশকে আক্রমণ করে সেই রাত্রে অনুতোষবাবুর কথাগুলো।

অনুতোষবাবু বলছিলেন: শংকর ঘোষের কে একজন দূর সম্পর্কীয় ভাই নাকি শ্রীরামপুরে থাকত এবং প্রতি শনিবার রাত্রে শংকর ঘোষ সেখানে গিয়ে রাতটা কাটিয়ে পরদিন রবিবার আবার সকালে চলে আসত।

কে এই লোকটি!

একদিন কথায় কথায় সুব্রত থানার ও, সি, সুশান্তবাবুকেও শংকর ঘোষের উক্ত দূর সম্পর্কীয় ভাইটির খোঁজ নিতে বলেছিল, সুশান্ত খোঁজ নিয়েছেন কিনা তাই বা কে জানে।

ভৃত্য এসে আজকের ডাকে প্রাপ্ত খান কয়েক চিঠি দিয়ে গেল: তার মধ্যে দু'খানা চিঠি ব্যবসা সংক্রান্ত, একখানা লিখেছে সুব্রতর একজন পরিচিত বন্ধু বাঁকুড়া থেকে, অন্যখানা অপরিচিত হাতের লেখা। খাম খানা বেশ মোটা। একান্ত কৌতূহল বশেই সুব্রত খামটা ছিঁড়ে চিঠি খুলে চোখের সামনে মেলে ধরলো। দীর্ঘ চিঠি, পরিষ্কার ইংরাজিতে লেখা—চিঠিটা সুরু হয়েছে:

প্রিয় সুব্রতবাবু,—

আমি কে? এবং কেনই বা আপনাকে চিঠি লিখছি এই চিঠিখানা হাতে পাওয়ার সংগে সংগেই আপনার সে কৌতূহল হবে জানি।

কিন্তু আমার পরিচয় দেওয়ার আগে কয়েকটা কথা যদি আপনাকে বলে নিই নিশ্চয়ই তাহলে আপনার ধৈর্যচ্যুতি হবে

না। আমি আপনাকে দূর থেকে ২।১ বার দেখেছি ও জেনেছি আপনি শংকর ঘোষের হত্যা রহস্যের তদন্ত করছেন। এবং সে কথা জানতে পেরেই আপনাকে আজ আমার পরিচয় দেওয়াটা আমার পক্ষে শেষ কর্তব্য বলে মনে করছি। শেষ বিদায় নেওয়ার আগে আমার শেষ কর্তব্যটুকু যদি পালন করে না যাই বিবেকের কাছে এবং একজন যাঁর চোখে কোন কিছুই অজ্ঞাত থাকে না তাঁর কাছে দায়ী থেকে যাবো। অবিশ্যি পরিচয়টা আমার দেওয়ার কোন প্রয়োজনই ছিল না। দীর্ঘ দিন ধরে যে পরিচয়ের কর্তব্য আমি পালন করিনি ইচ্ছায় বা অনিচ্ছাতেই হোক আজ এতদিন পরে সেই পরিচয়ের হারানো সূত্রটা টেনে এনে নিজকে প্রতিষ্ঠা করতে যাবার মত দুর্বলতা ও ছেলেমানুষী আর কিছুই হ'তে পারে না। আপনি হয়ত বলতে পারেন এমনি করেই যখন সব কিছুর শেষ মীমাংসা করে দিয়ে যাচ্ছি তখন পরিচয়টুকু দেবারই বা কি এমন প্রয়োজন ছিল? তার উত্তরে কেবল এইটুকু বলতে পারি অন্যের কাছে তার প্রয়োজন না থাকলেও আমার নিজের দিক দিয়ে তার প্রয়োজন ছিল। কারণ এর পরে কোন দিন যদি সে আমার পরিচয়টা পায় তাহলে অবিমিশ্র একটা ঘৃণায় আমাকে সে ধিক্কার দেবে—আর যাই হোক সেটা কোন মতেই আমার সহ্য হবে না।

শংকর ঘোষের হত্যাকারীকে আপনি খুঁজে বেড়াচ্ছেন—আজ আর বলতে বাধা নেই যে হত্যাকারী আমিই! আমারই গুলিতে সে নিহত হয়েছে। হাঁ! আমিই তাকে খুন

করেছি। কিন্তু কেন খুন করলাম! যখনই ভাবি কেন তাকে খুন করলাম তখনই মনে হয় সত্যি বলতে কি—কখনো তাকে ত আমি খুন করতে চাইনি? তার প্রতি কোন বিদ্বেষইত' আমার ছিল না! সেত' কোন অপরাধেই অপরাধী নয়—তবু, তবু তাকে খুন করলাম কেন। আবার এক এক সময় ভাবি সত্যিই কি শংকর ঘোষের প্রতি অজ্ঞাতেও মনে আমার কোন বিদ্বেষ ছিল না?

হয়তো ছিল বা হয়তো ছিল না!

তবু, তবু তাকে খুন করেছি—আমি তার হত্যাকারী এইটাই সত্য!

আমি তাকে লক্ষ্য করে গুলি না ছুঁড়লেও আমারই নিক্ষিপ্ত গুলিতে সে নিহত হয়েছে, একথা আমি জানি।

বিদ্বেষবশেই হোক বা যে কোন কারণেই হোক তাকে আমি খুন করেছি। এবং সেইটাই সব চাইতে বড় কথা।

তার কপালের ক্ষতস্থান আমি হাত দিয়া অনুভব করেছিলাম— হাতে আমার রক্তও লেগেছিল। জল দিয়ে ধুয়ে ফেলাতেও সে রক্তের দাগ আজও আমার হাত থেকে মুছে যায়নি।

খুন করেছি—তার রক্ত! —এত মুছবার নয়!

যাক্ গে! যে কথা বলতে বসেছি সেই কথাই বলি। শুধু একটা অনুরোধ শেষ পর্যন্ত আমার পত্রখানা না পড়ে আমার বিচার করবেন না।

আর, আর যদি সম্ভব হয় তাহলে সত্যিকারের যে দোষী তার শাস্তি দেবেন।

লোকে জানে এবং জগত জানে, আমি মৃত!

সত্যিইত মৃত বইকি! একুশ বছর যার কোন অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়নি—সে মৃত বইকি! বিপুল ঐশ্বর্যের মধ্যে জন্ম নিয়েও ঐশ্বর্যের প্রতি কোন লোভই আমার ছিল না।

আমি চেয়েছি বরাবর মানুষের মাঝে মানুষের মত বেঁচে থাকতে—ঐশ্বর্যের প্রতি কোন আকর্ষণই তাই কোন দিন জীবনে আমি অনুভব করিনি। বাবার চিরন্তন বংশ পরম্পরার আভিজাত্যের সংগে এই খানেই বাধল আমাদের সংঘাত। দিনের পর দিন ঐ সংঘাতে ক্রমশঃ যেন আমার অন্তরের আমি হাঁপিয়ে উঠ্‌তে লাগলাম। এবং শেষ পর্যন্ত একদিন চরম সংঘাতের ক্ষণে এক বস্ত্রে গৃহত্যাগ করতে বাধ্য হলাম।

উপায় ছিল না।

বাবা যে কত গভীর ভাবে আমাকে ভালবাসতেন তা জানতাম।

তবু সেদিন অন্তরের আমার স্বাধীন মানুষটি সে ভালবাসার দাবীকেও অনায়াসেই তুচ্ছ করতে পেরেছিল। বোধ হয়, এমনই হয়।

দিনের পর দিন বাবার আকুল আহ্বান কাণে এসে বাজতে লাগল: ঘর ছাড়া পুত্রের জন্য পিতার সে বুক ভাংগা ক্রন্দন নিশিদিন আমার অন্তরকে পীড়িত্ করতে লাগল।

কিন্তু তবু ফিরে যেতে পারিনি।

এখন ভাবি হায় কেন তখন ফিরে গেলাম না!

আজ কি মনে হচ্ছে জানেন? হয়ত—হয়ত সেই পাপেই আজ পিতৃত্বের এত বড় বেদনা ও গ্লানি আমাকে বয়ে বেড়াতে হচ্ছে।

লীলাকেও হয়ত ঐ অভিশাপেই জীবনের মধুর লগ্নেই হারাতে হয়েছিলো।

লীলাকে নিয়ে আমি আমার পশ্চাতের দুঃখময় স্মৃতিকে ভুলতে চেয়েছিলাম—কিন্তু তাই যদি হবে ত' পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে কি করে? তাই লীলাও আমাকে ছেড়ে চলে গেল।

লীলার মৃত্যু যে আমার জীবনের পক্ষে কতবড় মর্মান্তিক আঘাত—সে জানি কেবল একমাত্র আমিই আর জানেন আমার অন্তর্যামি।

লীলার মৃত্যুতে আমার চারিদিক যেন শূন্য হয়ে গেল।

জীবনের সমস্ত সংগ্রাম যেন মিথ্যা হ'য়ে গেল।

মেরুদণ্ড গেল ভেংগে—দাঁড়াবার সমস্ত শক্তি যেন নিঃশেষে শেষ হয়ে গেল—প্রচণ্ড একটা ঝড়ের ঝাপটা যেন আমার সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে আমাকে একেবারে রিক্ত ও নিঃস্ব করে রাস্তার ধূলায় দাঁড় করিয়ে দিয়ে গেল মুহূর্তে।

লীলার দু'টি সন্তান—আজ তাদেরও আর কোন মূল্যই আমার কাছে রইলো না।

দীর্ঘ ছয় বছর আগে একদিন নিঃশব্দে যেমন পিতৃগৃহ

ত্যাগ করে চলে এসেছিলাম—আজ আবার তেমনি লীলার পিতৃগৃহ ছেড়ে রাস্তায় এসে দাঁড়ালাম।

*   *   *   *

একটা ছুটো করে মাস বৎসর কত কেটে গেল।

সতের বছর পরে হঠাৎ একদিন ফেলে আসা ছুটি অসহায় কচি মুখের ছবি যেন সমস্ত অন্তর জুড়ে ভেসে উঠ্‌লো আমার।

স্থির থাকতে পারলাম না—ছুটে গেলাম।

কিন্তু গিয়ে কোন সন্ধানই আর তাদের পেলাম না।—

এরপর সুব্রত অতি দ্রুত চিঠিখানা পড়ে শেষ করে। সমস্ত রহস্য যেন দিনের আলোর মতই তার চোখের সামনে পরিষ্কার হয়ে ফুটে উঠছে এখন।

সহসা মনের সমস্ত উদ্বিগ্নতা যেন কেটে গেছে। কিন্তু বিশ্রামের এখন সময় নয়!

—আট—

—আয়োজন—

অনেক কাজ এখনো সামনে জমা হয়ে আছে।

এবারে আর অসীমবাবুকে বাগে আনতে বেগ পেতে হবে না।

এক ঢিলেই বাছাধন কাত হবেন।

তাড়াতাড়ি সুব্রত উঠে পড়ল ঃ গাড়ীতে উঠে বসে গাড়ীতে ষ্টার্ট দিল।

গাড়ী ছুটে চলল হাওড়া ব্রীজের দিকে—তারপর বালি—উত্তরপাড়া—কোন্নগর।

রাত্রি প্রায় আটটার সময় সুব্রতর গাড়ী সুজিতদের বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়ায়।

বাইরের ঘরে কেবল সুজিত একা একা বসে আপন মনে অর্থনীতি শাস্ত্রের একখানা বই পড়ছিল। সুব্রতর পদ শব্দে চোখ তুলে তাকাল।

'এই যে সুব্রত—এসে গেছিস্! কোথায় ছিলি এতক্ষণ বলত?

'এই একটু এদিক ওদিক ঘুরে এলাম। কেন? Any big news?

'Big news মানে? Really a big news!

আর সেই জন্যইত এতক্ষণ ধরে তোর জন্য হাঁ করে বসে আছি!'

একটা সোফার পরে গা এলিয়ে দিতে দিতে সুব্রত বললে : Damn tired! এক কাপ চা আনতে পারিস্ কিনা আগে দেখ্। তৃষ্ণায় গলাটা শুকিয়ে উঠেছে।

'কিন্তু—'

সুখবর ত' আর পালাচ্ছে না রে! আগে চা! First life—then your big news!

সুজিত চলে গেল চায়ের আদেশ দিতে।

একটু পরেই সুজিত ভৃত্যের হাতে ধূমায়িত চায়ের কাপ নিয়ে ফিরে এল। সুজিতের বাবা ঐ সময় চা পান করছিলেন, তাই চা আনতে দেরী হয়নি।

চায়ের কাপে আরাম করে গোটা দুই চুমুক দিয়ে সুব্রত বললে : now let me hear your big news!

অসীমবাবুর মত বদলেছে। কালই সকালে তোকে একবার দেখা করতে বলেছেন।

চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে একান্ত নির্বিকার ভাবে সুব্রত বললে : Good enough! শেষ পর্যন্ত সুবুদ্ধি হয়েছে তাহলে? আর না হলেও ক্ষতি ছিল না। I got my triumph Card already!

চা পান প্রায় শেষ হয়ে এসেছে—হঠাৎ সুব্রত আবার প্রশ্ন করে—'আর কোন সংবাদ নেই?'

'ও হাঁ—হাঁ—মনে পড়েছে—কে এক রাখাল চক্রবর্তী হাওড়া থেকে কিছুক্ষণ আগে ফোন করেছিল, বলছিল তুই এলেই যেন জানাই যে সহায়রাম—

হঠাৎ যেন সুব্রতর সমস্ত দৈহিক ও মানসিক নিষ্ক্রিয়তা মুহূর্তে উবে যায়—সোজা হয়ে উঠে বসে : অ্যাঁ---কি কি বলেছে ?

'বলছিল সহায়রাম নাকি চন্দননগরে গেছে। দু'তিন দিন ফিরবে না।'

'য়্যাঁ—কখন ? কখন গেছে ?—' সুব্রত ততক্ষণ উঠে দাঁড়িয়ে জামাটা গায়ে দিচ্ছে।

'সন্ধ্যা সাতটার সময় গাড়ি নিয়ে বের হয়ে গেছে।'

সুব্রত দ্রুত পায়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

আশ্চর্য হয়ে সুজিত প্রশ্ন করে : ওকি ! বেরুচ্ছিস নাকি কোথাও ?

সুব্রত ততক্ষণে দরজার বাইরে। বাইরে থেকেই বললে : হাঁ ! একটা জরুরী কাজে বের হচ্ছি। মাসীমাকে বলিস্ ফিরতে আমার রাত হবে। হয়ত সকালেও ফিরতে পারি।

'য়্যাঁই শোন !' শোন—'

আর শোন !

সুব্রতর গাড়ী তখন গর্জন করে উঠেছে।

চক্ষের নিমেষে গাড়ী অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

অন্ধকারে অপস্রিয়মান গাড়ীটার দিকে কিছুক্ষণ হাঁ করে তাকিয়ে থেকে সুজিত আবার ঘরে ফিরে এল।

ব্যাপারটা যেন ও আগাগোড়া কিছুই বুঝে উঠতে পারেনি।

হঠাৎই বা সুব্রত এত চঞ্চল হয়ে উঠলো কেন ?

এবং এত তাড়াতাড়ি গাড়ী নিয়ে বের হয়েই বা গেল কেন ?

* * * *

সোজা গাড়ী ছুটিয়ে সুব্রত অসীমবাবুদের আমবাগানের কাছে পুরাতন বাসা বাড়ীটার দিকে গেল।

সমস্ত মনের মধ্যে তখন তার যেন ঝড় বইছে।

শেষ পর্যন্ত কূলে এসে কি তবে তরী ডুববে? এত শ্রম এত প্রচেষ্টা এমন করে সব ভরাডুবি হয়ে যাবে - ব্যর্থ হয়ে যাবে!

আমবাগানের মধ্যে এসে গাড়ীটা থামতেই হঠাৎ নক্ষত্রের অস্পষ্ট আলোয় ওর নজরে একটা জিনিষ আসতেই যেন ও চমকে ওঠে!

কি ওটা সামনে পড়ে। আর একটু এগিয়ে টর্চের আলো ফেলতেই ও দু'পা আরো যেন এগিয়ে যায়।

অমিয়র দেহটা মাটির 'পরে অসাড় হয়ে পড়ে আছে।

তাড়াতাড়ি একেবারে কাছটিতে গিয়ে ভূপতিত অমিয়র নাকে হাত লাগিয়ে একটা আরামের নিঃশ্বাস নেয়: আঃ মরেনি! এখনো বেঁচে আছে।

অমিয়র লুপ্ত জ্ঞান তখন একটু একটু করে আবার ফিরে আসছে।

দু'তিনবার নাম ধরে ডাকতেই অমিয় চোখ মেলে তাকাল।

'অমিয়বাবু?—

ক্লান্ত অবসন্ন দেহটা নিয়ে অমিয় উঠে বসবার চেষ্টা করতেই সুব্রত বাধা দেয়—'থাক্! থাক—এখনি উঠবেন না।'

অমিয়র মাথাটার মধ্যে তখনও ঝিম্ ঝিম্ করছে।

স্মৃতি অস্পষ্ট ধোঁয়াটে!

ক্লান্তক্লিষ্ট স্বরে অমিয় বলে : আমি কোথায় ?

'আমবাগানের মধ্যে পড়ে আছেন।'

'আমবাগানে ?—'

একটু একটু করে অমিয়র লুপ্ত ঘোলাটে স্মরণশক্তি পরিষ্কার হ'য়ে আসে।

আরো কিছুক্ষণ পরে সুব্রত প্রশ্ন করে : ব্যাপার কি বলুন ত' ?

'ঠিক জানিনা। আপনার আদেশ মত এখানে বসে বসে অসীমবাবুর 'পরে লক্ষ্য রাখছিলাম—এমন সময় হঠাৎ অতর্কিতে কে যেন পিছন থেকে মাথার পরে আমার প্রচণ্ড আঘাত করে!'

'অসীমবাবু এখানে এসেছিলেন ?

'হাঁ-

'তারপর—

'আর আমার কিছু মনে নেই !'

'আপনারা বড় অসাবধান ! বড় অসাবধান ! যান আমার গাড়ীর মধ্যে উঠে বসে বিশ্রাম করুন। আমি ততক্ষণ ওদিকটা দেখে আসি।—'

সুব্রত অসীমবাবুর বাসার দিকে এগিয়ে গেল।

বাড়ীটা অন্ধকার ! কোথায়ও আলোর চিহ্ন পর্যন্ত নেই।

টর্চ হাতে এগিয়ে গিয়ে বাইরের ভেজান দরজাটা ঠেলতেই খুলে গেল।

সুব্রত ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল।

মাঝের ঘরে এসে সুব্রত থমকে দাঁড়ায়—টর্চের আলো ফেলতেই !

ঘরখালি ! কেউ নেই—কেবল জিনিষ পত্রগুলো ইতস্তত বিক্ষিপ্ত।

হঠাৎ যেন একটা মিষ্টি ঝাঁঝাল গন্ধ নাকে এসে লাগে।

নিজের অজ্ঞাতেই সুব্রত যেন হঠাৎ সজাগ হয়ে ওঠে।

সন্দেহের একটা কালো ছায়া মুহূর্তে ওর সমস্ত মনকে ছেয়ে ফেলে। দ্রুত সুব্রত অন্যান্য ঘরগুলো দেখে—সব খালি। কোথায়ও অসীমবাবুর চিহ্ন পর্যন্ত নেই।

ব্যাপারটা বুঝতে সুব্রতর আর কষ্ট হয় না।

তার নিষেধ না শুনে অসীমবাবু একা এখানে এসে নিজেকে বিপদে ফেলেছে।

অসীমবাবুর হঠকারিতার জন্য রাগে দুঃখে সুব্রতর নিজেরই যেন নিজের হাত কামড়াতে ইচ্ছা করে।

ছিঃ—ছিঃ—ছিঃ !

কিন্তু যা হবার তাত' হয়ে গেছে।

সুব্রত আর সময়ক্ষেপ না করে বাগানে ফিরে আসে।

অমিয়বাবু এতক্ষণে নিজেকে প্রায় সামলে এনেছেন। দ্রুতপদে সুব্রতকে ফিরে আসতে দেখে প্রশ্ন করেন : কি হলো ? অসীমবাবু ঘরে নেই ?

'না !—'

'তবে ?—'

'কোন গাড়ীর শব্দ শুনেছেন ?' সুব্রত অমিয়কে প্রশ্ন করে।

'না ত !···

হঠাৎ আবার কি মনে হওয়ায় সুব্রত বাড়ীটা আর একবার ভাল করে দেখতে গেল—

সুব্রত এগিয়ে যায় বাড়ীর পিছনের দিকটায় !···চারিদিক খাঁ খাঁ করছে ! হঠাৎ তার নজরে পড়ল, মাটিতে এক জায়গায় খানিকটা তেল জমে আছে : গাড়ীর চাকার স্পষ্ট দাগ !—

এতক্ষণে সুব্রত সবই যেন বুঝতে পারলে !···ভাল করে আঁট ঘাট বেঁধেই শত্রুপক্ষ নেমেছিল !

সুব্রত আবার ঘুরে আমবাগানের দিকে ছুটলো এবং গাড়ীতে উঠে অমিয়কে বল্লে : আমি চল্লাম, আপনি আপনার সাইকেলটা নিয়ে সোজা থানায় যান। সুশান্তকে বলবেন, চন্দননগর যেতে !...আর প্রত্যেক থানায় থানায় যেন সংবাদ দিয়ে দেন B.L.B. 9720. মরিশ সিডন বডি কোন গাড়ী চন্দননগরের পথে যেতে দেখ্‌লে সেখানা যেন আরোহী সমেত আটক করা হয়।

—নয়—

—অনুসরণ—

ওদিকে—

হঠাৎ আলোটা নিভে যাওয়ার দরুণ অন্ধকারে অসীম আততায়ীকে ভাল করে দেখতে পায়নি।

আততায়ীর গায়ে কালো রংয়ের একটা ভারী ওভারকোট ও মাথায় কালো রংয়ের গরম বেরে' ক্যাপ ছিল!

মুখখানা ঢাকা ছিল, কপাল থেকে নাকের আধাআধি পর্যন্ত কালো রংয়ের একটা রেশমী রুমালে। রুমালে দু'টি গোলাকার ফুটো যাতে করে চোখের দৃষ্টি ব্যাহত না হয়।

ক্লোরোফর্মে সিক্ত রুমালখানা অসীমের নাকের পরে চেপে ধরতেই, ধীরে ধীরে ক্লোরোফর্মের প্রভাবে অসীম জ্ঞান হারাল। অসীমের দেহটা ঢলে পড়লো, আততায়ীর বুকের পরে।

দাঁত বের করে অন্ধকারে আততায়ী চাপা হাসি হাসে: যেন ক্ষুধিত নেকড়ের হাসি।

পকেট হতে আর একটা রুমাল বের করে সেটা অসীমের মুখের মধ্যে গুঁজে দিয়ে মুখখানা বেঁধে ফেলল, যাতে করে জ্ঞান হলেও সে চীৎকার করে ডেকে কারো দৃষ্টি আকর্ষণ না করতে পারে।

চটপট জ্ঞানহীন অসীমকে অক্লেশে কাঁধের পরে নিয়ে

নিঃশব্দ দ্রুত পদ সন্‌চারে পিছনের দরজা দিয়ে আততায়ী বের হ'য়ে এল।...

বাইরে একটা কালো রংয়ের সিডন্ বডি মরিশ গাড়ী দাঁড়িয়েছিল, ইন্‌জিনের সর্‌র-র শব্দ হচ্ছে।
গাড়ীর পিছনের সীটে অমিয়কে শুইয়ে দিয়ে আততায়ী ড্রাইভিং সীটে বসে ক্লাচ্ টিপল। গাড়ী চলল!

উঁচু নীচু এ্যব্‌ড়ো খেব্‌ড়ো কাঁচা মাটির পথ!...কিছুটা চষা জমীর ভিতর দিয়ে গিয়ে ঘুরে আর একটা অপ্রশস্ত কাঁচা সড়কের সংগে মিশেছে। সেটা অনেকটা ঘুরে, কোন্নগর ডিস্‌ট্যেন্ট সিগ্‌নালের কাছ দিয়ে, ছোট একটা ব্রীজের তল দিয়ে, একটা ক্যালভার্ট্ বাঁ পাশে রেখে ঘুরে পাড়ার মধ্য দিয়ে একেবারে ঠিক বাজারের সামনে বড় পাকা পীচ-ঢালা সড়কে মিশেছে।

রাত্রি পৌণে নয়টা!...

হু' একটা প্রাইভেট গাড়ী ও বাস এদিক ওদিক যাতায়াত করছে তখনও।

রাস্তা বেশ নির্জন!...

গাড়ী ছুটে চলেছে।...

স্পীডো মিটারের সবুজ আলোটা চালকের মুখোস ঢাকা মুখের পরে এসে পড়েছেঃ যেন এক টুক্‌রো বিশ্রী দুঃস্বপ্নর মত।

কোন্নগর ছাড়িয়ে গেল, সামনেই মাহেশ!...শ্রীরামপুর!...
বিদ্যুৎমালায় শোভিত শ্রীরামপুর ষ্টেশন।

একটা লোকাল ট্রেণ এসে দাঁড়িয়েছে !···

সিটি বাজিয়ে ট্রেণটা ছেড়ে দিল। গাড়ী ছুটে চলেছে।

* * * *

নিষ্ফল আক্রোশে সুব্রতর মনের মধ্যে যেন আগুন জ্বলছে। শেষ পর্যন্ত তার নিবুদ্ধিতা ও গাফিলতির জন্যই ব্যাপারটা এমন বিশ্রী হয়ে গেল ! এর জন্য দায়ী সেই ! কালো পীচ ঢালা পাকা সড়কের ওপর দিয়ে যতটা সম্ভব দ্রুত গাড়ী ছুটে চলেছে।

মাহেশ ছাড়িয়ে রাস্তার পরে একজন বীটের কনেষ্টবলের সংগে দেখা হলো; সুব্রত তার পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন করলে : এই রাস্তা দিয়ে কালো রংয়ের সিডন বডী একটা গাড়ী যেতে দেখেছো !

'হাঁ সেত প্রায় ৪০।৪৫ মিনিট আগে হবে বাবু ?---'

'গাড়ীর নাম্বারটা মনে আছে ?'

'না !···'

সুব্রত আবার ক্লাচ্ টিপে গীয়ার দিল---গাড়ীর এন্‌জিন গর্জে উঠলো।

মনে মনে সুব্রত হিসাব করতে লাগল ; ৪০।৪৫ মিনিট আগে যদি এখান দিয়ে তারা পাস করে থাকে, এতক্ষণে প্রায় বঙ্কিবাটী ছাড়িয়েছে।

সুব্রত গাড়ীর স্পীড্ আরো বাড়িয়ে দেয়। রেডিয়াম ডায়াল দেওয়া হাত ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখলো রাত্রি প্রায় সোয়া নয়টা ! এই স্পীডে গেলে চন্দননগর পৌছাতে রাত্রি

প্রায় পৌনে এগারটা ত নিশ্চয়ই হবে। আর তারা পৌঁছাবে রাত্রি দশটায়। ৪৫ মিনিট সময়।...

চন্দননগরের পাকা সড়ক ছেড়ে এবারে সুব্রত এসে একটা অপরিসর কাঁচা রাস্তায় পড়ল—অজস্র লাল ধূলোতে রাস্তাটা যেন আকীর্ণ! এখনো ধূলোর একটা পর্দা রাস্তাটা জুড়ে ঘন কুয়াশার মত বিস্তার করে আছে। অল্প কিছুক্ষণ আগে যে এ রাস্তা দিয়ে একটা গাড়ী গেছে এ তারই চিহ্ন!

ঝির ঝির করে আসছে একটা শীতল হাওয়ার মৃদু পরশ—বুঝতে পারা যায় এখান হ'তে গংগা খুব বেশী দূরে নয়।

রাস্তার দু'ধারে অনেকটা দূরে দূরে কেরোসিনের ল্যাম্প পোষ্টগুলো অন্ধকারে প্রেতের চোখের মত মিটি মিটি জ্বলছে—ঘোলাটে বিষণ্ণ।

কৃষ্ণা চতুর্দশীর ক্ষীণ পাণ্ডুর চাঁদের টিপকালো আকাশের ভালে।

দ্রুত! আরো দ্রুত!

ঝড়ের বেগ যেন এসেছে ওর দেহের প্রতি স্নায়ুতে স্নায়ুতে।

দুর্মদ ঝড়ের বেগ।

দীর্ঘপথের শেষে একটা নাম না জানা আনন্দ!

হঠাৎ একটুর জন্য বোধ হয় সুব্রত একটু অন্যমনস্ক হয়েছিল—একটা গর্তের মধ্যে চলমান গাড়ীর চাকাটা পড়ে গাড়ীটা নেচে ওঠে।

সুব্রত সতর্ক হয়ে এক পা ব্রেকের পরে—অন্য পা ক্লাচে রেখে খুব ধীরে ধীরে একসিলারেটারের পর চাপ দিয়ে গাড়ী চালাতে থাকে।

পথের শেষে অধৈর্য হলে চলবে না।

নার্ভ শক্ত রাখতে হবে।

—দশ—

—মুখোমুখি—

কৃষ্ণাচতুর্দশীর ক্ষীণ চাঁদের আলোয় রাতের আকাশে পেঁজা তুলোর মত নরম হালকা ভাসমান ভাংগা ভাংগা মেঘগুলো আকাশের অগণিত তারকার সংগে যেন লুকোচুরী খেলছে।

সুব্রতর গন্তব্য স্থান : গংগার একেবারে কোল ঘেঁষে প্রকাণ্ড একটা পুরাতন বাগান বাড়ী।

একদা এখানে কোন ধনী-ফরাসী ইন্দো-ব্যবসায়ীর রেশমের কুঠি ছিল—পরে ফ্রেঞ্চ গভর্মেণ্টের সংগে কোন কারণে মনো- মালিন্য হওয়ায় বহুদিন পর্যন্ত কুঠির কাজ কারবার বন্ধ থাকে। তারপর হঠাৎ একদিন কুঠির মালিককে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলন্ত অবস্থায় কুঠির মধ্যে পুলিশ আবিষ্কার করে।

কুঠিটাকে ঘিরে একটা ভৌতিক জনশ্রুতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এবং দীর্ঘদিন ধরে বাড়ীটা তালাবন্ধ অবস্থাতেই থাকে। উক্ত ঘটনার বছর পনের পরে এক ধনী জমিদার বাড়ীটা ক্রয় করে কিছু সংস্কার করে নেন। কিন্তু বাড়ীর মালিক বাড়ীটায় কোন ভাড়াটেও বসান না এবং নিজেও কখনো এসে থাকেননি। একজন উড়ে মালির জিম্মাতেই থাকত বাড়ীটা।

ধনী জমিদার হয়ত একান্ত খেয়ালের বশেই বাড়ীটা

কিনেছিলেন—কিন্তু বাড়ীটাকে কোন কাজেই ব্যবহার করেননি।

আরো দশটা বছর কেটে যায়— হঠাৎ আবার একদিন বাড়ীটার সংস্কার সুরু হলো। এবং লোকে দেখলে সংস্কার শেষ হওয়ার পূর্বেই আবার সব থেমে গেল। পুরাতন মালী বদলে বাহাল হলো আর একজন নতুন মালী। একটা মোটর লঞ্চও কেনা হলো। মাঝে মাঝে নতুন মালিক এখানে আসতেন ও মোটর লঞ্চে গংগাবক্ষে বিহার করতেন।

বাড়ীর উদ্যানসংলগ্ন গংগার বাঁধানো ঘাটে লঞ্চটা বাধা থাকতো—একজন মুসলমান বৃদ্ধ খালাসী লঞ্চটার দেখাশুনা করতো।

সুব্রতর গাড়ীটা এসে ঐ বাড়ীর খোলা লৌহ ফটকের মধ্য দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করল।

সামনেই মস্তবড় খোলা কমপাউণ্ড—ক্রমে বহুদিনের অযত্নে আগাছায় ভরে উঠেছে।

সুব্রত আগেই হেড্-লাইট দু'টো নিবিয়ে কেবল সাইড্-লাইট দু'টো জ্বেলে রেখেছিল—অস্পষ্ট আলোয়—কামিনী গাছের একটা ঝাড়ের পাশে একটা কালো রংয়ের সিডন বডি গাড়ী আবছায়া ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

গাড়ীর ইঞ্জিন থামিয়ে গাড়ী হ'তে নেমে প্রথমে টর্চ জ্বেলে সুব্রত দণ্ডায়মান গাড়ীটার পশ্চাতের নম্বর প্লেটটা দেখলে: আনন্দে চোখের তারা দু'টো জ্বল জ্বল করে ওঠে—না! তার ভুল হয়নি: গাড়ীর নম্বরটা সত্যিই BLB 9720

উৎফুল্ল হ'য়ে ওঠে মনটা! নিছক অনুমানের পরে নির্ভর করে এই দীর্ঘ পথ ছুটে আসা একেবারে নিরর্থক হয়নি। প্রচেষ্টা ও শ্রম ব্যর্থ হয়নি।

সুব্রত এবারে তার গাড়ীটা অন্ধকারে একপাশে ঠেলে রাখে।

চারিদিকের সুনিবিড় গাছ পালা ও আগাছার 'পরে কৃষ্ণা চতুর্দশীর ক্ষীণ আলো যেন আলোছায়ার একটা মায়া বিস্তার করেছে।

সামনেই অন্ধকারে ছায়ার মত বাড়ীটা যেন ভৌতিক একটা দুঃস্বপ্ন বলে মনে হয়।

স্তব্ধ অন্ধকারের বক্ষ বিদীর্ণ করে একটানা কতকগুলো ঝিঁঝি পোকার অশ্রান্ত আর্তনাদ যেন স্থানটির একমাত্র প্রাণ স্পন্দন!

মাঝে মাঝে হাওয়ায় গাছ পালা ও আগাছা গুলো সিপ্ সিপ্ করে অদ্ভুত শব্দ করে ওঠে!

সুব্রত রেডিয়াম ডায়াল দেওয়া হাত ঘড়িটার দিকে আবার তাকাল : এখনো সুশান্ত আসছে না কেন? অমিয় সংবাদ দেয়নি!

এদিকে সময় যে চলে যায়! অবিশ্যি সে চন্দন নগর এলাকায় ঢোকবার মুখেই এখানকার পুলিশ লাইনে খবর দেওয়ার ব্যবস্থা করে এসেছে। এবং এলাকার মুখে প্রহরীকে নির্দেশ দিয়ে এসেছে যাতে করে সুশান্ত সোজা এখানেই চলে আসে। হঠাৎ দূর পথের বাঁকে একটা আলোর রশ্মি জেগে ওঠে : আলোটা তীব্র ও উজ্জ্বল হয়, বুঝতে কষ্ট হয় না, কোন

গাড়ীর হেড্ লাইটেরই আলো, এবং গাড়ীটা এদিক পানেই আসছে।

সত্যি! গাড়ীটা সোজা গেটের মধ্যে এসেই প্রবেশ করল।

সুব্রত এগিয়ে যায় : সুশান্ত বাবু ?

গাড়ীটা থামলেও ইঞ্জিনটা তখনও ঘড় ঘড় শব্দে গর্জে চলেছে।

সুব্রতর ডাকে গাড়ীর সামনের সীট্ থেকে সুশান্ত জবাব দেন : সুব্রত বাবু ?

হ্যাঁ—গাড়ীর হেড্ লাইটটা নিবিয়ে দিন। Hurryup !

দপ্ করে গাড়ীর হেড্ লাইট নিবে গেল : আবার চারিদিকে পূর্বের মত অন্ধকার হয়ে গেল।

গাড়ীর ইঞ্জিনও এতক্ষণে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

প্রথমেই সুশান্ত গাড়ী থেকে নামলেন : তারপর কি ব্যাপার সুব্রত বাবু ?

The game is up সংগে কয়জন কনেষ্টবল এনেছেন ?

'আটজন—'

That's o k. একজন ছাড়া বাকী সব কনেষ্টবল বাগানের চারপাশে ছড়িয়ে থাক। হুইসেল শুনলেই যেন সব ছুটে আসে সাহায্যের জন্য।

তক্ষুনি সুশান্ত কনেষ্টবলদের নির্দেশ দিয়ে দিল কাকে কি করতেহবে : তারপর রামধারীকে বললে রামধারী তুমি কেবল থাক।

'রামধারী আমাদের সংগে চলুক।' সুব্রত আদেশ দেয়।

'ব্যাপারটা কি বলুন ত' সুব্রতবাবু—'

'বললাম ত' এখুনি তাকে ধরবো! কিন্তু খুব সাবধান, তাড়াহুড়া করবেন না তাহলেই সব মাটি হয়ে যাবে।

He is very clever আপনি আর রামধারী আমাকে follow করুন।'

সুব্রতর নির্দেশ মত সুশান্ত ও রামধারী নিঃশব্দে তাকে অনুসরণ করে অন্ধকারে বাড়ীর পশ্চাতের দিকে অগ্রসর হয়।

এদিকটায় যেন আরো বেশী আগাছা জন্মেছে। অযত্ন বর্দ্ধিত দীর্ঘ আগাছাগুলোর 'পরে ক্ষীণ চাঁদের আলো যেন অস্পষ্ট একটা আলোর কুয়াশা বিস্তার করছে।

শিকারী বিড়ালের মত ওরা তিনজন নিঃশব্দে এগিয়ে চলে ঃ হঠাৎ একটা অস্পষ্ট ঘরঘর শব্দ ওদের কাণে আসে।

সুব্রত থমকে ওঠে ঃ ইঞ্জিনের শব্দ।

আরো একটু অগ্রসর হতেই সুব্রত স্পষ্ট বুঝতে পারে শব্দটা মোটর লঞ্চের ইঞ্জিনের।

সুশান্ত যেন কি বলতে যাচ্ছিল হঠাৎ রামধারীর কণ্ঠস্বরে ফিরে তাকায়।

'ওই দেখুন স্যার—কে একজন লোক যেন সিঁড়ি দিয়ে গংগার ঘাটের দিকে নেমে যাচ্ছে!'

রামধারীর কথায় সুব্রত দৃষ্টি ফিরাতেই দেখতে পেল সত্যিই —অস্পষ্ট একটা ছায়ামূর্তি অদূরে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাচ্ছে।

আরো ভাল করে লক্ষ্য করতেই ওর নজরে পড়ল, ছায়া মূর্তির কাঁধের 'পরে কি যেন একটা ভারী মত বস্তু!

মানুষের মত বলেই মনে হচ্ছে যেন।

সুব্রতর সমস্ত চিন্তা শক্তি যেন সহসা একটা বৈদ্যুতিক তরঙ্গে আঘাত খেলে ঃ সমগ্র অতীন্দ্রিয় অনুভূতি যেন মুহূর্তে সজাগ ও সচেতন হয়ে ওঠে।

এক মুহূর্তও আর দেরী নয়।

ছায়ামূর্তি ততক্ষণে একেবারে ঘাটের প্রায় শেষ সীমান্তে গিয়ে পৌঁচেছে!

সুব্রত তীক্ষ্ণ চাপা কণ্ঠে বলে ঃ সুশান্তবাবু ঃ অসীমবাবু নিশ্চয়ই এখনো বেঁচে আছেন।

সুশান্ত সুব্রতর কথায় চমকে ওঠে ঃ অসীমবাবু? কোথায়?

'ঐ দেখুন! অসীমবাবুকেই বোধ হয় লোকটা কাঁধে করে নিয়ে যাচ্ছে জলদি।' বলতে বলতে ততক্ষণে সুব্রত তার পায়ের জুতো খুলে ফেলে দ্রুত সিঁড়ির দিকে ছুটে যায়।

সিঁড়ির পরে দ্রুত পদশব্দ শুনে অগ্রগামী ছায়ামূর্তি ফিরে তাকাতেই—অস্পষ্ট চাঁদের আলোয় তার সুব্রতকে চিনতে একটুও কষ্ট হয় না।

মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়িয়ে --কাঁধের বোঝা সিঁড়ির পরে নামিয়ে ছায়ামূর্তি সোজা হয়ে দাঁড়াল। এবং চকিতে জামার পকেট হ'তে একটা গুলিভরা পিস্তল বের করে—পিস্তলের নলটা অদূরবর্তী সুব্রতর প্রতি লক্ষ্য করে তীক্ষ্ণ স্বরে বলল ঃ সাবধান সুব্রতবাবু! আর এক পা এগুলেই কুকুরের মত গুলি করে মারবো।

সুব্রত থমকে দাঁড়িয়ে গেল।

দু'জনের মধ্যে ব্যবধান তখন মাত্র গোটা সাত আট সিঁড়ি।

ছায়ামূর্তি একেবারে সিঁড়ির শেষ প্রান্তে !—

গংগার একটানা কুলু কুলু শব্দকে ছাপিয়ে মোটর লঞ্চের চলন্ত ইনজিনের ঘর-ঘর শব্দ শোনা যাচ্ছে সুস্পষ্ট।

'সুব্রতবাবু! আমি জানতাম আপনি আসবেন—কিন্তু thus far and no further! এইখান থেকেই আজ আমরা পরস্পর পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নেবো। আপনার অহেতুক কৌতূহলই, আপনার আজকে এই অসময়ে মৃত্যুর কারণ হলো।'

কথা শেষ হওয়ার সংগে সংগেই বক্তার হস্তধৃত পিস্তলের মুখে দেখা দিল চকিতে একটা অগ্নিঝলক।

রাত্রির ঘন স্তব্ধতা দীর্ণ বিদীর্ণ করে জেগে ওঠে একটা ক্রুদ্ধ গর্জন—দুম্!…

একটা ছোট্ট মুহূর্ত!

সামান্য অসতর্কতা!

বিদ্যুৎ চমকের মতই সুব্রত চট্ করে একপাশে হেলে নিজেকে অবশ্যম্ভাবী বুলেটের হাত হ'তে বাচিয়ে বাঘের মতই সামনের দিকে ছায়ামূর্তিকে লক্ষ্য করে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

এক লাফে একেবারে অদূরে দণ্ডায়মান ছায়া-মূর্তির ঘাড়ে পড়তেই—দু'জনে টাল সামলাতে না পেরে হুড়মুড় করে সেই শান বাঁধান সিঁড়ির পরেই ধরাশায়ী হলো!

ছায়ামূর্তির হাত হ'তে পিস্তলটা ছিটকে একেবারে জলের মধ্যে গিয়ে পড়ল।

কারুরই গায়ে খুব বেশী আঘাত লেগেছে বলে মনে হয়না।

—কারণ পরক্ষণেই দু'জনে দু'জনকে জাপটে ধরে।

শক্তিতে কেউ যে কারও চাইতে খুব বেশী কম যায় তাও মনে হয়না।

জড়াজড়ি করে দু'জনে ক্রমে সিঁড়ি দিয়ে নিচের দিকে গড়িয়ে যায়।

সামনেই গংগার জল!

হতভম্ব-হতচকিত সুশান্ত ছুটে আসবার পূর্বেই দু'জনে জড়াজড়ি করে একেবারে জলের মধ্যে গিয়ে ঝপাং করে পড়ে!

শেষ সিঁড়ির পরেই গংগার জল অনেকটা গভীর এখানে। জলের মধ্যে একটা আলোড়ন চলে কিছুক্ষণের জন্য।

হতভম্ব নির্বাক সুশান্ত সিঁড়ির 'পরে দাঁড়িয়ে থাকে! কি করবে! এখন যে এই মুহূর্তে ওর কি করা উচিত কিছুই বুঝতে পারে না।

—এগার—

—বিশ্লেষণ—

পরের দিন প্রত্যুষে।

সুজিতদের বাড়ীতে তাদের বাইরের ঘরে।

ঘরের মধ্যে সকলেই প্রায় আছেন—সুজিতের বাবা আদিনাথবাবু, একটা চেয়ারের পরে বসে।

পাশেই অন্য একটা চেয়ারে বসে তাঁর স্ত্রী ভগবতীদেবী।

সুজিত, সুবিমলবাবু ও তার বোন মালতীদেবী পাশাপাশি একটা সোফার পরে বসে।

একটা চেয়ারে বসে অসীমবাবু!—

গতরাত্রের ক্লোরোফমের নেশা কেটেছে বটে তবে শরীরের ক্লান্তি এখনও তাঁর দূর হয়নি!—চোখে মুখে একটা অবসন্ন ভাব।

সুব্রতর শরীরটাও এখনও সম্পূর্ণ সুস্থ হয়নি—তবু তার দেহে বা মনে কোথায়ও যেন প্রাণশক্তির অভাব নেই। সুশান্তবাবুও উপস্থিত!

আজকের বক্তা সুব্রতই— !

গত রাত্রের এ্যাড্‌ভেঞ্চারের জের টেনে সুব্রত বলছিল: জলের মধ্যে আমরা দু'জনেই একসংগে জড়াজড়ি করে গিয়ে পড়ি। এবং জলে পড়বার পর মুহূর্তেই দু'টো জিনিষ আমি বুঝতে পারলাম—জল সেখানে বেশ গভীর। দাঁড়িয়েও ঠাঁই পাওয়া যায় না---দ্বিতীয়তঃ ভদ্রলোক সাঁতার জানতেন না।

এবং সেই কারণেই জলে পড়বার প্রায় সংগে সংগেই তিনি আমাকে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরবার চেষ্টা করেন। এমনিই হয় —সত্যিকারের জীবনে যখন সংকট আসন্ন হয়ে ওঠে—মানুষের চরমতম দুর্বলতা তখন অতি সহজেই প্রকাশ পায়। এক্ষেত্রেও হলো তাই। সুব্রত বলতে লাগল—এদিকে গংগায় তখন জোয়ার এসেছে—জল ক্রমে বেড়ে উঠছে। মুহূর্ত আগেকার সমস্ত শত্রুতা ভুলে তখন সে তার ইহলোকের সব চাইতে বড় শত্রুকেও পর্যন্ত আঁকড়ে ধরে বাঁচবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টিত হয়ে ওঠে। সে যে সাঁতার জানা একজন লোকের পক্ষে কতবড় সংকটতম মুহূর্ত—একমাত্র সেই জানে যাকে জীবনে ঐ ধরণের বিপদের সম্মুখীন হ'তে হয়েছে।' বলতে বলতে সুব্রত একটু থামল।

সুজিতই প্রশ্ন করে: তারপর?

সুব্রত মৃদু হেসে জবাব দেয়: তারপর আর কি! আমারও ভিতরকার জৈবধর্ম মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো—তাই নিজেকে বাঁচাবার জন্য তার মুখের 'পরে প্রচণ্ড জোরে এক ঘুষি বসালাম।

'ঘুষি?—'

'হাঁ—অগত্যা! কি আর করি বল, সেই ভয়ংকর মুহূর্তে?'

'তারপর?—'

'এক্ষেত্রেও যা হবার তাই হলো। হাতের মুষ্ঠি তার শিথিল হয়ে গেল—এবং সংগে সংগে স্রোতের মুখে সে ভেসে চলল। নিজেকে সামলে নিতে সামান্য দেরী হয়েছিল—তাতেই তাঁকে পর মুহূর্তে আর আশেপাশে কোথায়ও খুঁজে পেলাম না।

বোধ হয় ত তার পাপের ভরা পূর্ণ হয়েছিল—তাই মা গংগার বুকে হলো তার শেষ সমাধি প্রায়শ্চিত্ত।'

'আহা!—' একটা অর্দ্ধস্ফুট কাতর শব্দ ভগবতী দেবীর কণ্ঠ চিরে বের হয়ে এল।

মায়ের প্রাণ!

'Rascal! He deserves! কিন্তু সে লোকটা কে? আদিনাথবাবু প্রশ্ন করেন।

'কোন্নগর হত্যা ও রাওলপিণ্ডি হত্যা রহস্যের মেঘনাদ। তখনকার কালের বি,এ, বি,টি আমাদের শ্রীযুক্ত অনুতোষবাবু বললে সুব্রত!'

ঘরের মধ্যে যেন সহসা বজ্রপাত হলো।

আর্ত চীৎকারের মত সুবিমলের কণ্ঠ চিরে বের হয়ে এল। দাদা?

বাকি সব স্তম্ভিত বাক্যহারা।

একটি শব্দ পর্যন্ত নেই।

একটু থেমে একসময় সুব্রত ধীর মৃদুকণ্ঠে বললে: 'বুঝতে পারছি—ব্যাপারটা আপনাদের সকলকেই খুব আশ্চর্য করেছে—তা করবারই কথা! অতি সামান্য লোকও যে কতবড় বিস্ময়কর হয়ে উঠতে পারে মাঝে মাঝে ভাবলে সত্যিই স্তব্ধ হয়ে যেতে হয়। অনুতোষবাবুর মত একজন তীক্ষ্ণ নীতিবাগীশ—শিক্ষক সম্প্রদায়ের লোক শেষ পর্যন্ত যে এমন একটা হীন কাজ করতে পারে সেটা চরম বিস্ময়ের একটা ব্যাপার বৈকি!'

সুব্রতর কথায় কেউ কোন জবাব দিল না।

হয়ত এক্ষেত্রে সত্যিই জবাব দেবার মত কিছুই ছিল না। সত্যিই ত!

প্রচণ্ড বিস্ময়—যা পূর্ব মুহূর্তটিতে পর্যন্ত সকলের ধারণারও বাইরে ছিল। সুব্রত আবার বলতে আরম্ভ করে:

আপনাদের সহজ বিচারবুদ্ধিতে অনুতোষবাবুর মত একজন লোকের পক্ষে এ ধরণের জঘন্য একটা কাজ করা অসম্ভব হলেও মনোবিজ্ঞানের চোখে ঐ ধরণের মনোবিকৃতির উদাহরণ একেবারে বিরল নয়। এবং খুব বেশী না হলেও ঘটতে দেখা গেছে—জীবনের ক্ষেত্রে উপযুক্ত শিক্ষা পেয়েও এবং নীতির নিষ্ঠাকে সংযমের সংগে আঁকড়ে ধরেও দিনের পর দিন তিনি যখন দেখতে লাগলেন জীবনে তার কোন উন্নতি হলো না—এবং তাঁর ধারণায় যারা আজকালকার স্বল্প শিক্ষিত (?) তারা পর্যন্ত যখন চাকুরীর ক্ষেত্রে তাঁকে একের পর এক ডিঙ্গিয়ে যেতে লাগল, মনেব মধ্যে তখন তার একটা অদ্ভুত ক্ষোভের সৃষ্টি হলো; এবং ক্রমে তাঁর অজ্ঞাতে সেই ক্ষোভ রূপান্তরিত হলো হিংসায়। সমস্ত দুনিয়ার বিচারবুদ্ধির পরে ধীরে ধীরে অনুতোষবাবু একেবারে বিষিয়ে উঠতে লাগলেন। ক্রমে তার যাবতীয় নীতি ও নিষ্ঠা কোথায় তলিয়ে গেল। নিজের অজ্ঞাতেই তিনি প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য মরীয়া হয়ে উঠলেন—কিন্তু একবারও ভেবে দেখলেন না—প্রতিশোধটা তিনি কার উপরে নিতে চলেছেন। the climax of the show was that! অন্ধ আবেগে শেষ পর্যন্ত তিনি নিজকেই আক্রমণ করে বসলেন। অনুতোষবাবুকে

এবারে হয়ত আপনারা সকলে সুবিচার করতে পারবেন। That poor soul what he did after all was nothing but the final outcome of the complex he was suffering from সুব্রত আবার চুপ করলো।

সকলেই স্তব্ধ! কেবল মালতী, সুবিমলের চোখের কোল বেয়ে নিঃশব্দ অশ্রুর ধারা গড়িয়ে পড়ছে।

সুব্রত আবার বলতে সুরু করে: এবারে আসল কাহিনী সুরু করা যাক। সকলেই একসংগে প্রশ্ন করে হঠাৎ: আসল কাহিনী? সুব্রত জবাব দেয়: হাঁ—আসল কাহিনীই—বর্তমান হত্যার পরিকল্পনাটা যেখান থেকে দানা বেঁধে উঠেছে। প্রায় বছর দেড়েক আগে, মানে জমিদার শ্রীবিলাস চৌধুরীর মৃত্যুর বছর খানেক আগে, হঠাৎ কি ভেবে তিনি তাঁর আগেকার উইলটা রদ করে নতুন একটা উইল তৈরী করেন। এবং যে কারণেই হোক, সে উইলটা তিনি রেজেষ্ট্রী করে যাবার সুযোগ বা সুবিধা পাননি।

নতুন উইল?'—বিস্মিত সুবিমলবাবু প্রশ্ন করেন।

'হাঁ—নতুন উইল।' এবং সে উইলের প্রধান দু'জন সাক্ষী হলো ১নং শংকর ঘোষ, ২নং ভৃত্য সুখদাশ। পূর্বের উইল অনুসারে অমুতোষবাবুই ছিলেন শ্রীবিলাস চৌধুরীর যাবতীয় স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী—এবারে নতুন উইলে তাকে সর্বোতভাবে বঞ্চিত করে সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করা হলো অন্য দু'জনকে---সমান অংশে তার দুই পৌত্রকে!

'তার দুই পৌত্রকে?—'এক সংগেই সুজিত ও সুবিমল প্রশ্ন করে।

'হ্যাঁ—তাঁর দুই পৌত্রকে! এবারে তাঁর নিজের জবানীতেই তাঁর কাহিনী আপনাদের শোনাবো।'

বলতে বলতে আগের দিন ডাকে প্রাপ্ত সুদীর্ঘ চিঠিখানা খুলে সুব্রত পড়া সুরু করে।

বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে সকলে সুব্রতর চিঠি পড়া শুনতে থাকে—

লীলার দু'টি সন্তানের যখন কোন সংবাদ পেলাম না, ধিক্কার ও গ্লানিতে তখন আমার মরণের ইচ্ছা হচ্ছিল। বুঝলাম এও আমারই পাপের ফল। সন্তান হয়ে বাবার মনে আঘাত দিয়েছিলাম এ তারই ফল। আবার বের হয়ে পড়লাম পথে। সুখের ঘর আমার পুড়ে গেছে—তবে আর কেন? পথই আমার একমাত্র বন্ধু! এমনি করে আরো চার পাঁচ বছর এদিক ওদিক ঘুরে ঘুরে বেড়াবার পর হঠাৎ একদিন সংবাদ পত্রে রাওলপিণ্ডির এক হোটেলে আমার হত্যা সংবাদ পড়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। খোঁজ নিয়ে জানলাম আমারই মত দেখতে হয়ত কোন হতভাগ্য একমাত্র সন্তোষ চৌধুরী তার নাম হওয়ার জন্য এমনি করে অদৃশ্য আততায়ীর হাতে প্রাণ দিয়ে গেল। কিন্তু কে সে আততায়ী? যেমন করেই হোক তাকে খুঁজে বের করতেই হবে। আক্রোশে অন্ধের মত সেই অদৃশ্য আততায়ীর সন্ধানে ছুটাছুটি করে বেড়াতে লাগলাম—যেমন করেই হোক সে পাপিষ্ঠকে ধরতেই হবে। সংবাদের সূত্র ধরে এগুতে এগুতে জানতে পারলাম

একদিন, আমার ভাগ্নে অনুতোষই ঐ নিষ্ঠুর হত্যাকারী ! But it was too late বাবা তখন মারা গেছেন, সে তখন বাবার সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী। পরে অবিশ্যি টের পেয়েছিলাম মৃত্যুর কিছুদিন আগে বাবা আমার পুত্রদের সম্বন্ধে জানতে পারেন আর অনুতোষকে সব কিছু হ'তে বঞ্চিত করে আমার দুই পুত্রকে সমস্ত সম্পত্তি দিয়ে যান। আমার পরিচয় বোধ হয় এতক্ষণে বুঝতে পেরেছেন—হাঁ আমিই হতভাগ্য সন্তোষ চৌধুরী। শ্রীবিলাস চৌধুরীর অকৃতি অধম সন্তান। আমিই বেনামী একটা চিঠিতে আমার সন্তানদের কথা শংকর ঘোষকে জানিয়ে অনুরোধ করেছিলাম—কারণ তখনও আমার স্থির বিশ্বাস ছিল তারা মরেনি—যদি কোনদিন তাদের সন্ধান পান তাই শংকরকে বাবাকে অনুরোধ করতে জানিয়েছিলাম যে—আমার পাপের জন্য তিনি যেন তাদের বঞ্চিত না করেন তাদের পিতৃ সম্পত্তি হ'তে। তাঁর আশীর্বাদ যেন তারা পায়। চিঠি এই পর্যন্ত পড়া হতেই হঠাৎ অসীমবাবুর 'বাবা' বলে চীৎকার করে চেয়ারের উপর থেকে টলে পড়ে যাচ্ছিলেন—সুজিত গিয়ে তাড়াতাড়ি ধরে ফেললে। চোখে মুখে জল দিয়ে হাওয়া করতেই অসীম আবার কিছুক্ষণ পরে সুস্থ হ'য়ে উঠে !

আদিনাথবাবু বলছিলেন : আশ্চর্য। অসীম—

'হাঁ—অসীমবাবু ও তার মৃত ছোট ভাই সুসীমবাবুই সন্তোষবাবুর দুই ছেলে ! মৃত শ্রীবিলাস চৌধুরী মশাইয়ের পৌত্র। ওদের আসল পদবী রায় নয়—চৌধুরীই। পদবী গোপনের

মধ্য দিয়ে ওটা ওদের আত্মগোপনের চেষ্টা মাত্র। আপনারা সকলেই জানেন ঘটনায় প্রকাশ---সন্তোষ চৌধুরী রাওলপিণ্ডির এক হোটেলে এক অদৃশ্য আততায়ীর হস্তে নিষ্ঠুরভাবে নিহত হন। কিন্তু সন্তোষবাবুর আমার নিকটে লিখিত পত্র থেকেই একটু আগে সে ভুল আমাদের ভেংগে গেছে। পিতার পরে অভিমান করে সন্তোষবাবু গৃহত্যাগ করে যান এবং লাহোরে গিয়ে এক বাংগালীর মেয়েকে বিবাহ করেন—কিন্তু তার স্ত্রীর আকস্মিক মৃত্যুতে তিনি মর্মান্তিক আঘাত পান ও সংসার ছেড়ে এক রাত্রে চলে যান এবং গৃহত্যাগের পূর্বে ছেলেদের নামে একখানা চিঠি লিখে রেখে যান—সে কথাও তাঁর এই পত্রেই আছে—'

• অসীমবাবু বললেন : হাঁ! 'সেই চিঠি পড়েই বড় হয়ে আমরা আমাদের সত্য পরিচয় জানতে পারি—মামার বাড়িতে লাহোরেই আমরা মানুষ। আমার যখন ১৭ বছর বয়েস তখন হঠাৎ দু'দিনের আড়াআড়ি দাদু ও দিদিমা মারা যাওয়ায় মামারা আমাদের বাড়ী থেকে বের করে দেন। তারা কোনদিনই আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন না! দাদু দিদিমার জন্য কিছু বলতে পারতেন না—তাদের মৃত্যুর পর তাই সহজেই বাড়ী থেকে তারা আমাদের তাড়িয়ে দিয়ে নিস্কৃতি পান। কি কষ্টের মধ্য দিয়ে যে আমাদের কয়েকটা মাস গেছে—

'সে সময় চৌধুরী মশাইয়ের কাছে এসে আত্মপরিচয় দেননি কেন?' সুজিত প্রশ্ন করে।

'তার কারণ আমাদের সেই একমাত্র প্রমাণ সেই চিঠিখানা হারিয়ে গিয়েছিল। কে আমাদের কথা বিশ্বাস করবে ?—'

'পাগল! নিজের নাতিকে চিনে নিতে কি কোন কষ্ট হয় পাগল ছেলে!' ভগবতী দেবী বলে ওঠেন।

'ভবিতব্য! তা না হলে এঁদেরই বা কষ্ট পেতে হবে কেন? যাক্ গে সে কথা সন্তোষবাবুর চিঠিটা শেষ করি। সুব্রত চিঠিটার শেষাংশ আবার পড়তে সুরু করে: অনেক দিন পরে শংকর ঘোষকে গোপনে আবার একখানা চিঠি দেই। সে আমাকে বড় স্নেহ করতো। এবং তারই পত্রে জানতে পারি অনুতোষ তখন জমিদার আর আর আমার দু'ছেলে অসীম ও সুসীম কোন্নগরেই এসে জুটেছে! শংকর বাবাকে তার মৃত্যুর আগে বেনামী চিঠিখানার কথা বলেছিল, সেই চিঠির সূত্র ধরে খোঁজ করে করে অবশেষে অসীম ও সুসীমের খোঁজ পেয়ে শংকর ঘোষই তাদের ওখানে আনিয়েছে। শংকর আজ মৃত। আমিও চিরবিদায় নিচ্ছি। হতভাগ্য সুসীমও নেই। একমাত্র অসীম রইলো, আমার শেষ অনুরোধ তাকে দেখবেন! শুধু বাপের পাপে যেন তার জীবনটাও ব্যর্থ না হ'য়ে যায়, আর একটা কথা, আমিই ভাগ্যচক্রে শংকর ঘোষের মত বন্ধুর হত্যাকারী। সেদিন একটা চিঠি পেয়ে তার সংগে দেখা করতে যাই, এবং হঠাৎ দূরে অনুতোষকে দেখে দিক বিদিক হারা হয়ে গুলি চালাতেই' গুলি শেষ পর্যন্ত গিয়ে অনুতোষের বদলে শংকরের কপালেই লাগে। এবার খুনের প্রায়শ্চিত্তই করবো। অসীমকে সম্ভব হলে এই চিঠিটা পড়তে

দেবেন। জানি সে তার বাপকে কোন দিনই ক্ষমা করতে পারবে না, তবু তার কাছে আমার শেষ ভিক্ষা রইলো সে যেন আমাকে না ঘৃণা করে! নমস্কার!

ইতি হতভাগ্য সন্তোষ চৌধুরী।

'বাবা! কবে, কবে আপনি এ চিঠিখানা পেয়েছেন সুব্রত বাবু?' অসীম অধীর হয়ে প্রশ্ন করে।

'আজ সকালেই সুশান্তবাবু সংবাদ এনেছেন আপনার বাবা নিজের বুকে গুলি করে আত্মহত্যা করেছেন! শ্রীরামপুরের এক পাটের গুদামে রামচরণ নাম নিয়ে আত্ম-গোপন করেছিলেন।' সুব্রত জবাব দেয়।

'বাবা! আমার বাবা নেই!' অসীমবাবুর দু'চোখের কোল বেয়ে জল ঝরতে থাকে।

অকস্মাৎ যেন একটা বিষাদের কারুণ্য কক্ষটির মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে।

—বার—

—সমাপ্তি—

দুঃখময় কাহিনীর অশ্রু সমাপ্তি।

সুব্রত আবার তার অসমাপ্ত কাহিনীর জের টেনে সুরু করে: আমার বক্তব্য এখনো শেষ হয়নি। এবারে আমরা শংকর ঘোষের কথায় আসবো। যাহোক, শ্রীবিলাস চৌধুরীর মৃত্যুর পরে অনুতোষবাবু তার আগেকার উইলের উত্তরাধিকারী সূত্রে পরম নিশ্চিন্তে এসে গদীতে উঠে বসলেন।

কিন্তু নির্মম নিয়তির গতি কে রোধ করবে? সৌভাগ্যের উচ্চতম শিখরে সমারোহণ করে পরম নিশ্চিন্ত অনুতোষ-বাবু একবারের জন্যও ভাবেননি যে ইতিপূর্বেই তার বহু কষ্টের হাতে তৈরী ভাগ্যের চাকা উল্টোপথে ঘুরে গিয়েছিল। তার সমস্ত চক্রান্তই ইতিপূর্বে ফাঁস হয়ে গিয়েছে এবং তার জল জ্যান্ত একজন সাক্ষী সবদা তার পাশে পাশেই রয়েছে—স্বয়ং শংকর ঘোষ! এইখানে একটা কথা আমি এখনো ঠিক বুঝে উঠতে পারিনি, শেষের উইলটা কেন দুই ভাগে ভাগ করে এক ভাগ শংকর ঘোষ ও অন্য ভাগটি সুখদাশ রেখেছিল?

দু'জনই আজ মৃত! ঘটনার আসল সত্যটি জানবারও তাই আর উপায় নেই, তবে আমার অনুমান, পাছে উইলটি কখনো অনুতোষবাবুর হাতে পড়ে তাই বোধ হয় ত' পরামর্শ

করে সুখদাশ ও শংকর ঘোষ উইলটাকে দু'ভাগ করে পরস্পরের কাছে একটি করে অংশ রেখে দিয়েছিল। সে যাই হোক! বিভক্ত অভিশপ্ত উইলটি নিয়েই এবারে সুরু হলো আর এক মর্মান্তিক খেলা। শংকর ঘোষ ও সুখদাশের মধ্যে শংকর ঘোষ ছিল ঢের বেশী ধূর্ত ও কুটবুদ্ধি সম্পন্ন! সে একঢিলে দুই পাখী মারতে চাইল। অনুতোষকে উইলের কথা জানিয়ে সুরু করলে সে অর্থ দোহন, সোজা কথায় যাকে বলে black mailing! আর মনে মনে অসীমবাবুকে আসতে লিখে সংকল্প করে রেখেছিল, অসীমবাবুর কাছ থেকেও উইলের বদলে বেশ কিছু দোহন করে নিয়ে নিজের পকেট ভারী করবে! অবিশ্যি শেষোক্তটাও আমার অনুমান মাত্র।

অসীমবাবু এই সময়ে বলে উঠলো, 'ঠিক তাই! তিন হাজার টাকার বিনিময়ে উইলের অংশটা আমাকে সে দিতে চেয়েছিল। আমিও রাজী হয়েছিলাম। যে দিন সে মারা যায়, সেদিনই তার উইলটা আমার হাতে পৌঁছে দেবার কথা ছিল।'

'কিন্তু তিন হাজার টাকা আগে না পেয়েই উইলের অংশটা সে দিতে রাজী হলো?' প্রশ্ন করলে সুব্রত।

'হাঁ! শংকর ঘোষ বলেছিল টাকাটা সে-ই ধনী কোন একজন মহাজনের কাছ থেকে বেশী সুদে আমাকে পাইয়ে দেবে। কিন্তু আমি তাতে রাজী হইনি। সেদিন তাকে টাকা যোগাড় করেছি বলে মিথ্যা ধাপ্পা দিয়ে উইলটা সঙ্গে নিয়ে আসতে বলেছিলাম।'

তাহলে অনুমান আমার মিথ্যা হয়নি।

যাক গে সে কথা! এদিকে শংকর ঘোষের মত সুখদাশের মনেও জাগল অর্থ লিপ্সা! সেও অনুতোষকে উইলের প্রলোভন দেখিয়ে দোহন করতে সুরু করে দিল। অর্থের আকাংখা বড় ভয়ানক। সুখদাশও শেষ পর্যন্ত অর্থের বিনিময়ে তার নিকট যে উইলের অংশটি ছিল, সেটা অসীমবাবুর কাছে বোধ হয় বিক্রয় করতে চায়।'

'হাঁ! ঠিক তাই!'

'দেখুন তাহলে অর্থের একটা কালচক্র গড়ে উঠলো! আর সেই চক্রের চারপাশে অনুতোষ, সুখদাশ, শংকর ঘোষ ও আমাদের অসীমবাবু কানামাছির মত ঘুরতে লাগলেন। শংকর ঘোষ ও সুখদাশ কিছুতেই যখন ধরা দিচ্ছে না, তখন আমাদের অসীমবাবু মরিয়া হয়ে উঠেই শংকর ঘোষকে মিথ্যা ধাপ্পা দিয়ে উইলটা সে রাত্রে টাকা দেবেন বলে নিয়ে আসতে বলেন। এদিকে অনুতোষবাবুও চুপ করে বসেছিলেন না! কথায়ই আছে শঠে শাঠ্যং! গোপনে সুখদাশ ও শংকর ঘোষকে সর্বদা লক্ষ্য করতে করতে অবশেষে অনুতোষবাবু অসীমবাবুর উপস্থিতির ব্যাপারটা নিশ্চয়ই জেনেছিলেন। তাই হয়ত—এবারে সত্যিই কোণঠাসা জানোয়ারের মত ক্ষেপে উঠলেন অনুতোষবাবু। সুজাতার বিবাহরাত্রে শংকর ঘোষ যখন অসীমবাবুর প্রলোভনে পড়ে মাঠের ধারে উইলটা পকেটে রেখে গাড়ীর মধ্যে অপেক্ষা করছে—নিঃশব্দপদ সঞ্চারে মৃত্যুরূপী অনুতোষ সাইকেলে চেপে তার পশ্চাতে এসে দাঁড়াল!

চরম মুহূর্ত !

এদিকে রামচরণবেশী সন্তোষবাবুও ঠিক সেই সময় সুখদাশের কথামত তার সংগে দেখা করতে ঐখানে এসে হাজির। কারণ সুখদাশ তাকেও ডেকেছিল, অথচ সে জানত না যে, আরো দু'জন ঐ সময়েই দেখা করতে আসছে পরস্পর পরস্পরের সংগে। দূর থেকে অনুতোষকে সাইকেলে চেপে আসতে দেখে সন্তোষবাবু একটু আড়ালে সরে দাঁড়ান! পরে পাশ দিয়ে যাবার সময় তাকে চিনতে পেরেই মুহূর্তে তার মনের মধ্যে জিঘাংসা জেগে ওঠে। অনুতোষবাবু সেই মুহূর্তে শংকর ঘোষকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়, ফলে অনুতোষবাবুরই গুলিতে বিদ্ধ হয়ে শংকর ঘোষ মারা গেল, কিন্তু উত্তেজনার মধ্যে গুলি ছোঁড়ায় সন্তোষবাবুর লক্ষ্য নষ্ট হলো। অথচ সন্তোষবাবু মনে করলেন শেষ পর্যন্ত বুঝি তাঁরই গুলিতে শংকর ঘোষ মারা গেছে। গুলি করেই অনুতোষবাবু দ্রুত পালিয়ে গেলেন। কারণ দ্বিতীয় গুলির শব্দে তিনিও বিস্মিত ও ভীত হয়েছিলেন। এদিকে মৃত শংকর ঘোষের কাছে এসে তাকে নিজের গুলিতেই মৃত জেনে দুঃখে ও অনুশোচনায় সন্তোষবাবু মুষড়ে পড়লেন।

সুব্রত চুপ করলো।

এবারে অসীমবাবু আবার বললেন : আমি যখন পৌঁছেছি সেখানে তখন আশে পাশে কেউ ছিল না। আর বাবা ঠিক বুঝতে পারেন নি বোধ হয়ত' উত্তেজনার বশে শংকর ঘোষ তখনও মরেনি! কারণ তার শেষ উক্তি থেকেই আমি জানতে

পারি তার উইলের অংশটা জমিদার বাড়ীর লাইব্রেরী ঘরের বড় ঘড়িটার গুপ্ত কোটরে লুকান আছে।

সুব্রত বললে : তাই বুঝি উৎসবের রাত্রে আপনি লাইব্রেরী ঘরে ঢুকে ঘড়িটা হাতড়াচ্ছিলেন ?

'হ্যাঁ !'

'পেয়েছিলেনও উইলটা ? কেমন না ?'

'হ্যাঁ কিন্তু বাকী অংশটা এখনো জানিনা কোথায় ?'

'সেটা আমার কাছে !' সুব্রত মৃদু হেসে জবাব দেয়।

'আপনার কাছে ? ' বিস্মিত অসীম প্রশ্ন করে।

'হ্যাঁ ! তাইত' সুখদাশের আক্রোশ এবাড়ীর পরেও এসে এদের পর্যন্ত ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। আমার কাছে যে অংশটা আছে সেটাই ছিল সুখদাশের অংশ ! এবং সেটা সে লাইব্রেরী ঘরে 'ভারতে বৌদ্ধ যুগের প্রভাব' বইখানার মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিল।

দৈবক্রমে হঠাৎ একদিন সুজিতের বাবা যখন গিয়ে অনুতোষ বাবুর লাইব্রেরী দেখতে দেখতে 'ভারতে বৌদ্ধ যুগের প্রভাব' বইখানা পড়বার জন্য চেয়ে নিয়ে আসেন হঠাৎ সেই সময় সুখদাশ ঐ খানে উপস্থিত হয়ে সুজিতের বাবার হাতে বইখানা দেখে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যায়। কথায় ভুলিয়েও যখন সফল হলো না, তখন পর পর দু' রাত্রিতে এবাড়ীতে এসে সে হানা দেয় বইটা বাগাবার জন্য। কিন্তু দুর্ভাগ্য তার, আগেই বইখানা নাড়াচাড়া করে দেখতে গিয়ে উইলের অংশটা তার মধ্যে পেয়ে আমি সেটা সরিয়ে ফেলেছিলাম। সুখদাশ যখন উইলের

অংশটা হারাল তখন সে বুদ্ধিমানের মত অসীমবাবুকে কোন কথা না ভেংগে কেবল তাকে খেলাতে লাগল। অথচ বেচারী অসীমবাবু ঘুণাক্ষরেও এ সম্পর্কে কিছু জানতে বা বুঝতে পারলেন না।

এবারে সুজিত কথা বললে · কিন্তু তুইত' সব জানতিস্ তুই অসীমবাবুকে সব কথা খুলে বলিস নি কেন ?

'তাহলে যে আসল কাতলা মাছটিই হাত ছাড়া হয়ে যায়। কারণ অনুতোষবাবুর ধারণা হয়ে গিয়েছিল যে ইতিমধ্যেই অসীমবাবুর হাতে উইলের একটা অংশ পৌঁছে গিয়েছে। এখন কথা হচ্ছে অনুতোষবাবু কেন শংকর ঘোষকে হত্যা করলেন ?---

অনুতোষবাবু তু'টি কারণে শংকর ঘোষকে হত্যা করেন ; ১নম্বর হচ্ছে further black mailing stop করতে দ্বিতীয় নম্বর তার হাতে যে উইলের অংশটা আছে সেটা সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হওয়ার জন্য। তারপর অর্থাৎ হত্যার পর যখন দেখলেন ও বুঝতে পারলেন সুখদাশ শংকর ঘোষের হত্যার ব্যাপারে তাকে সন্দেহ করেছে তখন সুখদাশকেও হত্যা করবার সংকল্প করলেন। শত্রুর শেষ রাখতে নেই !

তাছাড়া সুখদাশকেও সরাতে পারলে black mailing থেকে যেমন রেহাই পাওয়া যাবে নিজের বিপদের সম্ভাবনাও কম থাকবে এটাও তিনি ভেবেছিলেন। তাই শেষ পর্যন্ত সুখদাশকেও তাঁর হাতে নিষ্ঠুর ভাবে নিহত হতে হলো। এমনি করেই ধর্মের কুল বাতাসে নড়ে। সুখদাশ ও শংকর

ঘোষের জন্য আমার কোন দুঃখই নেই, ভগবানই তাদের মাথায় গুরুদণ্ড তুলে দিয়েছেন। জীবন দিয়ে তারা তাদের লোভের প্রায়শ্চিত্ত করে গিয়েছে। আর বিদঘুটে complexয়ে জর্জরিত হতভাগ্য অনুতোষবাবু! অনুতোষবাবুর যেই ধারণা হয় যে অসীমবাবুর হাতে উইলের একটা অংশ পৌঁচেছে---হানা দিলেন তিনি তখুনি তার বাড়ীতে! কিন্তু সেখানে ব্যর্থ হ'য়ে অসীমকে অন্যভাবে আঘাত দেওয়ার জন্য লোহার ডাণ্ডা মেরে সুসীমকে হত্যা করেন।

Horrible! then it was also that devil! অনুতোষ-বাবুই সুসীমকেও হত্যা করেছিলেন?' কথাটা বলেন সুশান্তবাবু।

'হাঁ! সেই জন্যই সে রাত্রে সুখদাশকে আমি গ্রেপ্তার করতে দিইনি আপনাকে। সুখদাশ—তাকে যদি অন্তত গ্রেপ্তারও করা হতো—এমনি ভাবে হয়ত অনুতোষের হাতে তাকে মৃত্যু বরণ করতে হতো না। সুখদাশ সে রাত্রে লাইনের ধারে সুসীমের অনুসরণে নিজের ইচ্ছায় যায়নি—গিয়েছিল অনুতোষবাবুরই নির্দেশে। অনুতোষবাবুর plan ছিল সুখদাশকে সেখানে উপস্থিত রেখে সুসীমকে হত্যা করলে প্রত্যেকের সন্দেহ সুসীমের হত্যাকারী বলে সুখদাশের 'পরেই পড়বে—বিশেষ করে সে রাত্রে 'ভারতী ভবনে' সুখদাশকে সুসীমের হত্যার attempt করবার পর।'

'উঃ 'সাংঘাতিক লোকত' ঐ অনুতোষ চিজটি!' বলে সুজিত।

'হুঁ! অনুতোষ was really a clever guy! Now after finishing সুখদাশ—অনুতোষবাবু এবারে তাঁর পথের শেষ কাঁটা অসীমবাবুর প্রতি দিলেন নজর।

প্রথম রাত্রে অসীমবাবুকে তাঁর বাড়ীতে গায়েব করতে আসবার সময় সুবিমলবাবু unconsciously তাকে follow করায় the devil's whole plan was upset! and you all know all about it! আপনারা সকলেই তা জানেন। কাজেই এবারে দ্বিতীয় plan করলেন—অসীমবাবু যখন দ্বিতীয় বার আবার সন্ধ্যার পর তাঁর বাড়ীতে যান it was অনুতোষবাবুই যিনি একটা বেনামা চিঠি দিয়ে অসীমবাবুকে ভুলিয়ে সেখানে ডেকে নিয়ে যান। এবারের plan ছিল অসীমবাবুকে সোজা একেবারে চন্দননগরে অজ্ঞান করে নিয়ে গিয়ে জলে ডুবিয়ে মারা। যাহোক ভগবানের কৃপায় এ planটাও ভেস্তে গেল—রাখালবাবু ওরফে আমাদের কৈলাস-চরণ অর্থাৎ আমাদের অনুতোষ বাবুর বাড়ীতে নবনিযুক্ত ভৃত্যটির সতর্ক প্রহরার জন্য।

'কিন্তু আপনি অনুতোষবাবুকে সন্দেহ করলেন কি করে মিঃ রায়?' প্রশ্ন করে এতক্ষণে সুশান্ত।

'অনুতোষবাবুর 'পরে প্রথমে আমার সন্দেহ হয় শংকর ঘোষের হত্যার পর দিন প্রত্যূষে তার সংগে দেখা করতে গিয়ে কথা বলেই। এবং তখন থেকেই তার 'পরে আমি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখি ও আপনাদের সকলের সন্দেহ তার উপরে যাতে না পড়ে এবং সে নিশ্চিন্ত থাকে সে সম্পর্কে সতর্ক হয়ে। সন্দেহ

ক্রমে ঘনীভূত হয় যেদিন রাত্রে সুসীম সুখদাশকে হত্যা করবার চেষ্টা করতে গিয়ে ধরা পড়ে।

আপনারা হয়ত কেউ সন্দেহও করেননি ঐ রাত্রেই সুসীম আসলে অনুতোষবাবুকেই হত্যা করতে গিয়েছিল—and not to kill সুখদাশ ! সুখদাশ বাধা দেওয়াতেই সুসীম got furious. তারপর দ্বিতীয় উইল সম্পর্কে সব ঘটনা শংকর ঘোষ অসীমবাবুকে জানিয়েছিলেন একথা আপনারা সকলেই জানেন—ঐ ব্যাপারটা যে অসীমবাবু জানেন এই কথাটা অনুতোষবাবুকে একটা false তার করে ও একটা বেনামা চিঠির মারফৎ জানিয়ে দিই। ঐ false তার পেয়েই অনুতোষবাবু আরো ক্ষেপে ওঠেন—এককথায় একেবারে মরীয়া হয়ে ওঠেন। কৈলাসচরণ আমারই নির্দেশে অনুতোষবাবুর গতিবিধির পরে ভৃত্য সেজে দৃষ্টি রাখছিল—সেই সব সংবাদ আমাদের সরবরাহ করতো। অনুতোষকে সন্দেহ করবার আমার অবিশ্যি আরো কারণ ছিল—তার মনের মধ্যে যে complexয়ের উদ্ভব হয়েছিল সেটাও was strong enough ! Now the story is over ! কাহিনীর শেষ হয়েছে--- উইলের দু'টো অংশই এখন আমার হাতে এবং কালই সেটা অসীমবাবুর হাতে তুলে দিয়ে আমার শেষ কর্তব্য সম্পন্ন করবো—তাহলেই আমার ছুটি।

* * * *

কাহিনীর শেষের পৃষ্ঠায় শুভ শংখনাদ—অসীমবাবু ও মালতী দেবীর শুভ পরিণয়োপলক্ষে মিষ্টান্ন বিতরণে !